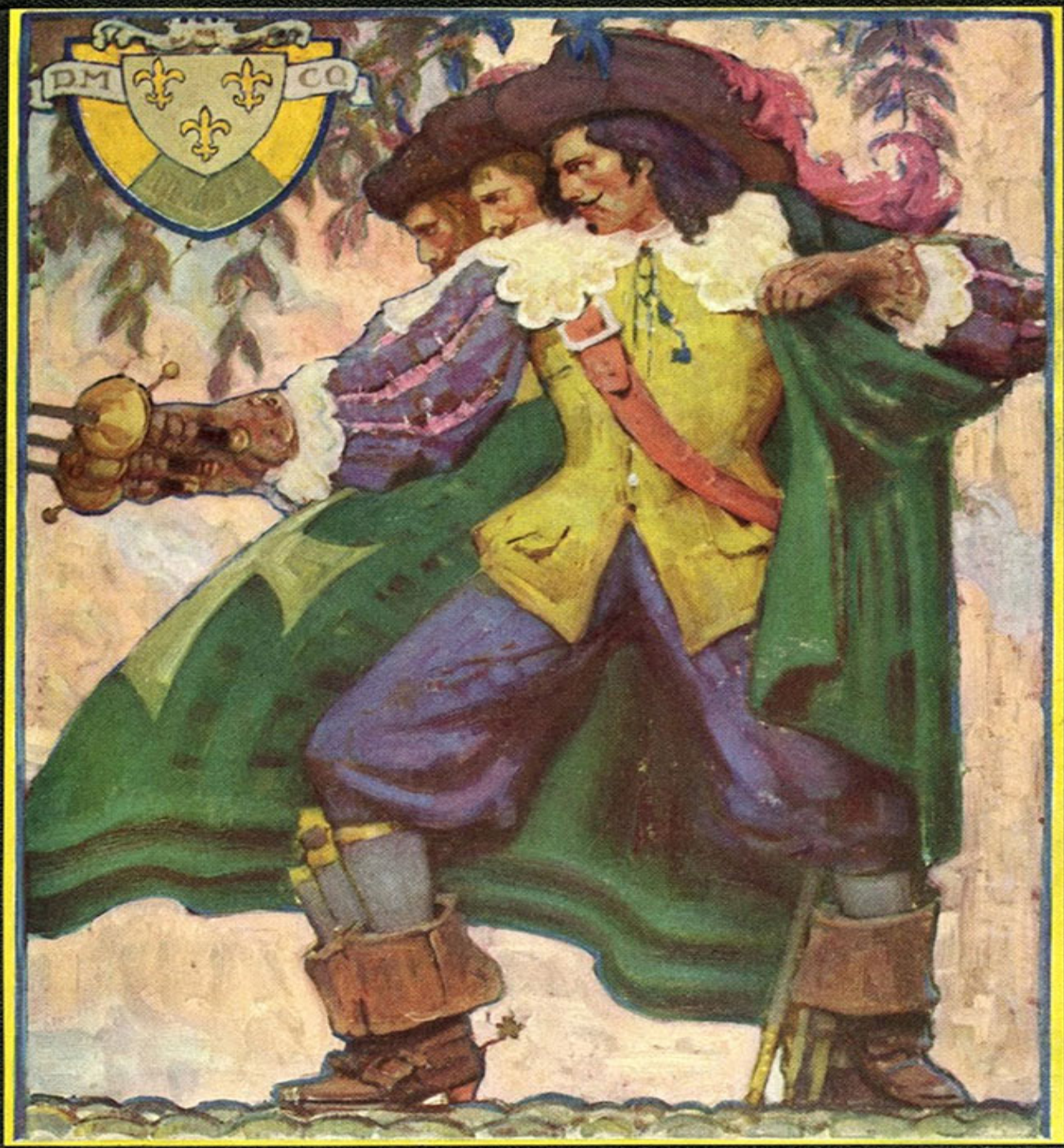


# তিন মাস্কেটিয়ার

আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোর্শেদ

# তিন মাস্কেটিয়ার

## মূল: আলেকজান্দার দ্যুমা

## রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫

## এক

ঘোড়াটাই যত নষ্টের গোড়া। এটা না হয়ে যদি অন্য কোন ঘোড়া হত, হয়তো বাধত না গোলমালটা…।

হতভাগ্য একটা টাট্টুঘোড়া। ঘোড়া না বলে ঘোড়ার চেহারার কাকতাড়ুয়া বলাই বোধ হয় ভাল। অনেক আগে বেচারার শক্তি, সাহস, সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। লেজের বেশিরভাগ চুলই এখন আর নেই। চামড়ার রঙ দাঁড়িয়েছে হলদেটে মাখনের মত। আর সবচেয়ে যেটা দুঃখজনক তা হলো, বেচারা দৌড়াতে তো পারেই না, হাঁটে যখন, মাথাটা ঝুঁকে থাকে হাঁটুর নিচে। দারতায়াঁ ঘোড়াটা পেয়েছে ওর বাবার কাছ থেকে। আরও ভাল কিছু আশা করেছিল ছেলেটা, কিন্তু নিছক উপদেশ ছাড়া দেয়ার মত আর বিশেষ কিছু ছিল না বাবা বেচারার।

'সময় হয়েছে, বাছা,' বলেছিলেন তিনি, 'যশ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তির জন্যে দুনিয়ার পথে বেরিয়ে পড়ো এবার। যা দিনকাল পড়েছে, একমাত্র সাহস আর তলোয়ারের জোর থাকলেই আজকাল ধনী হয় মানুষ। আমার উপদেশ মনে রেখো, ঝগড়া বিবাদকে ভয় পেয়ো না কখনও, দুঃসাহসিক কাজে পিছপা হয়ো না। তলোয়ার চালানোর কায়দা-কানুন সব শিখিয়েছি তোমাকে—লোহার বাহু আর ইস্পাতের কব্জি আছে তোমার। সুতরাং লড়বে, সুযোগ পেলেই লড়বে।

'এই চিঠি আর পনেরোটা স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আমার আর কিছু নেই তোমাকে দেয়ার মত। আমার পুরনো বন্ধু, প্যারিসের মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে লিখেছি চিঠিটা। ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। যখন ও প্যারিসে যায় তখন ও-ও তোমার মতই ভাগ্য বিড়ম্বিত এক যুবক। আর এখন মাস্কেটিয়ারদের ক্যাপ্টেন, আমাদের রাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব ওর কাঁধে। লনেছি, কার্ডিন্যাল, রিশেলিওর মত লোকও নাকি সমীহ করে চলে ওকে। তুমি যেভাবে শুরু করতে যাচ্ছ, ও-ও সেভাবেই শুরু করেছিল জীবন। সুতরাং ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চিঠিটা নিয়ে সোজা চলে যাবে ওর কাছে। ও যেভাবে উঠেছে, তুমিও সেভাবে উঠতে পারবে আশা করি।'

চিঠিটা পকেটে রাখল দারতায়াঁ। স্বর্ণমুদ্রাগুলোও। মায়ের কাছ থেকে নিল একটা মলমের প্রস্তুতপ্রণালী—একেবারে মরণ-ক্ষত ছাড়া আর সব ধরনের ক্ষত অবিশ্বাস্য কম সময়ে ভাল হয়ে যায় ওই মলম লাগালে। পকেটে ঢোকাল ওটাও। তারপর চেপে বসল সেই বিদঘুটে হলদে ঘোড়ার পিঠে। এমন একটা জন্তুর পিঠে চড়ায় কেমন যে হাস্যকর লাগছে ওকে দেখতে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ও।

সেদিনই, অর্থাৎ ১৬২৬ সালের এপ্রিলের প্রথম সোমবার বিকেল নাগাদ ও

পৌঁছে গেল মিউং শহরে। পথচারীরা অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওকে। চমৎকার চেহারা ওর। বয়স মাত্র উনিশ। দীর্ঘ দেহটা বয়সের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা। মুখটা রোগাটে হলেও দৃঢ়। শক্ত চোয়াল; কালো, উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ। কিন্তু ওর ধারণা, পথচারীরা ওর সৌন্দর্য দেখার জন্যেই যে লধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তা নয়, কাকতাড়ুয়া মার্কা ঘোড়াটা ভাল করে দেখার জন্যেও তাকাচ্ছে অনেকে।

ভয়ঙ্কর হিংস্র চোখে পথচারীদের লক্ষ করছে দারতায়াঁ। জন্মসূত্রে ও একজন গাসকন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়া বা নির্ভীকভাবে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে বেশ নামডাক আছে গাসকনদের। দারতায়াঁও তার ব্যতিক্রম নয়। পথচারীদের প্রতিটা হাসিকে অপমান আর প্রতিটা চাউনিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান বলে ধরে নেয়ার জন্যে তৈরি যেন ও। একেকটা লোক ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে ওর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত হয় মুঠো পাকিয়ে উঠছে নয়তো চলে যাচ্ছে তলোয়ারের বাঁটে। যদিও শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি হলো না কারও সাথে। খাপ থেকে তলোয়ার বের করারও দরকার পড়ল না। সত্যি কথা বলতে কি, *জলি মিলার* সরাই-এ পৌঁছানোর আগে কোন ঝামেলাই হলো না।

দুলকি চালে সরাইটার উঠানে ঢুকল ও। চটপটে ভঙ্গিতে নামল ঘোড়া থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল চারপাশে, ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে যাওয়ার মত কাউকে দেখা যায় কিনা। তারপরেই ঘটল ঘটনাটা। পেছন থেকে হো-হো করে হেসে উঠল যেন কারা। সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল দারতায়াঁ। আগুন ঝরা চোখে তাকাল সরাইখানার দিকে।

নিচতলার খোলা একটা জানালার পেছনে বসে আছে এক লোক। বছর তিরিশেক হবে বয়েস। কালো চোখ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি; ফ্যাকাসে গায়ের রং, খাড়া শক্ত নাক। সুন্দর করে ছাঁটা কালো একগুচ্ছ দাড়ি তার চিবুকে। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ, দেখে মনে হয় তলোয়ারের আঁচড় লেগেছিল কোন সময়।

তার পাশে বসে আছে আরও দু'জন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে তারা। হলদে ঘোড়াটার দিকে চোখ গালকাটা লোকটার। দারতায়াঁ ঘুরে দাঁড়াতেই হাত তুলে ইশারা করল সে জন্তুটার দিকে। কি যেন বলল ও। সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে হেসে উঠল তার দুই সঙ্গী।

আগুন জ্বলে উঠল দারতায়াঁর মাথার ভেতর। এবার, কোন সন্দেহ নেই, সত্যিই অপমান করা হয়েছে ওকে। কিছু টের পাওয়ার আগেই ওর হাত চলে গেল তলোয়ারের বাঁটে। লাফ দিয়ে এগোল ও জানালাটার দিকে।

'এই যে, স্যার,' চিৎকার করে উঠল ও, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানালার পেছনে লুকিয়ে আছেন, আপনারা, দয়া করে বলবেন কি, কী দেখে অত হাসছেন আপনারা? আমিও হয়তো যোগ দিতে পারি আপনাদের হাসিতে!'

ঘোড়ার ওপর থেকে চোখ সরাল লোকটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখল দারতায়াঁকে। একটু উঁচু হলো একটা ভ্রূ, বেঁকে গেল একটা ঠোঁট; যেন আশ্চর্য হয়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে কেউ কথা বলতে পারে তার সাথে!

'আপনাকে কিছু বলিনি তো, স্যার,' শীতল গলায় জবাব দিল লোকটা।

'কিন্তু আমি কিছু বলছিলাম আপনাকে!' আগের মতই চেঁচিয়ে বলল দারতায়াঁ। লোকটার ভদ্রতা মেশানো ঔদ্ধত্যে আরও খেপে গেছে ও।

মৃদু হেসে তাকাল অপরিচিত লোকটা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জানালার পেছন থেকে। একটু পরেই ধীর পায়ে উঠানে বেরিয়ে এল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটার সামনে এসে। খাপ থেকে তলোয়ারের অর্ধেকটা বের করে ফেলল দারতায়াঁ, কিন্তু পুরোপুরি উপেক্ষা করল ওকে আগন্তুক। জানালার ওপাশে বসা তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল ঘোড়াটার দিকে।

'এই ঘোড়াটা,' বলল সে, 'যৌবনকালে নিশ্চয়ই হলদে রঙের বুনো ফুল ছিল। এই রঙের অনেক ফুল আছে, সবাই জানে এ-কথা। কিন্তু ঘোড়া! বাপের জন্মে শুনিনি।'

তুমুল হাসির হররা উঠল জানালার কাছে। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দারতায়াঁর চেহারা। এক পা সামনে এগোল ও।

'আমি জানি, দুনিয়ায় এমন মানুষ অনেক আছে যারা অসহায় একটা ঘোড়াকে উপহাস করতে পারে কিন্তু তার মালিকের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পায় না!'

'তাই কি, স্যার?' বলল আগন্তুক। অবজ্ঞায় বেঁকে গেল তার ঠোঁট।

ব্যস, ওইটুকুই। ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাইখানার দিকে এগোল লোকটা। কিন্তু এত সহজে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয় দারতায়াঁ। ঝট করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে সে অনুসরণ করল লোকটাকে। চিৎকার করে বলল, 'ঘুরে দাঁড়াও, বাবা ভাঁড়—নাকি পেছন থেকেই আঘাত করতে হবে তোমাকে?'

'আঘাত করবে! আমাকে!' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। যতটা না অপমান তারচেয়ে বেশি বিস্ময় নিয়ে তাকাল সে দারতায়াঁর দিকে। 'কেন, বাছা, ভাল ছেলে? নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছ তুমি!'

কথাটা সে শেষ করেছে কি করেনি, অমনি ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে তলোয়ার চালাল দারতায়াঁ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পেছনে সরে গেল আগন্তুক, পরমুহূর্তে নিজের তলোয়ারটা চলে এল হাতে। হিংস্র হয়ে উঠেছে তারও দৃষ্টি। ঠিক সেই সময় অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল পাথর বাঁধানো উঠানে। ধেয়ে আসছে আগন্তুকের দুই সঙ্গী আর আধডজন চাকরসহ সরাইওয়ালা নিজে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, বেলচা এই ধরনের নানা অস্ত্র। ঘুরে দাঁড়ানোরও সময় পেল না দারতায়াঁ। তার আগেই ওর ওপর চড়াও হলো সব ক'জন। একই সঙ্গে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হলো ও। বেলচা জাতীয় কিছু একটা এসে লাগল ওর তলোয়ারে। দু'টুকরো হয়ে গেল তলোয়ারটা। দ্বিতীয় আঘাত লাগল মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল দারতায়াঁ। রক্তের ধারা নেমে এল মুখচোখ বেয়ে।

পরিণাম বিবেচনা করে ভয় পেয়ে গেল সরাইওয়ালা। আগন্তুকের দিকে তাকাল পরামর্শের আশায়।

'ভেতরে নিয়ে যাও ওকে,' শান্তভাবে বলল অপরিচিত লোকটা। 'ধুয়ে মুছে বেঁধে দাও ক্ষতস্থান। জ্ঞান ফিরে এলে ওর কমলা ঘোড়ায় চাপিয়ে দেবে, চলে যাবে যেখানে খুশি।'

একটা ইঙ্গিত করল সরাইওয়ালা। জ্ঞানহীন দারতায়াঁকে তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল চাকররা।

সরাইখানার ভেতরে ঢুকে পড়ল আগন্তুক। শান্তভাবে আবার গিয়ে বসল জানালার পেছনে তার আগের জায়গায়। একটু পরেই সেখানে হাজির হলো সরাইওয়ালা। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও লাগেনি তো আপনার?'

হাসল আগন্তুক। 'না আমার কোথাও লাগেনি। পাগলটার খবর কি?'

'জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বলছিল, মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে তার বন্ধু। এই অপমানের কথা লনে তিনি যে ব্যবস্থা নেবেন তা মোকাবেলার জন্যে যেন তৈরি থাকি আমরা। বলতে বলতে ছোকরা জ্ঞান হারায় আবার।'

সোজা হয়ে বসল আগন্তুক। সরু হয়ে এল চোখ দুটো।

'ত্রেভিয়ে?' নরম করে উচ্চারণ করল সে শব্দটা।

'ওর পকেট হাতড়ে চিঠি পেয়েছি একটা—প্যারিসের মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছেই লেখা।

'শয়তানের বাচ্চা!' বিড়বিড় করে বলল আগন্তুক। 'কোথায় রেখেছ পাগলটাকে?'

'ওপরে। আমার স্ত্রী পরিচর্যা করছে।'

'ওর জিনিসপত্র?'

'রান্নাঘরে।'

'আর ওর ডাবলেটটা (এক ধরনের আঁটসাঁট জামা, ১৫-১৬ শতকে ইউরোপের পুরুষরা পরত)?'

'ওটাও রান্নাঘরে। ওকে ওপরে নেয়ার সময় খুলে নিয়েছি ওর গা থেকে। এই জোয়ান গর্দভটা যদি আপনাকে চিন্তায় ফেলে দিয়ে থাকে, মাই লর্ড—।'

'যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি আমার চাকরকে ডাকো আর ঘোড়ায় জিন চড়াতে বলো। এক্ষুণি!'

ব্যাপার কি? অবাক হয়ে ভাবল সরাইওয়ালা। ছেলেটাকে ভয় পেয়েছে নাকি লোকটা? আগন্তুকের তীব্র চাহনি দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

'মিলাডিকে দেখা চলবে না ছোকরার,' আপন মনে বিড়বিড় করল আগন্তুক। 'এমনিতেই দেরি করে ফেলেছে ও। আমারও আরও আগেই রওনা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ত্রেভিয়ের কাছে লেখা এই চিঠিটায় কি আছে তা-ও তো জানা দরকার।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর, একটা সিদ্ধান্তে এল যেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগোল রান্নাঘরের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে উঁকি দিল ভেতরে। রান্নাঘরে সাধারণত যেসব জিনিস থাকে তাছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না প্রথম দর্শনে। একটু ভাল করে তাকাতেই দেখল, একটা চেয়ারের ওপর পড়ে আছে একটা ডাবলেট। নিঃসন্দেহে ওটা ওই ছোকরার, ভাবল সে। দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

# দুই

সন্ধ্যা হয় হয়। আঁধার নেমে আসছে প্রকৃতিতে। সরাইখানার ওপরতলার একটা ঘরে শুয়ে আছে দারতায়াঁ। একটু আগে দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান ফিরেছে ওর। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে ভীষণ দুর্বল বোধ করছে। মাথার ভেতর দপ দপ করে যেন লাফাচ্ছে কি একটা।

জ্ঞান ফেরার পরও কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল ও। তারপর চোখ মেলল ধীরে ধীরে। সরাইওয়ালাকে দেখল, দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে।

'মহা ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছ আমাকে,' ওকে চোখ মেলতে দেখেই কলকলিয়ে উঠল লোকটা। 'আমি জানি, ভীষণ দুর্বল তুমি এখন—তবু আমি বলব, একটু কষ্ট হলেও উঠে দাঁড়াও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেগে পড়ো এখান থেকে। কই, জলদি উঠে পড়ো!'

কিছুটা দিশেহারা ভঙ্গিতে উঠে বসল দারতায়াঁ। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার তাকাল সরাইওয়ালার দিকে। তারপর বিছানা থেকে নেমে ছুটল সিঁড়ির দিকে। গায়ে যে ডাবলেট নেই খেয়ালই করল না। সিঁড়ির গোড়ায় এসে ঝট করে দরজা খুলে বাইরে তাকাতেই দেখল একটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাল কাটা লোকটা। সামান্য দূরে একটা ঘোড়াগাড়ি। তার ভেতরে বসা এক মহিলার সাথে আলাপ করছে সে। কয়েক গজ দূরে ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছে এক অনুচর।

পলকেই দেখে নিল দারতায়াঁ, গাড়িতে বসা মেয়েটা যুবতী এবং সুন্দরী। একটু ফ্যাকাসে কিন্তু চমৎকার গায়ের রং। লম্বা ঢেউ খেলানো সোনালী চুল এসে পড়েছে কাঁধের ওপর। নীল টানা টানা এক জোড়া চোখ। গোলাপী ঠোঁট। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আগন্তুকের সাথে কথা বলছে সে।

'কার্ডিন্যাল তাহলে বলছেন আমি—,' তাকে বলতে শুনল দারতায়াঁ।

'হ্যাঁ, এক্ষুণি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে,' বাধা দিয়ে বলল আগন্তুক, 'এবং ডিউক লণ্ডন ছাড়ার সাথে সাথে জানাবে তাঁকে।'

'আর কোন নির্দেশ আছে আমার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, এই বক্স খুললেই জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, মিলাডি, চ্যানেলের ওপারে পৌঁছানোর আগে খুলবে না ওটা।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল মিলাডি। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি এখন কি করবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যারিসে ফিরতে হবে আমাকে।'

'বেয়াদব গাসকনটার কি হবে?'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাবে আগন্তুক, তার আগেই লাফ দিয়ে উঠানে নেমে এল দারতায়াঁ। তীব্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠল, 'বেয়াদব গাসকনটাই শাস্তি দেবে অন্যগুলোকে। কিছুক্ষণ থাকো, মাদমোয়াজেল, নিজের

চোখেই দেখতে পাবে।'

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে।

'উঁহুঁ, সময় নষ্ট কোরো না!' গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'এখন এক মুহূর্ত দেরি হলেও পণ্ড হয়ে যেতে পারে সব।'

'ঠিক বলেছ! তাহলে রওনা হও তুমি। আমিও যাচ্ছি।' লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপল লোকটা। একই সঙ্গে কোচোয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল মেয়েটা। সপাং করে চাবুকের বাড়ি পড়ল ঘোড়াগুলোর পিঠে। ঘুরতে লরু করল গাড়ির চাকা। আগন্তুকও ছুটিয়ে দিল তার ঘোড়া।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সরাইওয়ালা।

'আরে, এই!' আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'আমার পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছেন দেখি!'

ঘোড়ার গতি একটুও না কমিয়ে চাকরের দিকে ফিরল আগন্তুক। 'ক'পয়সা হয়েছে, দিয়ে দে তো ওকে!'

সরাইওয়ালার পায়ের কাছে দু'তিনটে রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিল অনুচর। তারপর সে-ও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মালিকের পেছন পেছন।

'কাপুরুষ!' চিৎকার করে পেছন পেছন দৌড়াল দারতায়াঁ। তারপর হঠাৎ করেই চক্কর দিয়ে উঠল ওর মাথা। টলে উঠল পা। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ও পাথর বাঁধানো উঠানে।

'সত্যিই ব্যাটা কাপুরুষ!' গরগরিয়ে উঠল সরাইওয়ালা।

'কিন্তু মেয়েটা,' বিড়বিড় করে বলল দারতায়াঁ, 'সত্যিই সুন্দরী।'

'কোন মেয়েটা?'

'মিলাডি,' দুর্বল গলায় কোন মতে উচ্চারণ করল দারতায়াঁ, জ্ঞান হারাল পর মুহূর্তে।

পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে নেমে এল দারতায়াঁ। মায়ের মলমটা তৈরি করার জন্যে যা যা দরকার জোগাড় করল সেখান থেকে। সরাইওয়ালার রান্নাঘরে পাওয়া গেল না যেসব জিনিস লোক পাঠিয়ে বাইরে থেকে কিনিয়ে আনল সেগুলো। তারপর মলম তৈরি করে লাগাল মাথার জখমে। সেদিনই বিকেল নাগাদ দিব্বি হেঁটে বেড়াতে লাগল ও। এবং পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করার মত সুস্থ বোধ করতে লাগল। কিন্তু সরাইওয়ালার পাওনা মেটানোর সময় যখন এল তখনই বাধল গোল। ও দেখল, সোনার মুদ্রাগুলো রেখেছিল যে পুরনো মখমলের থলেতে সেটা ছাড়া আর কিছু নেই পকেটে। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে লেখা তার বাবার চিঠিটাও উধাও।

চিৎকার করল দারতায়াঁ। ভয় দেখাল, চিঠিটা না পাওয়া গেলে তছনছ করবে সরাইখানা। ও যে মন থেকে বলছে কথাটা, তা প্রমাণ করার জন্যে তলোয়ার বের করল। কিন্তু দেখল, মাত্র ইঞ্চি দশেক লম্বা একটা ভাঙা তলোয়ার ওর হাতে। প্রথম দিন সন্ধ্যায়ই ভাঙা তলোয়ারটা যত্নের সাথে খাপে ঢুকিয়ে রেখেছিল সরাইওয়ালা।

'কোথায় চিঠিটা?' গর্জন করল দারতায়াঁ। 'মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের চিঠি ওটা।

সময় মত যদি ওটা না পাওয়া যায়, কারণ জানতে চাইবেন উনি, তখন বুঝবে মজা।'

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে এবং তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে সরাইওয়ালার। ভয় পেয়ে গেল সে। সব ক'জন কর্মচারীকে লাগিয়ে দিল খুঁজতে। সারা সরাইখানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না চিঠিটা।

'খুব মূল্যবান ছিল ওটা?' শেষমেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সরাইওয়ালা।

'মূল্যবান মানে? আমার সর্বস্ব ছিল ওটা,' অসহিষ্ণু গলায় বলল দারতায়াঁ। 'হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমি হারাতে রাজি আছি, তবু ওটা নয়।'

'পেয়েছি!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সরাইওয়ালা। 'হারায়নি চিঠিটা। না—চুরি হয়েছে ওটা।'

'চুরি হয়েছে? কে করল?'

'ওই ভদ্রলোক, যার সাথে ঝগড়া করছিলে তুমি। একবার ওকে রান্নাঘরে যেতে দেখেছিলাম, তোমার ডাবলেটটা ছিল ওখানে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ও-ই চুরি করেছে ওটা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল দারতায়াঁ। ওর কণ্ঠস্বরে মনে হলো যে লোক ওকে অপমান করতে পারে, সে যে দুনিয়ার জঘন্যতম কাজটাও অনায়াসে করতে পারে এ বিষয়ে ওর কোন সন্দেহ নেই।

'মনে হয় কি? নিশ্চিত আমি। যখন ওকে বললাম, তুমি মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের বন্ধু, সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে দেখেছি ওর মুখে। একটু পরেই দেখি চুপিচুপি রান্নাঘরে যাচ্ছে।'

'আমি যে মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের বন্ধু, তা তুমি জানলে কি করে?'

'ওঁর কাছে লেখা চিঠিটা দেখেছিলাম তোমার পকেটে।'

'হুঁ। তাহলে ও-ই চোর! খোদার কসম, মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে নালিশ করব আমি—হয়তো রাজার কানেও পৌঁছুবে কথাটা!'

আর দেরি করল না দারতায়াঁ, সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে লাফ দিয়ে চড়ে বসল ওর সেই হলদে ঘোড়ার পিঠে। রওনা হয়ে গেল প্যারিসের পথে।

প্যারিসে পৌঁছে প্রথমেই একটা কাজ করল দারতায়াঁ, তিন ক্রাউনের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল ঘোড়াটা। নির্দ্বিধায় কাজটা করল ও, কোন রকম আক্ষেপ বা অনুতাপ জাগল না মনে।

তারপর পায়ে হেঁটে রওনা হলো রাজপথ ধরে। তল্পিতল্পা বগলে। অল্প সময়ের ভেতরেই নগরকেন্দ্রের কাছাকাছি একটা বাড়িতে থাকার জায়গা পেয়ে গেল দারতায়াঁ।

নতুন বাসায় জিনিসপত্র রেখে আবার বেরোল ও। এক কামারের কাছে গিয়ে তলোয়ারের বাঁটটার সাথে নতুন একটা ফলা লাগাল। কামারের কাছ থেকেই কথায় কথায় জেনে নিল মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের সদর দপ্তর কোথায়। তারপর বাসায় ফিরে ঘুম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল দারতায়াঁ। সাবধানে, ধীরেসুস্থে পোশাক

পরল। তারপর যখন নিশ্চিত হলো, দেখতে খুব একটা খারাপ লাগছে না ওকে, তখন বেরিয়ে পড়ল—বর্তমান ফ্রান্সের তৃতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের দপ্তরের উদ্দেশ্যে।

# তিন

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে প্রথম যখন প্যারিসে আসেন, তখন তরুণ দারতায়াঁর মত তাঁরও তলোয়ার চালনায় পটু হাত, দুর্জয় সাহস আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না। সেই অবস্থা থেকে উঠতে উঠতে আজ তিনি রাজার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কয়েকজনের একজন। এই লোকটার সাহস আর বুদ্ধিমত্তার ওপর রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের আস্থা এতখানি যে, নির্দ্বিধায় নিজের দেহরক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন করেছেন তাঁকে।

এদিকে ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কার্ডিন্যাল রিশেলিওর প্রচণ্ড প্রভাব ত্রয়োদশ লুইয়ের ওপর। প্রভাব আছে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে। সাধারণ মানুষ একেক সময় দ্বিধায় পড়ে যায়, সত্যিই কে রাজা? লুই না রিশেলিও? রাজা, প্রধানমন্ত্রী—দু'জনেরই আলাদা সশস্ত্র দেহরক্ষীবাহিনী আছে। দু'জনের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত প্রবল যে তাঁদের দু'জনেরই একমাত্র চেষ্টা, ফ্রান্সের তো বটেই, দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাকে কি করে নিজের কব্জায় আনা যায়। দু'জনেই নিজের নিজের দেহ রক্ষীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেশের আইন অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ, কিন্তু দু'জনেই মনে মনে আশা করেন, তাঁর লোকেরা প্রতিপক্ষের সাথে ডুয়েল লড়বে এবং জিতবে।

রাজার দেহরক্ষীবাহিনীর সদস্যরা মাস্কেটিয়ার নামে পরিচিত। দুর্ধর্ষ সব লোক। প্রত্যেকেই অভিজাত পরিবারের সন্তান। দুনিয়ার কোন বিপদ বাধাকে এরা তোয়াক্কা করে না, প্রধানমন্ত্রী রিশেলিওর সৈনিকদের তো নয়ই। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষীবাহিনীর সদস্যরা পরিচিত কার্ডিন্যালের রক্ষী নামে।

অনেক শত্রু কার্ডিন্যালের। ফ্রান্সের রাণী অ্যান অফ অস্ট্রিয়াও তাদের একজন। কারণ আর কিছু নয়, রাজার ওপর কার্ডিন্যালের অযৌক্তিক প্রভাবের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

কার্ডিন্যালের আরেক শত্রু ত্রেভিয়ে। কারণ, রাজার বিশ্বস্ত তিনি। সত্যি কথা বলতে কি, রাজা যাদের বিশ্বাস করেন তাদের সবাই কার্ডিন্যালের শত্রু। চোখের সামনে দিয়ে যখন মাস্কেটিয়াররা দৃপ্ত পায়ে কুচকাওয়াজ করে যায় তখন বেচারা রিশেলিওর ধূসর গোঁফগুলো রাগে কেমন কুঁচকে ওঠে, দেখে বেশ মজা লাগে ত্রেভিয়ের। প্যারিসের রাজপথে কারণে অকারণে প্রায়ই কার্ডিন্যালের রক্ষীদের সাথে লড়ে মাস্কেটিয়াররা। কখনও কখনও শত্রুর তলোয়ারের ঘায়ে মারাও যায় দু'একজন মাস্কেটিয়ার। তবে মরার সময় তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মরে, তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

ত্রেভিয়ের সদর দপ্তরে চওড়া একটা সিঁড়ি উঠে গেছে বিরাট এক কামরা পর্যন্ত। অনেকগুলো বেঞ্চ সাজানো কামরাটার দেয়াল ঘেঁষে। ত্রেভিয়ের সাথে যারা দেখা করতে চায় তারা অপেক্ষা করে এখানে। সময় মত একজন একজন করে ডেকে পাঠান ত্রেভিয়ে। ওপাশের একটা কামরায় বসেন তিনি। নিচের উঠানটা প্রায় সম্পূর্ণই দেখা যায় ওখান থেকে। ইচ্ছে হলেই জানালার কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পারেন জড়ো হওয়া মাস্কেটিয়ারদের।

উঠানের ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল দারতায়াঁ। বিরাট একটা দরজা পেরোতেই এক দঙ্গল তলোয়ারধারীর মাঝে আবিষ্কার করল নিজেকে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আছে তারা। কেউ চিৎকার করছে, সঙ্গীর কথা শুনে কেউ হাসছে হো-হো করে, ঝগড়াও করছে কেউ কেউ, অনেকে আবার টুকটাক কথায় বোকা বানানোর চেষ্টা করছে অন্য কাউকে। দুরুদুরু বুকে ওদের মাঝ দিয়ে এগোল দারতায়াঁ।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে। একেবারে ওপরের ধাপে এক মাস্কেটিয়ার, হাতে ঝলকাচ্ছে খোলা তলোয়ার, অনায়াস দক্ষতায় তলোয়ার চালিয়ে ওপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে তার তিন সাথীকে। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ আর চিৎকারের শব্দে মুখর হয়ে উঠছে বাতাস। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দারতায়াঁ। এমন দক্ষ তলোয়ার খেলা জীবনে আর কখনও দেখেনি ও।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। হিংস্র উন্মাদ পাঁচটা মিনিট! তলোয়ার খেলা চলছে, একদিকে তিনজন অন্য দিকে একজন। তারপর হঠাৎ ওপরের লোকটা একই সাথে ধরাশায়ী করল তার তিন আক্রমণকারীকে। হো-হো করে হেসে উঠল সে! তারপর তলোয়ার নামিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দারতায়াঁ—বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে বুনো খেলাটা। অপেক্ষা করার সেই বিরাট কামরায় ঢুকে বসে পড়ল ও একটা বেঞ্চে।

এগিয়ে এল এক মাস্কেটিয়ার। জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের সাথে দেখা করতে চাই,' জানাল দারতায়াঁ।

'নাম?'

নাম বলল দারতায়াঁ।

'একটু অপেক্ষা করুন, সময় হলে আমি খবর দেব,' বলে চলে গেল লোকটা।

বসে রইল দারতায়াঁ। কামরার চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর কান খাড়া করে শুনতে লাগল অন্যদের কথাবার্তা।

কিছুক্ষণের ভেতরই চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। আশ্চর্য! কার্ডিন্যাল রিশেলিওর মত লোককে নিয়ে এমন বিদ্রূপ করতে পারে লোকে! মহান কার্ডিন্যালকে সম্মান করতে হয়, ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে শিখেছে ও। কিন্তু মাস্কেটিয়াররা এ কি করছে? কার্ডিন্যালের পা দুটো হাঁটুর কাছে বাঁকা। সেই নিয়ে ঠাট্টা করছে তারা। অনেকে পরামর্শ করছে, কি করে তাঁর রক্ষীদের অপদস্ত করা যায়। যখনই কেউ কার্ডিন্যালের নাম উচ্চারণ করছে, অমনি হাসিতে ফেটে পড়ছে

অন্যরা।

সবচেয়ে হৈ-চৈ করছে যে দলটা তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক মাস্কেটিয়ার। লোকটার আয়তন দেখে হাঁ হয়ে গেল দারতায়াঁ। মানুষের চেহারাধারী পাহাড় বলা যেতে পারে তাকে। গর্বিত ভঙ্গি। সোনার কাজ করা চমৎকার একটা চামড়ার বেল্ট থেকে ঝুলছে তার লম্বা, ভারি তলোয়ারখানা। পানির ওপর রোদ পড়লে যেমন ঝিকিয়ে ওঠে তেমন ঝকমক করছে সেটা। টকটকে লাল একটা মখমলের আলখাল্লা পরে আছে সে। একটু পর পরই ভীষণ ভাবে কেশে উঠছে লোকটা।

ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগেছে বলে কাজ শেষ না করেই চলে এসেছে, জানাল সে। আর সেজন্যেই ঘরের ভেতরেও আলখাল্লা পরে আছে। এখন ক্যাপ্টেন যদি দয়া করে ছুটি দেন তো বর্তে যায়।

'অমন চমৎকার বেল্ট তুমি কোথায় পেলে, পর্থোস? জিজ্ঞেস করল এক মাস্কেটিয়ার।

'বিশেষভাবে তৈরি করিয়েছি,' জাঁকালো গোঁফে তা দিতে দিতে বলল পর্থোস? 'অনেকগুলো টাকা খরচ করতে হয়েছে এর জন্যে, তাই না, আরামিস?'

যে মাস্কেটিয়ারকে ও আরামিস বলে সম্বোধন করল, বছর বাইশেক বয়েস হবে তার। রোদেপোড়া ধরনের গায়ের রং। কালো চোখ, সরু গোঁফ, সূচালো করে ছাঁটা ছোট্ট একগুচ্ছ দাড়ি তার থুতনিতে। খুব কম কথা বলে সে, হাসেও নিঃশব্দে। বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে একটু মাথা ঝোঁকাল শুধু।

এই সময় কামরার অপর প্রান্তে অনেক কণ্ঠের চিৎকার উঠল একটা: 'অ্যাথোস!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দারতায়াঁ। দীর্ঘদেহী এক মাস্কেটিয়ার ঢুকেছে কামরায়। সুন্দর অভিজাত চেহারা, কিন্তু কেমন যেন ফ্যাকাসে। দেখেই বোঝা যায় কোন কারণে বেশ দুর্বল বোধ করছে সে। আরামিস আর পর্থোস এগিয়ে গেল তার দিকে। এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করল দুজন, 'কেমন আছ, অ্যাথোস?'

'আছি, আর কি। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই আসতে হলো—'

আর কিছু শোনা হলো না দারতায়াঁর।

খুলে গেছে মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের ঘরের দরজা। 'মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, মঁসিয়ে দারতায়াঁ!' হেঁকে উঠল এক লোক। এমন আচমকা দরজা খুলল আর ওর নাম উচ্চারিত হলো যে, রীতিমত চমকে উঠল দারতায়াঁ। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে।

এদিকে মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের নাম শোনার সাথে সাথে চুপ করে গেছে ঘরের সব ক'জন লোক। তাদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে দিয়ে দারতায়াঁ ঢুকে পড়ল দ্য ত্রেভিয়ের কামরায়।

খোলা একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মাস্কেটিয়ারদের ক্যাপ্টেন। ঋজু-লম্বা শরীর। এক মাথা ঘন ধূসর চুল, লম্বা বাঁকানো নাক। শাণিত তলোয়ারের মত ধারাল দৃষ্টি চোখে।

দারতায়াঁ যখন ঢুকল, তখন স্পষ্ট ক্রোধের চিহ্ন তাঁর মুখে। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত ভঙ্গিতে ছেলেটাকে সম্ভাষণ জানালেন তিনি। বিনীত ভঙ্গিতে সম্ভাষণের জবাব দিল দারতায়াঁ। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল।

'এক সেকেণ্ড, আশা করি কিছু মনে করবে না,' বিড়বিড় করে বললেন ত্রেভিয়ে। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'অ্যাথোস! পর্থোস! আরামিস!'

বাইরের ঘরে দেখা সেই বিশালদেহী মাস্কেটিয়ার আর তার স্বল্পবাক বন্ধু ঢুকল কামরায়। তিন-চারবার ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করলেন ত্রেভিয়ে। নিঃশব্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্থোস আর আরামিস। ওদের ঠিক সামনে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। আগুন ঝরা চোখে বার কয়েক তাকালেন একবার এর মুখে একবার ওর মুখে।

'জানো কাল সন্ধ্যায় রাজা আমাকে কি বলেছেন?' গর্জে উঠলেন তিনি। 'বলেছেন, ভবিষ্যতে উনি কার্ডিন্যালের রক্ষীদের থেকে বাছাই করে মাস্কেটিয়ার নেবেন।'

'কার্ডিন্যালের রক্ষীদের থেকে!?' বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল পর্থোস। 'কিন্তু কেন?'

'কারণ মাস্কেটিয়াররা সব কাপুরুষ, অন্তত তাঁর তাই মনে হয়েছে।'

লাল হয়ে উঠল দুই মাস্কেটিয়ার। রাগে না লজ্জায় ঠিক বুঝতে পারল না দারতায়াঁ।

'ঠিকই বলেছেন মহামান্য রাজা!' ঘোষণা করলেন ত্রেভিয়ে, 'কাল রাতে তাঁর কাছে নালিশ করেছে কার্ডিন্যাল, দুঃসাহসী মাস্কেটিয়াররা নাকি কোন এক সরাইখানায় দাঙ্গা বাধিয়েছিল। কার্ডিন্যালের রক্ষীরা গ্রেফতার করে তাদের। কি দুঃসাহস, গ্রেফতার করে মাস্কেটিয়ারদের! তোমরা ছিলে ওই দলে। নিশ্চয়ই ছিলে! অস্বীকার কোরো না। তোমাদের চিনতে পেরেছে ওরা। রাজার কাছে তোমাদের নামও বলেছে রিশেলিও। প্রথমে তো আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি! গ্রেফতার হবে মাস্কেটিয়াররা, তা-ও আবার কার্ডিন্যালের রক্ষীদের হাতে!

'তুমি, আরামিস, এখনও কেন মাস্কেটিয়ারের পোশাক পরে আছ? তোমার তো পাদ্রীদের আলখাল্লা পরা উচিত! আর তুমি, পর্থোস, অমন বাহারের সোনার কোমরবন্ধে অমন অকাজের তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছ কেন? আর অ্যাথোস— অ্যাথোসকে দেখছি না! কোন্ চুলোয় গেছে বদমাশটা?'

'স্যার,' জবাব দিল আরামিস, 'ভীষণ অসুস্থ ও।'

'অসুস্থ? কি হয়েছে?'

'সম্ভবত গুটিবসন্ত, স্যার,' করুণ মুখ করে বলল পর্থোস।

'গুটি বসন্ত! বাঁদরামির আর জায়গা পাওনি? চমৎকার গল্প ফেঁদেছ দেখছি! ও হয় জখম হয়েছে, নয়তো মারা পড়েছে। গুটিবসন্তে যে ভুগছে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আশ্চর্য! আমি কল্পনাই করতে পারছি না, রাস্তা-ঘাটে হৈ-চৈ আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে বেড়াচ্ছে মাস্কেটিয়াররা; সে কারণে আবার গ্রেফতারও হচ্ছে রক্ষীদের হাতে! ছি! ওদের কেউ গ্রেফতার হতে দেবে নিজেকে? তার চেয়ে

মরবে—কোন সন্দেহ নেই। আর তোমরা, গ্রেফতার হয়েছ, পরে পালিয়ে এসেছ চোরের মত! রাজার মাস্কেটিয়ারদের সম্পর্কে গর্ব করে বলার মত একটা কথাই বটে!' পার্শ্বচরকে ডেকে কড়া গলায় বললেন তিনি, 'অ্যাথোসকে আসতে বলো এক্ষুণি!'

হিংস্র আক্রোশে কাঁপছে পর্থোস আর আরামিস। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলেছে দু'জনই।

'ক্যাপ্টেন,' ত্রেভিয়ের কথা শেষ হতেই বলে উঠল পর্থোস, 'স্যার, সত্যি কথাটা হলো, ন্যায্যভাবে ধরা হয়নি আমাদের। আমরা ছ'জন ছিলাম, ওরাও ছ'জন—আচমকা আমাদের ওপর হামলা চালায় ওরা। তলোয়ার বের করারও সুযোগ পাইনি আমরা, তার আগেই আহত হয়ে পড়ে যায় অ্যাথোস, মারা যায় অন্য দু'জন। আহত অবস্থায় দু' দু'বার ওঠার চেষ্টা করে অ্যাথোস, কিন্তু দু'বারই পড়ে যায় ও। মারা গেছে মনে করে ওকে ফেলে রেখে যায় রক্ষীরা। আমাদের বাকি তিনজনকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পালিয়ে আসতে পারি আমরা—।'

'রক্ষীদের একজনকে আমি তার নিজের তলোয়ার দিয়েই খতম করেছি,' যোগ করল আরামিস। 'লড়াইয়ের শুরুতেই ভেঙে গিয়েছিল আমারটা।'

'এ সব আমার জানার কথা নয়,' একটু নরম শোনাল ত্রেভিয়ের গলা।

'স্যার, দয়া করে রাজাকে বলবেন না, অ্যাথোস আহত হয়েছে,' ত্রেভিয়েকে একটু নরম দেখে ঝটপট বলে ফেলল আরামিস। 'ও নিশ্চয়ই চাইবে না, এই লজ্জার...'

থেমে গেল ও। দরজা খুলে কামরায় ঢুকেছে অ্যাথোস। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে লোকটা।

'অ্যাথোস!' উদ্বিগ্ন গলায় ডাকলেন ত্রেভিয়ে।

'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?' দুর্বল কিন্তু একেবারে শান্ত অ্যাথোসের গলা।

দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গেলেন ত্রেভিয়ে।

'এইমাত্র আমি নির্দেশ জারি করতে যাচ্ছিলাম, যথার্থ কারণ না থাকলে কক্ষনো জীবনের ঝুঁকি নেবে না কোন মাস্কেটিয়ার। সাহসী লোকের খুব দরকার রাজার। উনি বিশ্বাস করেন, তাঁর মাস্কেটিয়াররা দুনিয়ার সেরা সাহসী মানুষ।'

অ্যাথোসের একটা হাত ধরে একটু চাপ দিয়ে ঝাঁকিয়ে দিলেন তিনি। মৃদু আর্তনাদ করে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল অ্যাথোস। আগের চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। পরমুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। মেঝেতে নিপর পড়ে রইল ওর দেহটা।

'ডাক্তারকে খবর দাও কেউ!' চিৎকার করে উঠলেন ত্রেভিয়ে। 'প্যারিসের সবচেয়ে ভাল ডাক্তারকে ডাকো! জলদি! নয় তো মরে যাবে আমার দুঃসাহসী অ্যাথোস!'

হৈ-চৈ, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ত্রেভিয়ের সদর দপ্তর জুড়ে। সবাই ছোটাছুটি করছে, হাঁকডাক করছে। কি হয়েছে, জানতে চাইছে কেউ কেউ। কিছুক্ষণ পর একজন ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন। আরও কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেল আহত

অ্যাথোস। ডাক্তার ঘোষণা করলেন, আপাতত মরার কোন সম্ভাবনা নেই ওর, তবে রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে ভীষণ। কয়েকজন মাস্কেটিয়ার ধরে ধরে নিয়ে গেল ওকে। ওর বন্ধুরাও গেল সঙ্গে। দারতায়াঁ আর ত্রেভিয়ে কেবল রইলেন কামরায়।

'এবার বলো, আমার কাছে কি দরকার তোমার?' জানতে চাইলেন ত্রেভিয়ে।

দারতায়াঁ নিজের পরিচয় দিল আবার। সঙ্গে সঙ্গে ত্রেভিয়ের মনে পড়ল ওর কথা।

'দুঃখিত,' বললেন তিনি, 'একদম ভুলে গিয়েছিলাম তোমার কথা। তোমার বাবার সাথে বেশ খাতির ছিল আমার, বলো কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

'আমি এসেছিলাম—,' একটু ইতস্তত করল দারতায়াঁ, 'আমি এসেছিলাম মাস্কেটিয়ার হতে। কিন্তু কিছুক্ষণ এখানে থেকে বুঝতে পেরেছি, খুবই সম্মানের ব্যাপার মাস্কেটিয়ার···।'

'ঠিক ধরেছ,' একমত হলেন ত্রেভিয়ে, 'খুবই সম্মানের ব্যাপার মাস্কেটিয়ার হতে পারা। কেউ যদি মাস্কেটিয়ার হতে চায়, তাহলে আগে প্রমাণ করতে হবে, অসাধারণ সাহসী সে।'

কোন জবাব দিল না দারতায়াঁ। কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। সাথে সাথে আরও দৃঢ়ভাবে তৈরি করে ফেলল মনটাকে, ওই আকাঙ্ক্ষিত পোশাক ওকে পরতেই হবে।

'তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন,' বলে যেতে লাগলেন ত্রেভিয়ে, 'আমার দ্বারা যদ্দূর সম্ভব করব তোমার জন্যে। রাজকীয় অ্যাকাডেমির পরিচালকের কাছে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কালই যেন তোমাকে ভর্তি করে নেয়। কোন খরচ লাগবে না তোমার। অশ্বচালনা এবং তরবারি চালনা শিখবে ওখানে। মাঝে মাঝে এসে আমাকে জানিয়ে যাবে, কেমন এগোচ্ছে তোমার শিক্ষা।'

এবার সত্যিই হতাশ হলো দারতায়াঁ। একটু যেন শীতল আচরণ করছেন ত্রেভিয়ে। মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'যদি চিঠিটা না হারিয়ে ফেলতাম—বাবা লিখেছিলেন আপনার কাছে। হ্যাঁ, স্যার, সত্যিই একটি চিঠি ছিল। কিন্তু ওটা চুরি হয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ত্রেভিয়ে ওর দিকে।

মিউংয়ের সরাইখানায় যা যা ঘটেছে সবিস্তারে বলল দারতায়াঁ। অপরিচিত লোকটার বর্ণনা দিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'আশ্চর্য,' সব শুনে চিন্তিত গলায় বললেন ত্রেভিয়ে। 'তুমি বলছ, ওই ভদ্রলোকের গালে একটা কাটা দাগ আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। বাঁ গালে। আপনি চেনেন নাকি ওকে?' কৌতূহল দারতায়াঁর গলায়। 'দয়া করে বলুন লোকটা কে, কোথায় গেলে পাব ওকে?'

ভ্রূকুটি করে তাকালেন ত্রেভিয়ে। 'সাবধান, ছেলে, ওকে যদি রাস্তার একপাশে দেখো, তাহলে অন্যপাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। ভয়ানক লোক, ওর বিরুদ্ধে লাগতে যেয়ো না। কাচ ভাঙার মত মুহূর্তেই গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে তোমাকে।'

'সে দেখা যাবে, কে কাকে গুঁড়ো করে। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে।'

একটু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন ত্রেভিয়ে। মুখ গম্ভীর।

'আমার পরামর্শ শোনো,' বললেন তিনি। 'এ লোকের পেছনে লেগো না। তোমার জন্যে চিঠিটা লিখতে হয় এবার।'

টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন তিনি। টেনে নিলেন কাগজ-কলম। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দারতায়াঁ। নিচের উঠান ছাড়িয়ে রাস্তায় চলে গেল ওর দৃষ্টি।

চিঠি শেষ করে উঠে এলেন ত্রেভিয়ে। দিতে যাবেন দারতায়াঁর হাতে, এমন সময় হিংস্র একটা গর্জন করে লাফিয়ে উঠল ছেলেটা।

'এবার আর পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে!'

'কে? কে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন ত্রেভিয়ে।

'চোর!' ছুটতে ছুটতে দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল দারতায়াঁ। গালে কাটা দাগওয়ালা সেই লোকটা। এই মাত্র রাস্তায় দেখেছি।'

## চার

বাইরের বিরাট কামরাটা তিন লাফে পার হলো দারতায়াঁ। সিঁড়ির মুখে প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময় ধাক্কা খেলো এক মাস্কেটিয়ারের সাথে। অন্য একটা কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিল সে। কাঁধে কাঁধে ঠোকাঠুকি হলো দু'জনের। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল মাস্কেটিয়ার।

'দুঃখিত, ভয়ানক তাড়া আছে আমার,' কোন রকমে বলেই আবার ছুটল দারতায়াঁ।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে ও, এমন সময় লোহার মত শক্ত একটা হাত খামচে ধরল ওর তলোয়ারের বেল্ট। দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো দারতায়াঁ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটা অ্যাথোস। আগের মতই কাগজের মত সাদা মুখ।

'আচ্ছা!' বলল সে। 'খুব তাড়া আছে তোমার, তাই না? লাফিয়ে এসে আমার ঘাড়ে পড়লে, কোন রকমে বললে: দুঃখিত, ব্যস হয়ে গেল! তোমার কি মনে হয়, মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে আমাদের সাথে একটু কড়া গলায় কথা বলেছেন বলে যার যা খুশি তা-ই করবে? তুমি দ্য ত্রেভিয়ে নও, মঁসিয়ে!'

'আমি তোমাকে ধাক্কা দিতে চাইনি, মঁসিয়ে,' অধীর ভাবে বলল দারতায়াঁ। 'আমি মাফ চেয়েছি—আমার মনে হয় ওটুকুই যথেষ্ট। আবার বলছি, খুবই তাড়া আছে আমার। ভালয় ভালয় ছেড়ে দাও আমাকে।'

ছেড়ে দিল ওকে অ্যাথোস, 'লোকটা তুমি খুব ভদ্র নও। অবশ্য চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, অনেক দূর থেকে আসছ, এ অবস্থায় ভদ্রতাজ্ঞান ঠিক থাকার কথাও নয়।'

ইতিমধ্যে তিন ধাপ নেমে গেছে দারতায়াঁ। কিন্তু শেষ মন্তব্যটা লনে থেমে

দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাল।

'যত দূর থেকেই আসি না কেন,' বলল ও, 'আমাকে ভদ্রতা শেখানোর কে তুমি? একজনের পেছনে ছুটছি, তা না হলে—।'

'জনাব তাড়া আছে,' বাধা দিয়ে শান্ত গলায় বলল অ্যাথোস, 'পেছন পেছন না ছুটেও আমাকে খুঁজে পাবে, বুঝতে পেরেছ, আমাকে?'

'কোথায়, জানতে পারি?'

'লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পেছনে, ঠিক দুপুর বেলা।'

'ওখানে থাকব আমি।'

'আমাকে বসিয়ে রেখো না যেন আবার, বারোটার এক মিনিট পরে এলেও তোমার কান কেটে নেব, মনে রেখো।'

'দেখা যাবে। বারোটার দশ মিনিট আগেই পৌঁছুব আমি।' বলে আর দাঁড়াল না দারতায়াঁ। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে, শয়তানে তাড়া করেছে যেন।

উঠান পেরিয়ে ফটকের দিকে ছুটল ও। ফটক পাহারা দিচ্ছে এক মাস্কেটিয়ার, তার সাথে কথা বলছে পর্থোস। দুই মাস্কেটিয়ারের মাঝখানে যে জায়গা আছে সেটুকুর মধ্য দিয়ে একজন লোক কোনমতে পার হয়ে যেতে পারে। থামল না দারতায়াঁ, এই সামান্য ফাঁক গলেই বেরিয়ে যাবে ও।

আর এক পা এগোলেই দু'জনের মাঝখানে পৌঁছুবে ও, এমন সময় বাতাসে উড়াল দিল পর্থোসের আলখাল্লার একটা প্রান্ত। ঢেকে গেল মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটা। সোজা সেটার ওপর গিয়ে পড়ল দারতায়াঁ। আলখাল্লাটা ছাড়িয়ে আনার বদলে গুটিয়ে নিজের দিকে টানল পর্থোস। আটকা পড়ে গেল দারতায়াঁ। কাপড়ের ভাঁজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে যুঝতে লাগল ও। বুঝতে পারছে না, আলখাল্লাটা অমন শক্ত করে ধরে আছে কেন পর্থোস। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবিষ্কার করল, লোকটার পেছনে চলে এসেছে ও। নাক ঠেকে আছে তার দু'কাঁধের মাঝে আর মুখটা সেঁটে আছে তলোয়ারের বেল্টের সাথে।

এতক্ষণে ও বুঝতে পারল, ঘরের ভেতরেও কোন আলখাল্লা পরে ছিল পর্থোস। ওর জমকালো বেল্টটা আসলে ফাঁকিবাজি। ওটার সামনের দিকটা সোনার কাজ করা হলেও পেছনটা সাধারণ চামড়ার।

'কি যন্ত্রণা!' চিৎকার করে উঠল পর্থোস। 'পাগল নাকি! অমন করে মানুষের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে কেউ?'

বেশ কিছুক্ষণ মোচড়ামুচড়ি করার পর দৈত্যাকৃতি মাস্কেটিয়ারের বগলের নিচ দিয়ে মাথা বের করতে পারল দারতায়াঁ।

'দুঃখিত,' বলল ও। 'আমার একটু তাড়া আছে। একজনকে ধরার জন্যে ছুটছি। আর—।'

'আর সব সময়ই তুমি চোখের মাথা খেয়ে ছোটো, তাই না?' কড়া গলায় জানতে চাইল পর্থোস।

'না। অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দেখে আমার চোখ; অন্যরা যা দেখতে পায় না, তা-ও!'

দারতায়াঁর জবাব লনে রাগে লাল হয়ে উঠল পর্থোস। হিংস্র গলায় বলল,

'এভাবে যখন তখন মাস্কেটিয়ারদের গায়ে ধাক্কা দিলে শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।'

এবার লাল হওয়ার পালা দারতায়াঁর। 'শাস্তি পেতে হবে! এতই সোজা?'

'হ্যাঁ, এতই সোজা। আমি কি ভয় করি তোমাকে?'

'ঠিক আছে, সময়মতই দেখতে পাবে কে কাকে শাস্তি দেয়,' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল দারতায়াঁ। আবার ছুটতে শুরু করেছে ও।

প্রচণ্ড রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারানোর অবস্থা পর্থোসের। ছুটতে শুরু করবে দারতায়াঁর পেছন পেছন। এমন সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ছেলেটা।

'পরে তোমার সাথে মোলাকাত হবে,' চিৎকার করে বলল ও, 'যখন তোমার গায়ে ওই আলখাল্লা থাকবে না।'

'ঠিক আছে। আজই একটার সময়—লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পেছনে।'

'ঠিক আছে—একটা-ই সই,' বলতে বলতে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল দারতায়াঁ।

নেই অপরিচিত লোকটা। পর্থোসের সাথে যখন ওর ধস্তাধস্তি চলছিল সম্ভবত তখনই কেটে পড়েছে। অনেকক্ষণ খুঁজেও তার টিকিটিরও সন্ধান পেল না দারতায়াঁ। তবু আরও কিছুক্ষণ খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল ও। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা। এখনও সকাল দশটা বাজেনি, তবু এর ভেতরেই মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের চোখে অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে ও। অমন আচমকা ছুটে চলে আসায় নিশ্চয়ই উনি অভদ্র-ছোটলোক ভেবেছেন ওকে। তাছাড়া এরই ভেতরে ও দু'দু'জন মাস্কেটিয়ারের সাথে ডুয়েল লড়তে রাজি হয়েছে। দু'জনই আকৃতিতে দশাসই, প্রকৃতিতেও ভয়ঙ্কর হওয়ার কথা। ওদের একজনই তিনটে দারতায়াঁকে হত্যা করার জন্যে যথেষ্ট।

'যাকগে,' ভাবল ও, 'অ্যাথোস অনায়াসেই হত্যা করবে আমাকে, সুতরাং পর্থোসকে নিয়ে না ভাবলেও চলবে। কিন্তু যদি, অলৌকিক কোন উপায়ে দুটো ডুয়েলেই জিতে যাই, তাহলে ভবিষ্যতে আরও নম্র হতে হবে আমাকে। ভদ্রতা মানুষকে কাপুরুষ করে না। আরামিস লোকটা কি নম্র, ভদ্র, বেশি কথা বলে না। অথচ ওকে কাপুরুষ বলার কথা কেউ কি স্বপ্নেও ভাববে? আরে, ওই তো ও!'

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে আরামিস। আলাপ করছে অন্য তিনটে লোকের সাথে। দারতায়াঁকে আসতে দেখল ও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, একটু আগে এরই উপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন ত্রেভিয়ে চোটপাট করেছেন ওদের সাথে।

এদিকে দারতায়াঁ—সবার সাথে নম্র হওয়ার নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ—ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আরামিসের দিকে। বন্ধুত্বপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। মাথা অনেকখানি নুইয়ে অভিবাদন জানাল। মাথা নোয়াল আরামিসও, কিন্তু হাসল না। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে চারজনেরই।

মুহূর্তে বুঝতে পারল দারতায়াঁ, অবাঞ্ছিত ও। সবচেয়ে কম অপ্রস্তুত হয়ে কি ভাবে কেটে পড়া যায় ভাবছে, এমন সময় খেয়াল করল মাটিতে পড়ে গেছে আরামিসের রুমালটা। ওর পায়ের নিচে চাপা পড়ে আছে ওটা। বোধহয় খেয়াল

করেনি আরামিস, ভেবে একটু ঝুঁকল দারতায়াঁ। পায়ের নিচ থেকে টেনে বের করল রুমালটা। সর্বশক্তিতে পা দিয়ে চেপে রাখার চেষ্টা করল আরামিস। পারল না।

'আমার মনে হয়, রুমালটা হারালে দুঃখ পাবেন আপনি,' বলল দারতায়াঁ।

রুমালটা ছোট, সুন্দর সুতোর কাজ করা। একটু লাল হয়ে এক ঝটকায় জিনিসটা নিয়ে নিল আরামিস ওর হাত থেকে। কিন্তু এড়াতে পারল না বন্ধুদের চোখ। রুমালটার কোণে কাজ করা মুকুটের ছবিটা দেখে ফেলল ওরা।

'আ-হা!' চিৎকার করে উঠল একজন, 'মাদাম দ্য শেভরো রুমাল দিয়েছে তোমাকে। ওর সঙ্গে ভাল খাতির আছে তোমার মনে হচ্ছে!'

দারতায়াঁর দিকে কঠোর চোখে একবার তাকিয়ে বন্ধুদের দিকে ফিরল আরামিস। 'এটা আমার রুমাল না,' হালকা গলায় বলল সে। 'এই দেখো, আমারটা পকেটেই রয়েছে।'

নিজের ভুল বুঝতে পারল দারতায়াঁ।

'সত্যি কথা বলতে কি,' মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল ও, 'রুমালটা পড়তে দেখিনি আমি। মঁসিয়ে আরামিসকে দেখলাম ওটার ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই মনে হলো ওটা নিশ্চয়ই ওঁর।'

'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তুমি ভুল করেছিলে?' শীতল গলায় বলে দারতায়াঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল আরামিস।

কয়েক পা দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দারতায়াঁ। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরামিস ঘুরে দাঁড়াতেই এগিয়ে গেল ও। 'আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।'

'দেখো, ছোকরা,' কঠোর গলায় বলল আরামিস, 'ভদ্রলোকের মত আচরণ করোনি তুমি।'

'কি? আপনি কি মনে করেন—?'

'আমি মনে করি, গাসকনির লোক হলেও বোকা নও তুমি, ভাল করেই জানো, বিনা কারণে কেউ রুমাল মাড়িয়ে দাঁড়ায় না। ভাব কি তুমি? প্যারিসের রাস্তা সব রুমাল দিয়ে মোড়া? এতগুলো মানুষের সামনে ওটা উঠিয়ে আমার হাতে দিলে কেন? এই সুবাদে একজন ভদ্রমহিলার নাম উচ্চারণ করতে পারল ওরা!'

'অমন অসাবধানে ওটা পড়তে দিলেন কেন আপনি?'

'একবার বলেছি, ওটা আমার পকেট থেকে পড়েনি!'

'সেক্ষেত্রে আপনি মিথ্যে বলেছেন, স্যার। আমি পড়তে দেখেছি ওটা।'

'কি? আমি মিথ্যেবাদী! কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলতে হয় তা তোমাকে শেখাতে হবে দেখছি!'

তৈরিই ছিল যেন দারতায়াঁ। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে।

'এখানে নয়, গাধা!' হিসহিস করে উঠল আরামিস। 'কাছেই কার্ডিন্যালের রক্ষীদের সদর দপ্তর। নিরিবিলি কোন জায়গায় তোমাকে হত্যা করব আমি। ইচ্ছে হলে লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পেছনে এসো।'

'দুটোর সময়,' জবাব দিল দারতায়াঁ। 'আর হ্যাঁ, যারই হোক রুমালটা নিয়ে এসো সঙ্গে—রক্তের ধারা বন্ধ করতে ওটা লাগবে তোমার।'

চোখ গরম করে একবার ওর দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেল আরামিস। হাঁটতে শুরু করল দারতায়াঁও। খেয়াল করল দুপুর হতে দেরি নেই খুব একটা। কারমেলাইট মঠের পথ ধরল ও। মনে মনে বলল, 'এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। যাহোক, মরতে যদি হয়, একজন মাস্কেটিয়ারের হাতেই মরব!'

রীতি অনুযায়ী, ডুয়েল লড়ার সময় ইচ্ছে করলে একজন লড়ুয়ে দু'জন সাথীকে সঙ্গে আনতে পারে। এই সাথীদের বলা হয় সেকেণ্ড অর্থাৎ সাহায্যকারী। এরা একমাত্র লড়াই ছাড়া আর সব ব্যাপারেই সাহায্য করতে পারে লড়ুয়েকে। দারতায়াঁ প্যারিসে নতুন, চাইলেও ও সাহায্যকারী জোগাড় করতে পারত না। সুতরাং একাই যেতে হলো ওকে।

ও যখন লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পেছন দিকের ঘাসে ছাওয়া গাছপালা ঘেরা ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছুল তখন গির্জার ঘণ্টা বারোটা বাজার ঘোষণা দিচ্ছে। আগেই অ্যাথোস পৌঁছে গেছে সেখানে।

'এসেছ তাহলে তুমি?' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল অ্যাথোস। 'তাও আবার একা একা!'

'প্যারিসে কাউকে আমি চিনি না, তাই কোন সাহায্যকারী আনতে পারিনি,' ব্যাখ্যা করল দারতায়াঁ।

'আমার দুই বন্ধুকে বলেছি সাহায্যকারী হিসেবে আসতে,' বলল অ্যাথোস, 'এখনও পৌঁছায়নি তারা।'

'তোমার মত একটা বাচ্চা ছেলেকে হত্যা করতে দুঃখই লাগবে আমার,' মন্তব্য করল অ্যাথোস, অনেকটা নিজেকে শোনানোর জন্যেই।

'ও নিয়ে ভেব না,' জবাব দিল দারতায়াঁ, 'মারাত্মক একটা জখম নিয়েও আমার সাথে লড়তে রাজি হয়ে আমাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছ তুমি।'

'সত্যিই জখমটা মারাত্মক,' স্বীকার করল অ্যাথোস। 'কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডান-বাঁ দু'হাতেই আমি সমান তলোয়ার চালাতে পারি। এখন মনে হচ্ছে, কথাটা আগেই জানানো উচিত ছিল তোমাকে।'

'সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি...,' একটু ইতস্তত করল দারতায়াঁ। 'আমার কাছে একটা মলম আছে—আমার মায়ের দেয়া—নিশ্চয় করে বলতে পারি, তিন দিন লাগালেই ভাল হয়ে যাবে তোমার জখম। তারপরে যদি লড়তে চাও, তাতেও আমি রাজি।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু লড়াইটা স্থগিত রাখলে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে যাবে কার্ডিন্যাল। পরে আর লড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই তো, আমার বন্ধুরা এসে গেছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দারতায়াঁ পর্থোস আর আরামিস আসছে।

'এই দু'জন তোমার সাহায্যকারী!' চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল ও।

'নিশ্চয়ই,' বলল অ্যাথোস। 'শোনোনি, আমরা তিনজন সব সময় এক সাথে

থাকি? শহরের সবাই আমাদের বলে *অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ী।*'

ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়েছে আরামিস আর পর্থোস। অবাক চোখে দারতায়াঁকে দেখছে ওরা। পর্থোস তার তলোয়ার ঝোলানোর চামড়ার ফিতেটা বদলেছে, দামী মখমলের আলখাল্লাও আর নেই গায়ে।

'আরে,' বলল সে, 'এসবের মানে কি?'

'এই ভদ্রলোকের সাথেই লড়তে যাচ্ছি আমি,' জবাব দিল অ্যাথোস।

'কি!' চেঁচিয়ে উঠল পর্থোস। 'আমারও তো লড়ার কথা ওর সাথে!'

'কিন্তু একটার আগে নয়,' বলল দারতায়াঁ।

'এবং আমারও লড়ার কথা এই ভদ্রলোকের সাথে,' এক পা সামনে এগিয়ে বলল আরামিস।

'অবশ্যই, তবে দুটোর আগে নয়,' শান্তভাবে বলল দারতায়াঁ। 'মঁসিয়ে অ্যাথোসই প্রথম লড়বে আমার সাথে। তৈরি, মঁসিয়ে অ্যাথোস?' বলতে বলতে তলোয়ার বের করে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল দারতায়াঁ।

তলোয়ার বের করল অ্যাথোসও। রীতি মাফিক দু'জন দু'জনকে অভিবাদন জানাল। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। তলোয়ারে তলোয়ারে ছোঁয়া লেগেছে কি লাগেনি, এমন সময় শোনা গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটু পরেই গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পাঁচ ঘোড়সওয়ার। সোজা ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'কার্ডিন্যালের রক্ষী!' চেঁচিয়ে উঠল আরামিস! 'তাড়াতাড়ি—খাপে পুরে ফেল তলোয়ার!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। দারতায়াঁ আর অ্যাথোস যে ডুয়েল লড়ছে তা দেখে ফেলেছে রক্ষীরা। এখনও দুই দ্বন্দ্বযোদ্ধার খোলা তলোয়ারে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের আলো।

'হায়, ঈশ্বর!' ফিসফিস করে বলল পর্থোস। 'এ যে দেখছি জুসাক নিজে!'

ওদের থেকে প্রায় বিশ পা দূরে এসে থেমে পড়ল ঘোড়সওয়াররা। কৌতূহল নিয়ে তাকাল দারতায়াঁ দীর্ঘ, রোদে পোড়া চেহারার দলনেতার দিকে। এ-ই তাহলে কার্ডিন্যালের রক্ষীবাহিনীর জুসাক, সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছে যার তলোয়ারের খ্যাতি, ইতিমধ্যেই যে হত্যা করেছে এক কুড়ি মানুষ!

ভ্রূকুটি করে তাকাল লোকটা।

'আবার লড়াই শুরু করেছ তোমরা?' কঠিন গলায় চিৎকার করে উঠল সে। 'তোমরা জানো ডুয়েল লড়া আইনত নিষিদ্ধ, তবু? আমার কর্তব্য তোমাদের থামানো। তলোয়ার খাপে পুরে এসো আমার সাথে!'

নিজের উরুতে চাপড় দিতে দিতে হা-হা করে হেসে উঠল পর্থোস, যেন খুব একটা মজার কথা বলে ফেলেছে জুসাক। আরামিসও হাসল, তবে নিঃশব্দে।

'স্যার,' জুসাকের স্বর এবং ভঙ্গি অনুকরণ করে বলল পর্থোস, 'অমন কাজ আমরা করতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমাদের গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করবেন না মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে। তার চেয়ে নিজের কাজে যাও তুমি, আমরা আমাদের কাজ করি।'

হিংস্র গলায় একটা গালাগাল দিল জুসাক। প্রতিহিংসাপরায়ণ জন্তুর মত বেরিয়ে পড়ল তার ঝকঝকে দাঁতগুলো।

'দেখ, দেখ কেমন করছে!' একটা আঙুল উঁচিয়ে বলল পর্থোস।

'আদেশ না মানলে জোর করে ধরে নিয়ে যাব তোমাদের,' বলল জুসাক।

অ্যাথোস বলল, 'ওরা পাঁচজন আর আমরা তিনজন। আমার মনে হয় ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল অ্যাথোস, পর্থোস আর আরামিস। নিজের লোকদের নির্দেশ দেয়ার জন্যে হাত তুলল জুসাক। ঠিক তখন তিন মাস্কেটিয়ারের দিকে এগিয়ে গেল দারতায়াঁ।

'আমরা তিনজন নই, চারজন,' বলল ও।

'তুমি আবার আমাদের একজন হলে কখন?' বলল পর্থোস।

'আমার গায়ে পোশাক নেই বটে,' জবাব দিল দারতায়াঁ, 'কিন্তু চেতনায় আছে। অন্তর থেকে আমি একজন মাস্কেটিয়ার।' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অ্যাথোস। 'চমৎকার সাহসী ছেলে তুমি। কি নাম তোমার?'

'দারতায়াঁ।'

'বেশ। তাহলে, অ্যাথোস, পর্থোস, আরামিস আর দারতায়াঁ, ঝাঁপিয়ে পড়ো!' চিৎকার করে উঠল অ্যাথোস।

সঙ্গে সঙ্গে চারটে তলোয়ার ঝিকিয়ে উঠল সূর্যের আলোয়। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জুসাক। তলোয়ার বের করল। ইতিমধ্যে সঙ্গীরাও এসে পড়েছে তার পাশে। মুহূর্তের ভেতর ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির শব্দে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ, তীব্র আর্তনাদ আর হিংস্র হুঙ্কার। হঠাৎ আরামিস আবিষ্কার করল, দুই শত্রু একসাথে আক্রমণ করেছে তাকে। মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল সে। এদিকে দারতায়াঁ মুখোমুখি হয়েছে খোদ জুসাকের।

হিংস্র বাঘের মত লড়ল সে। বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লোকটাকে চারপাশ থেকে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখল সারাক্ষণ। একবার এদিকে একবার ওদিকে লাফিয়ে, শত্রুর চারপাশে একের পর এক পাক খেয়ে আঘাত করে চলল ও। কিছুক্ষণের ভেতরেই ব্যর্থ প্রমাণিত হলো জুসাকের সব কৌশল। কারণ এমন একজনের সাথে লড়ছে সে, যে তলোয়ার যুদ্ধের কোন নিয়ম কানুনই হয় জানে না, নয় তো মানে না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তার। সবেমাত্র কৈশোর পেরোনো একটা ছেলে এমন নাকানি চোবানি খাওয়াবে তাকে! নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করল সে। ভুলও করতে শুরু করল সেই সাথে। ক্রমেই মারাত্মক হয়ে উঠতে লাগল ভুলগুলো। ইতি টানতে হয় ব্যাপারটার, ভেবে একটু পেছনে সরে এল জুসাক। তারপর প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে তীব্র আঘাত হানল শত্রুর দিকে। বিদ্যুৎগতিতে একপাশে সরে গিয়ে আঘাতটা সামলাল দারতায়াঁ। ফলে তাল হারাল জুসাক। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে যখন সামলে নিচ্ছে সে, সেই মুহূর্তে তার তলোয়ারের নিচ দিয়ে পিছলে এগিয়ে গেল দারতায়াঁ। জুসাকের শরীরে বিঁধিয়ে দিল নিজের তলোয়ারটা। একটা মাত্র আর্তনাদ বেরোল জুসাকের গলা দিয়ে। তারপর ঝুপ্

করে পড়ে গেল একতাল মাংসপিণ্ডের মত।

ঘুরে দাঁড়াল দারতায়াঁ। ছোট্ট যুদ্ধক্ষেত্রটার চারপাশে তাকাল উদ্বিগ্ন চোখে। একজন রক্ষীকে হত্যা করেছে আরামিস, দ্বিতীয় একজনের সাথে যুঝছে এখন সে। তবে খুব একটা অসুবিধা যে নেই তা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

প্রতিপক্ষের উরুতে একটা জখম তৈরি করতে পেরেছে পর্থোস, বিনিময়ে নিজের বাহুতে নিতে হয়েছে একটা আঘাত। দুটো ক্ষতের একটাও মারাত্মক নয় বলে দু'জনেই মরিয়া হয়ে লড়ছে এখনও। দু'জনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যে করেই হোক শেষ করবে অন্যজনকে।

আহত অ্যাথোসও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে তলোয়ার। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর। হাত চলতে চাইছে না। ফ্যাকাসে মুখটা আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

লাফ দিয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল দারতায়াঁ। কার্ডিন্যালের লোকটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এই যে, পারলে আমার সাথে লাগো, নইলে এক্ষুণি হত্যা করব তোমাকে!'

সাঁ করে ঘুরল লোকটা ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে মাটিতে বসে পড়ল অ্যাথোস।

'ওকে মেরো না, দারতায়াঁ,' আবেদন জানাল সে। 'আমার পুরানো শত্রু, আমি নিজ হাতে শেষ করতে চাই ওকে। নিরস্ত্র করে ফেলো শুধু—বিশেষ করে তলোয়ারটা; বাকিটুকু আমিই করতে পারব।'

বলতে না বলতেই ফুট বিশেক দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল লোকটার তলোয়ার।

'বাহ্! চমৎকার!' উৎফুল্ল গলায় বলে উঠল অ্যাথোস।

দারতায়াঁ আর রক্ষী—দু'জন একই সাথে ছুটল ছিটকে যাওয়া তলোয়ারটার দিকে। দারতায়াঁই পৌঁছুল আগে। পরমুহূর্তে দেখা গেল, তলোয়ারটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, আরামিস যে রক্ষীটাকে হত্যা করেছে তার দিকে। ছোঁ মেরে মৃত লোকটার তলোয়ার তুলে নিয়েই এগিয়ে আসতে লাগল দারতায়াঁর দিকে। মাঝপথে তাকে বাধা দিল অ্যাথোস। কয়েক মুহূর্ত জিরিয়ে নেয়ার ফলে একটু সুস্থ বোধ করছে ও। এখন আবার শুরু করতে চাইছে ওর অসমাপ্ত লড়াই।

দারতায়াঁ দেখল, অ্যাথোস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের লড়াই নিজেই শেষ করবে। আর এগোল না ও। কয়েক মিনিটের ভেতর দেখা গেল, গলায় গভীর একটা ক্ষত নিয়ে পড়ে গেছে রক্ষীটা।

সেই মুহূর্তে আরামিসও তলোয়ার ঠেকাল তার পড়ে যাওয়া শত্রুর বুকে, চিৎকার করে বলছে ওকে ক্ষমা চাইতে। লধুমাত্র পর্থোস এখনও লড়ছে একজনের বিরুদ্ধে। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, মনে হচ্ছে তলোয়ার চালানোয় ওর মতই দক্ষ। আহত জুসাক—এইমাত্র টের পাওয়া গেল মরেনি সে—কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল কোনমতে। চেঁচিয়ে নিজের লোকটাকে বলল লড়াই থামাতে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পেছনে সরে এল রক্ষী। যেন আত্মসমর্পণ করতে না হয় সেজন্যে হাঁটুর কাছে নামিয়ে নিল তলোয়ার। পর মুহূর্তে পেছন দিকে ঘুরে মঠের পাঁচিলের ওপর

দিয়ে ছুঁড়ে দিল অস্ত্রটা। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে শিস দিতে লাগল সুন্দর এক সুরে।

সাহসিকতা সব সময়ই শ্রদ্ধার যোগ্য, এমন কি শত্রুর বেলায়ও। তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানাল মাস্কেটিয়াররা। তারপর ফিরে চলল তাদের সদর দপ্তরের দিকে।

রাস্তা জুড়ে হেঁটে চলল ওরা হাত ধরাধরি করে। পথে যে ক'জন মাস্কেটিয়ারের সাথে দেখা হলো সবাইকে বলল ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজের নিজের কাজ ফেলে হাঁটতে শুরু করল ওদের সাথে। কিছুক্ষণের ভেতরই বেশ ভারি হয়ে উঠল দলটা। বিরাট এক বিজয় মিছিলের চেহারা নিল শেষে। অ্যাথোস আর পর্থোসের মাঝখানে হাঁটছে দারতায়াঁ। আনন্দে ফেটে পড়তে চাইছে ওর হৃদয়।

'এখনও মাস্কেটিয়ার হতে পারিনি বটে,' তিন বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলল ও, 'তবে শুরুটা ঠিক মতই করতে পেরেছি, কি বলো?'

# পাঁচ

কয়েক ঘণ্টার ভেতর পুরো প্যারিসের একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল মাস্কেটিয়ার এবং রক্ষীদের এই লড়াইটা। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে সবার সামনে ঝেড়ে গালাগাল দিলেন, কিন্তু আড়ালে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করলেন তাঁর প্রিয় মাস্কেটিয়ারদের। এর পর রওনা হলেন তিনি রাজ প্রাসাদের উদ্দেশ্যে, তিনি নিজে রাজাকে জানাতে চান সুসংবাদটা। কিন্তু প্রাসাদে পৌঁছে দেখলেন কার্ডিন্যাল রিশেলিও তাঁর আগেই পৌঁছে গেছেন সেখানে। ত্রেভিয়েকে জানানো হলো, রাজা ব্যস্ত আছেন, এমুহূর্তে দেখা করতে পারবেন না।

চলে এলেন তিনি। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আবার গেলেন প্রাসাদে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে।

তাস খেলছেন রাজা তখন। একের পর এক জিতছেন তিনি। বেশ খোশমেজাজে আছেন সেজন্যে।

'এসো, ক্যাপ্টেন,' বললেন তিনি। 'জানো নাকি, তোমার লোকদের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ করেছে কার্ডিন্যাল? আহ্, এই মাস্কেটিয়ারগুলো—ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত সব ক'টাকে।'

'না, মহানুভব,' জবাব দিলেন ত্রেভিয়ে, 'খুবই ভাল লোক ওরা। সোনার টুকরো একেকটা, ওদের জীবনের একমাত্র সাধনা মহানুভবের সেবা করা। কিন্তু কি করে করবে? কার্ডিন্যালের লোকরা সারাক্ষণ লেগে আছে ওদের পেছনে, সারাক্ষণ চেষ্টা করছে কি করে ঝগড়া বাধানো যায়। আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়েই লড়েছে আমার ছেলেরা। নইলে কি করে রইবে মাস্কেটিয়ার বাহিনীর সম্মান?'

'কেমন করে ঘটল ঘটনাটা?'

'আমারা সেরা সৈনিকদের তিনজন—মহানুভব তাদের নাম জানেন—অ্যাথোস, পর্থোস আর আরামিস গাসকনি থেকে সদ্য আসা এক যুবকের সাথে একটু হৈ-হুল্লোড় করতে চেয়েছিল আর কি। ছেলেটা নতুন এসেছে প্যারিসে, আজই ওর সাথে পরিচয় ওদের। ওরা ঠিক করে, কারমেলাইট মঠের পেছনে মিলিত হবে। সময় মত ওরা মঠের পেছনে পৌঁছায়। এই সময় চারজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে সেখানে হাজির হয় জুসাক—এখন আমি মহানুভবের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি বিচারের ভার, পাঁচজন সশস্ত্র লোক ওরকম একটা জায়গায় কেন গিয়েছিল, আন্দাজ…।'

'বুঝেছি!' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন রাজা, 'নিঃসন্দেহে নিজেদের ভেতর লড়তে গিয়েছিল ওরা। ঠিক বলেছ, ত্রেভিয়ে, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'মাস্কেটিয়ারদের দেখে, সম্ভবত, মত বদলায় ওরা। কারণ, মহানুভব নিশ্চয়ই জানেন, মাস্কেটিয়ারদের শত্রু মনে করে রক্ষীরা।'

'হুঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে, ত্রেভিয়ে। কিন্তু তুমি বলছ, মাস্কেটিয়াররা একা ছিল না? এক যুবক ছিল ওদের সাথে?'

'হ্যাঁ, মহানুভব—অ্যাথোস আগেই আহত হয়, ফলে ভীষণ দুর্বল ছিল, অর্থাৎ দু'জন সুস্থ আর একজন আহত মাস্কেটিয়ার এবং একজন অনভিজ্ঞ ছোকরাকে বাধ্য করা হয় পাঁচজন দক্ষ যোদ্ধার সাথে লড়তে। লড়েছে ওরা, এবং শত্রুর পাঁচজনের চারজনকেই শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদের জন্যে একটা বিজয় এটা, পরিপূর্ণ বিজয়!' আনন্দে চক চক করছে রাজার চোখ দুটো। 'এই ছোকরাটা কে?'

'ওর নাম দারতাঁয়া। আমার পুরানো এক বন্ধুর ছেলে। আক্রমণ করার আগে রক্ষীরা সরে যেতে বলে ওকে। কিন্তু ও জবাব দেয়, অন্তরে অন্তরে ও একজন মাস্কেটিয়ার এবং মহানুভবের জন্যে নিবেদিত ওর প্রাণ, মাস্কেটিয়ারদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে ও। ও-ই আহত করেছে জুসাককে, যে কারণে অত চটে গেছেন কার্ডিন্যাল।'

'ওই ছেলেটা! আহত করেছে জুসাককে! দেশের সেরা তলোয়ারবাজদের একজন যে জুসাক, তাকে? অসম্ভব, ত্রেভিয়ে! বানিয়ে বলছ তুমি।'

'না, মহানুভব, এক বিন্দু বানিয়ে বলছি না, সত্যিই জুসাককে আহত করেছে ও। অন্তত একবারের জন্যে হলেও জুসাক বুঝেছে, ওর চেয়ে ওস্তাদ তলোয়ারবাজ আছে।'

'এই যুবককে দেখতে চাই আমি, ত্রেভিয়ে! আমার মনে হয়, সাহস আর দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছে ও, মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে ওকে নিয়ে নেয়া উচিত, কি মনে করো তুমি?'

একটু ইতস্তত করলেন ত্রেভিয়ে। 'আমারও তাই মনে হয়, মহানুভব, মাস্কেটিয়ার হতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার তার সবই আছে ওর। তাছাড়া দেশের সেরা পরিবারগুলোর একটা থেকে এসেছে ও। ওর সাহস সম্পর্কে কোন সংশয় নেই আমার। এখনই ওকে মাস্কেটিয়ার করে নেয়ার অর্থ হবে, প্রাণ বাজি ধরে হলেও আপনার সেবা করবে ও।'

'কাল দুপুরে ওকে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'শুধু ওকে?'

'না, চারজনকেই। সব ক'জনকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। এমন মানুষ দুর্লভ। অবশ্যই ওদের পুরস্কৃত করতে হবে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে আসবে, ত্রেভিয়ে—কার্ডিন্যালকে কোনমতেই জানতে দেয়া চলবে না এ-কথা।'

মৃদু হাসলেন ত্রেভিয়ে। অভিবাদন জানালেন রাজাকে। তারপর বিদায় নিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় দারতায়াঁ আর তিন মাস্কেটিয়ারকে ডেকে পাঠালেন তিনি। জানালেন, কি দুর্লভ সম্মান অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। রাজার সাথে দেখা করতে হবে শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল দারতায়াঁ। উত্তেজনায় রাতে আহার রুচল না ওর মুখে, ভাল করে ঘুমাতে পর্যন্ত পারল না।

পরদিন দুপুরে মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের সাথে রাজপ্রাসাদে চলল তিন মাস্কেটিয়ার আর দারতায়াঁ।

রাজার নির্দেশ মত পেছন দিক দিয়ে ঢুকল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের উপস্থিত করা হলো রাজার সামনে।

'এসো-এসো, বীরপুরুষরা,' বলে উঠলেন রাজা। হাসলেন একটু। 'এসো শাস্তি দেব তোমাদের।'

কুর্নিশ করতে করতে এগোল তিন মাস্কেটিয়ার। ওদের ঠিক পেছনে থেকে অনুসরণ করল দারতায়াঁ।

'কি পেয়েছ তোমরা, অ্যাঁ!' হাসি মুখে ধমক লাগালেন রাজা। 'এক দিনে কার্ডিন্যালের চার-চারজন রক্ষী ঘায়েল! এভাবে যদি চালাতে থাকো, দু-এক সপ্তাহের ভেতর নতুন লোক দিয়ে নতুন করে বাহিনী গড়তে হবে বেচারা রিশেলিওকে। মাঝে মাঝে দু'একজন হলে বিশেষ কিছু বলার ছিল না আমার। কিন্তু একই দিনে একসাথে চারজন—খুব বেশি হয়ে যায় না?'

হাসলেন ত্রেভিয়ে।

'মহানুভব, ওরা ক্ষমা চাইতে এসেছে আপনার কাছে।'

'ওদের চেহারা দেখে অবশ্য তা মনে হচ্ছে না,' জবাব দিলেন রাজা। 'যাকগে। কিন্তু, ত্রেভিয়ে, তুমি বলছিলে গাসকনির ছেলেটা যুবক। এ যে দেখছি একেবারে বাচ্চা—এই ছেলে আহত করেছে জুসাককে?'

'হ্যাঁ, মহানুভব।'

'শুধু তাই নয়, কাহুস্যাকের হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে,' যোগ করল অ্যাথোস।

দারতায়াঁর দিকে ফিরলেন রাজা। পুরো ঘটনাটা আগাগোড়া বলতে বললেন আবার। একটু ইতস্তত করে শুরু করল দারতায়াঁ। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন রাজা, মনে হলো, উপভোগও করলেন ওর বর্ণনা।

'বেশ, বেশ,' শেষে বললেন তিনি, 'প্রতিশোধ নেয়া শেষ—এবার ইতি টানো তোমাদের লড়াইয়ের। এখন তো তোমরা সন্তুষ্ট।'

'আপনি সন্তুষ্ট হলে আমরাও, মহানুভব,' বললেন ত্রেভিয়ে।

মৃদু হাসলেন রাজা। 'আমি সন্তুষ্ট কিনা দেখবে যথাসময়ে।' অ্যাথোসের দিকে ফিরলেন তিনি। 'রক্ষীদের ভয় তো আর নেই, তুমি আর তোমার বন্ধুরা কি এখনও লড়তে চাও মঁসিয়ে দারতায়াঁর সাথে?'

কথাটা শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছে, এমন চেহারা হলো অ্যাথোসের। কিন্তু পাত্তা দিলেন না রাজা। বলে চললেন, 'উঁহুঁ, ভেব না আমি কিছু টের পাইনি। আমি ভাল করেই জানি, তুমি আর তোমার দু'বন্ধু কেন গিয়েছিলে লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পেছনে।'

'না, মহানুভব,' জবাব দিল অ্যাথোস। 'ও তো আমাদেরই একজন হয়ে গেছে। এখন থেকে আমরা পরিচিত হব *অবিচ্ছেদ্য চার* হিসেবে।'

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের দিকে তাকালেন রাজা।

'ঠিক আছে, ত্রেভিয়ে,' বললেন তিনি, 'মাস্কেটিয়ার করে নাও ওকে।'

হতবাক হয়ে গেছে দারতায়াঁ। ধন্যবাদ জানানোর জন্যে মুখ খুলতে গেল ও। কিন্তু তার আগেই হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন রাজা। পার্শ্বচরকে ডেকে বিশেষ একটা থলে আনতে বললেন। তা থেকে এক মুঠো সোনার মুদ্রা তুলে দিলেন দারতায়াঁর হাতে।

'আমার বিশ্বাস, গাসকনরা খুব দরিদ্র, তাই না?' বললেন তিনি। 'যে কাজে তুমি ঢুকছ, মঁসিয়ে দারতায়াঁ, তাতে অনেক ডাবলেট তোমার ফালিফালি হবে, অনেক তলোয়ার ভাঙবে। সুতরাং কিছু টাকা থাকা দরকার তোমার হাতে।' একটু থামলেন রাজা। 'এবার তোমরা এসো। তোমাদের দক্ষতা ও আনুগত্যের জন্যে ধন্যবাদ। তোমাদের ওপর ভরসা করে থাকব আমি, কি বলো?'

'প্রয়োজন হলে,' এক সাথে বলে উঠল চার বন্ধু, 'আমাদের জীবন উৎসর্গ করব মহানুভবের সেবায়।'

'বেশ বেশ, তবে উৎসর্গ না করে ধারণ করে থাকো জীবনটা, তাতে বেশি কাজ হবে আমার। ত্রেভিয়ে,' অন্যরা যখন চলে যাচ্ছে তখন নিচু গলায় বললেন তিনি, 'কার্ডিন্যালের চেহারাটা যে কেমন হবে, তা আমি এখনই বেশ উপভোগ করছি।'

## ছয়

পরদিন সকালে কাজে যোগ দিতে এল দারতায়াঁ। মাস্কেটিয়ারের পোশাক জোগাড় করে দিয়েছে বন্ধুরা। সেই পোশাকে এমন গর্বিত ভঙ্গিতে ও হেঁটে বেড়াতে লাগল যে দেখে মনে হলো অনেক দিন ধরে মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে আছে। যেহেতু ওর হাতে কিছু টাকা এসেছে, বন্ধুরা বলল, এখন অবশ্যই একজন ভৃত্য রাখা উচিত ওর। পর্থোস বলল, ওর জন্যে যেমন দরকার ঠিক তেমন এক লোককে সে চেনে।

বিকেলেই সে পিকার্ডির এক যুবককে নিয়ে এল দারতায়াঁর ঘরে। লোকটার

নাম প্ল্যানশেট। ঠিক হলো, দিনে ত্রিশ সু করে পাবে, বিনিময়ে দারতায়াঁর খেদমত করবে প্ল্যানশেট।

একটা মাস শ্যাফিঞ্চ পাখির মত মনের আনন্দে কাটাল লোকটা। দারতায়াঁর পকেট যখন খালি হয়ে গেল, অভিযোগ শুরু করল সে।

'একটু ধৈর্য ধরো,' বলল দারতায়াঁ। 'সুদিন আসছে আমার। আমার সাথে থাকলে তোমারও কোন অভাব থাকবে না।'

প্ল্যানশেট বিশ্বাস করল ওকে। এবং মুখ বুজে থাকতে লাগল ওর সাথে।

অল্প ক'দিনের ভেতর নতুন সাথীকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলল তিন মাস্কেটিয়ার। আরও কয়েক দিন পর দেখা গেল চারজন ছায়ার মত একে অপরের পেছনে ছুটছে। আগে যেমন অ্যাথোস, পর্থোস, আরামিসকে আলাদা কল্পনা করা যেত না, এখন তেমন দারতায়াঁ ছাড়া অ্যাথোস, পর্থোস আর আরামিসের কথা ভাবাই যায় না।

একদিন বিকেলে মৃদু টোকার শব্দ হলো দারতায়াঁর দরজায়। দরজা খুলল প্ল্যানশেট। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ভীষণ মোটা আর বেঁটে। গোল মুখ, কুতকুতে চোখ। এক পাশে একটু সরে দাঁড়াল প্ল্যানশেট, ঘরে ঢুকল লোকটা।

'মঁসিয়ে দারতায়াঁ,' শুরু করল আগন্তুক, 'প্যারিসের সবাই জানে, আপনি সাহসী লোক। আমি আপনার সাহায্য চাই।'

'আমার সাহায্য?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল দারতায়াঁ।

'হ্যাঁ, স্যার। ভয়ানক বিপদ আমার সামনে। কারা যেন বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে আমার ভাইঝিকে।' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকটা। 'অল্প বয়েস ওর। দেখতেও সুন্দরী। রাণীর দর্জিখানায় সেলাইয়ের কাজ করে। কাল সকালে যখন কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে ওকে।'

'কেন?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ। 'কে করতে পারে এমন কাজ?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে একজনকে সন্দেহ হয়—কার্ডিন্যালের লোক। সে জানে রাণীর খুব ঘনিষ্ঠ আমার ভাইঝি, সম্ভবত রাজপ্রাসাদের গোপনীয় কথাবার্তা জানতে চায় সে। আমার ভাইঝি, কন্সট্যান্স, বুঝলেন, রাণীর পোশাক-বাহক মঁসিয়ে লাপোর্তের ধর্ম মেয়ে। কন্সট্যান্সকে উনিই দর্জিখানায় কাজ দিয়েছেন। আসলে দু'একজন বিশ্বস্ত সহচরী দরকার রাণীর, তাই উনি ওকে ওই কাজে লাগিয়েছেন। মঁসিয়ে লাপোর্তে রাণীর একান্ত বিশ্বস্ত লোকদের একজন, আর কন্সট্যান্স হলো লাপোর্তের বিশ্বাসভাজনদের একজন। রাজপ্রাসাদের প্রায় সব চাকর-বাকরকে পয়সা দিয়ে হাত করেছে কার্ডিন্যাল। ফলে সবাই রাণীর বিপক্ষে। কার্ডিন্যাল রিশেলিওর সন্দেহ, আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড আর স্পেনের সাথে ষড়যন্ত্র করছেন রাণী। লোকটা তাঁর জীবন তো দুর্বিষহ করে তুলেছেই, রাজার মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে স্ত্রী সম্পর্কে।'

'এত সব কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার ভাইঝির কাছে শুনেছি, স্যার। রাণীর ধারণা, তার নাম ভাঁড়িয়ে কেউ একটা চিঠি দিয়েছে ইংল্যাণ্ডে ডিউক অফ বাকিংহামের কাছে। ওই চিঠি পাওয়া মাত্র ডিউক চলে আসবেন প্যারিসে। জানেন তো, আমাদের রাণীর জন্যে বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে ওঁর। আসা মাত্রই উনি পড়ে যাবেন রাণীর শত্রুদের পেতে রাখা ফাঁদে—এবং দেশের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে রাণীকে।'

'এ সবের সাথে আপনার ভাস্তির কি সম্পর্ক?'

'ও যে রাণীর বিশ্বস্ত তা ভাল করেই জানে ওরা। রাণীর সম্পর্কে গোপন তথ্য আদায় করার জন্যে ওকে আটকেছে বলে আমার ধারণা—অথবা গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহারের জন্যে নিজেদের দলে টানার ফন্দিতেও আটকে রাখতে পারে।'

'হুঁ, তা হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে স্বীকার করল দারতায়াঁ। 'আপনার ভাইঝিকে যে ধরে নিয়ে গেছে তার নাম কি?'

'জানি না। আমি নিশ্চিত নই, কেবল সন্দেহ করছি, সে-ই হবে। একদিন কঙ্গট্যাঙ্গ দেখিয়েছিল তাকে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কঙ্গট্যাঙ্গ বলেছিল, কার্ডিন্যালের হয়ে কাজ করে লোকটা। ভয়ঙ্কর লোক। লম্বা, গর্বিত চেহারা, মাথায় কালো চুল, চোখগুলোও কালো, আর গালে একটা কাটা দাগ···।'

'লম্বা কালো চুল, গালে কাটা দাগ?! আরে এ-ই তো সেই মিউংয়ের লোকটা!' বলতে বলতে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল দারতায়াঁ।

'মিউংয়ের সেই লোক?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল আগন্তুক।

'হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে খুঁজছি লোকটাকে। আমি যাকে খুঁজছি, এ যদি সেই লোক হয় তাহলে চিন্তা নেই, এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। কোথায় থাকে ও?'

'আমার কোন ধারণা নেই।'

'আর কিছু জানেন আপনি?'

'সকালে একটা চিঠি পেয়েছি, ওতে যা লেখা আছে তাছাড়া আর কিছু না···।'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল লোকটা। এগিয়ে দিল দারতায়াঁর দিকে। কাগজটা নিয়ে পড়ল দারতায়াঁ:

'তোমার ভাইঝিকে খুঁজো না, শিগগিরই ফেরত দেয়া হবে ওকে। খোঁজার জন্যে এক পা এগিয়েছ কি দফা নিকেশ হয়ে যাবে তোমার।'

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, একটু ভয় দেখিয়েছে আর কি,' পড়া শেষ করে বলল দারতায়াঁ।

'হ্যাঁ, স্যার—কিন্তু আমি তো না ঘাবড়ে পারছি না। নিরীহ মানুষ আমি, লড়াইয়ের কিছু বুঝি না, কারাগারে নিয়ে আটকে রাখে যদি।'

'কারাগারে যাওয়ার ভয় তো আমারও আছে, মঁসিয়ে···।'

'আমার নাম বোনাসিও।'

'বোনাসিও।' ভ্রূ কোঁচকাল দারতায়াঁ। 'পরিচিত মনে হচ্ছে নামটা?'

'হতেই পারে, স্যার। আমি আপনার বাড়িওয়ালা। নিচতলার ঘরে থাকি। আমার প্রতিনিধি মঁসিয়ে ভার্নেলের মারফৎ আপনি ভাড়া নিয়েছিলেন এই ঘর। সে জন্যে আগে কখনও দেখা হয়নি আমাদের। বেশ ক'মাস হয়ে গেল আপনি

উঠেছেন এখানে, কিন্তু কখনও ভাড়া চাইনি আমি। যদি আমার ভাইঝিকে উদ্ধার করে দিতে পারেন তাহলে চাইবও না। প্রায়ই আপনাকে দেখি আপনার মাস্কেটিয়ার বন্ধুদের সাথে। নিশ্চয়ই কার্ডিন্যালের শত্রু ওরা। আমার ধারণা রাণীর ভাল চান আপনারা। তাঁকে সাহায্য করতে চান। সেই সাথে সুযোগ পেলে যে ভাল একটা শিক্ষা দিবেন কার্ডিন্যালকে তাতেও কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'নিঃসন্দেহে।' দাঁত বের করে একটু হাসল দারতায়াঁ। 'ঠিক ধরেছেন আপনি।'

'আমার ধারণা টাকা পয়সার অভাব আছে আপনার,' ধূর্ত একটা হাসি হেসে বলে যেতে লাগল লোকটা। 'তাই আমি ভেবেছি, একথলে স্বর্ণমুদ্রা দেব আপনাকে—কঙ্গট্যাঙ্গকে উদ্ধার করার জন্যে কিছু খরচ-খরচা লাগবে নিশ্চয়ই?'

'খুব ভাল কথা!' হাত বাড়িয়ে থলেটা নিল দারতায়াঁ। 'মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট ধনী, মঁসিয়ে বোনাসিও?'

'আরে না না, ধনীটনী নয়, এই চলে যায় আর কি। আমার ব্যবসা—।' হঠাৎ থেমে গেল সে। জানালা ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেছে রাস্তায়। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখগুলো। একটা আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওই যে!'

'কি?' জানালার দিকে এগোতে এগোতে বলল দারতায়াঁ।

'রাস্তায়—এদিকে তাকিয়ে আছে—ওই লোকটা!'

'আরে, এই তো সে!' চিৎকার করে উঠল দারতায়াঁ। মিউংয়ের আগন্তুককে চিনতে পেরেছে ও। 'এবার আর আমার হাত থেকে মুক্তি নেই ওর!'

এক টানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ছুটল ও। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেছে এমন সময় দেখল অ্যাথোস আর পর্থোস আসছে ওর সাথে দেখা করতে। দাঁড়াল না দারতায়াঁ, তীরের গতিতে বেরিয়ে গেল দু'জনের মাঝখান দিয়ে।

'কোথায় যাচ্ছ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল পর্থোস।

'মিউংয়ের সেই লোকটা!' কোনরকমে ঘাড় ফিরিয়ে বলল দারতায়াঁ। পর মুহূর্তে হারিয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে।

অ্যাথোস, পর্থোস—দু'জনেই বুঝল কি বলতে চেয়েছে ও। মিউংয়ের ঘটনা আগেই সবিস্তারে শুনেছে ওরা। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দুজন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠতে লাগল ওপরে।

এবারও দেরি করে ফেলেছে দারতায়াঁ। ঝড়ের মত রাস্তায় বেরিয়ে এসেও পেল না লোকটাকে। রাস্তা ফাঁকা।

নিজের ঘরে ফিরে এল দারতায়াঁ। ততক্ষণে আরামিসও এসে পড়েছে। তিন জনই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। বোনাসিও চলে গেছে। লোকটার সমস্যার কথা তিন বন্ধুর কাছে খুলে বলল দারতায়াঁ।

'একটা মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' সবশেষে যোগ করল ও। 'মেয়েটাকে এখন ভয় দেখানো হচ্ছে—হয়তো অত্যাচারও করা হচ্ছে—কারণ? কারণ সে বিশ্বস্ত তার মালিকের প্রতি। ওকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভব সব কিছুই করতে হবে আমাকে!'

'সাবধান, দারতায়াঁ, সাবধান,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল আরামিস।

'মাদমোয়াজেল বোনাসিও সম্পর্কে একটু বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছ দেখছি!'

'মাদমোয়াজেল বোনাসিও নয়, রাণী সম্পর্কেই বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করছি আমি,' বিরক্ত হয়ে বলল দারতায়াঁ। 'স্পেনে জন্মেছেন, শুধু মাত্র এই কারণে কার্ডিন্যাল ঘৃণা করে—।'

'শুধু স্পেনে জন্মেছেন বলে নয়,' নরম গলায় বলল অ্যাথোস, 'লোকে বলে, এক ইংরেজ ভদ্রলোককে ভালবাসেন উনি—বাকিংহামের ডিউক।'

'আমি থামছি না ওতে। যদি জানতাম কোথায় আছেন বাকিংহামের ডিউক, হাত ধরে আমি নিজে তাঁকে নিয়ে যেতাম রাণীর কাছে—আর কিছু নয়, শুধু কার্ডিন্যালকে বিব্রত করার জন্যেই করতাম কাজটা। এই লোকটাই আমাদের আসল শত্রু—এই রিশেলিও। ওর খেলা মাটি করার কোন উপায় যদি পাই, প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখতে রাজি আমি।'

এই সময় হঠাৎ ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। পড়িমরি করে কেউ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সশব্দে দরজা খুলে মঁসিয়ে বোনাসিও ঢুকল ঘরে। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার। ভয়ে কাঁপছে থর থর করে।

'বাঁচান আমাকে!' দারতায়াঁর পেছনে লুকাতে লুকাতে চিৎকার করে উঠল সে। 'চারজন লোক আসছে। আমাকে গ্রেফতার করে…।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল পর্থোস, খাপ থেকে প্রায় বের করে ফেলেছে তলোয়ার। ইশারায় তাকে শান্ত থাকতে বলল দারতায়াঁ।

'রাখো,' ফিসফিস করে বলল ও। 'এখানে সাহস দেখানোর দরকার নেই। সাবধানে পা ফেলতে হবে আমাদের। আগে দেখি কারা আসছে, কি উদ্দেশ্য।'

চারজন সশস্ত্র লোক দেখা গেল দরজায়। ঘরের ভেতর চারজন মাস্কেটিয়ারকে দেখে ইতস্তত করতে লাগল তারা।

'ভেতরে এসো,' আন্তরিক গলায় বলল দারতায়াঁ। 'এই আমার ঘর—আর এখানে যারা আছে সবাই মহামান্য রাজা এবং কার্ডিন্যালের বিশ্বস্ত সেবক।'

'তা-হলে আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছ না তোমরা?' গভীর স্বস্তির সাথে বলল দলনেতা।

'নিশ্চয়ই না।' মৃদু হাসল দারতায়াঁ। 'প্রয়োজন হলে আমরা সাহায্য করব তোমাদের।'

হতাশ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মঁসিয়ে বোনাসিও।

'কিন্তু—,' ফিসফিস করে বলল সে, 'কিন্তু আপনি যে বললেন, সাহায্য করবেন—।'

'নিজেরা যদি মুক্ত থাকি, একমাত্র তাহলেই আমরা আপনার ভাইঝিকে উদ্ধার করতে পারব,' নিচু গলায় বলল দারতায়াঁ। তারপর উঁচুস্বরে: 'এসো তোমরা। মঁসিয়ে বোনাসিওকে ধরে নিয়ে যাও, বা ছেড়ে দাও, কিছু এসে যায় না আমার। আজই প্রথম দেখলাম লোকটাকে, ভাড়া আদায় করতে এসেছিল।' উঁচু গলায় হেসে উঠল ও। 'নিয়ে যাও ব্যাটাকে। ওকে কারাগারে পাঠালে খুশিই হব আমি!'

সশস্ত্র লোকগুলোও হাসল ওর সাথে সাথে। খুব খুশি তারা। স্বপ্নেও ভাবেনি, মাস্কেটিয়ারদের কাছ থেকে এতটা সহযোগিতা পাবে। এগিয়ে এসে ধরল তারা

বোনাসিওকে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল ঘর থেকে। তীব্রভাবে চেঁচিয়ে, হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, বাধা দিতে চাইল বোনাসিও। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারল না চারজনের শক্তির সাথে।

'এমন করলে কেন তুমি?' চার বন্ধু আবার একা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল পর্থোস। 'একটা লোক, যে আমাদের সাহায্য চেয়েছিল, তাকে বাঁচানোর জন্যে কিছু তো করলেই না বরং সাহায্য করলে তাকে ধরে নিয়ে যেতে! আমরা আমাদের নিজেদেরকেই অসম্মান করলাম তো। তুমি কি বলো, আরামিস?'

'আমি সমর্থন করি তোমাকে,' জবাব দিল আরামিস।

'আর আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি দারতায়াঁকে,' বলল অ্যাথোস। 'আগু-পিছু ভেবে দ্রুত অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।'

'আমারও তাই ধারণা,' পর্থোসের দিকে তাকিয়ে বলল দারতায়াঁ, 'সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি আমি। যাকগে, সবাই একজনের জন্যে এবং একজন সবার জন্যে—সেটাই তো আমাদের লক্ষ্য, নাকি?'

'আমি এখনও তা-ই মনে করি—,' গরগরিয়ে উঠল পর্থোস।

'হয়েছে থামো,' একসাথে বলে উঠল অ্যাথোস আর আরামিস। 'হাত তুলে শপথ নাও!'

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে শপথ নেয়ার ভঙ্গিতে সামনে হাত এগিয়ে দিল পর্থোস। চার বন্ধু একসাথে উচ্চারণ করল, 'সবাই একজনের জন্যে, একজন সবার জন্যে!'

'ঠিক আছে,' বলল দারতায়াঁ। 'আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্ত থেকে কার্ডিন্যালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমরা!'

সেদিন থেকে কার্ডিন্যালের চার-পাঁচজন লোক থাকতে শুরু করল দারতায়াঁর নিচের ঘরটায়। সোজা-সাপ্টা তাদের কাজঃ যে কেউ টোকা দিলেই তারা দরজা খুলে লোকটাকে ভেতরে ঢোকায়। তারপর চলে জিজ্ঞাসাবাদ। যতক্ষণ না মঁসিয়ে বোনাসিও এবং তার ভাইঝি সম্পর্কে যা জানে তা বলে ততক্ষণ আটকে রাখে লোকটাকে। প্রয়োজন বোধে নির্যাতন করতেও ছাড়ে না। বাড়িতে ঢোকার বা বেরোনোর মত আর একটা পথ আছে বলে দারতায়াঁ একাই কেবল যখন যেখানে খুশি যেতে বা আসতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরোলেও এখন খুব একটা দূরে যায় না দারতায়াঁ। মঁসিয়ে বোনাসিও বা তার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসে বন্দী হয় যারা তাদের প্রত্যেককে দেখতে পায় ও। এর পরপরই বুদ্ধিটা এল ওর মাথায়। মেঝের একটা তক্তা খুলে ফেলল। মেঝের নিচের পাতলা একটা আবরণ ছাড়া আর কিছু রইল না ওর আর নিচের কামরাটার মাঝখানে। নিচের লোকগুলোর কথাবার্তা ও পরিষ্কার শুনতে পায় এখন। শিগগিরই আবিষ্কার করে ফেলল, যাকেই বন্দী করুক না কেন সব সময় একই প্রশ্ন করে কার্ডিন্যালের লোকগুলোঃ 'কম্পট্যান্স বোনাসিও কি তোমার হাতে কিছু পাঠিয়েছে ওর চাচা বা অন্য কারও জন্যে? মঁসিয়ে বোনাসিও

কি কিছু পাঠিয়েছে ভাইঝির জন্যে বা আর কারও জন্যে? যদি না পাঠিয়ে থাকে, মুখে কি কিছু বলেছে দু'জনের কেউ?'

মঁসিয়ে বোনাসিও যেদিন গ্রেফতার হয় তার পরদিন সন্ধ্যার কিছু পরে জোর ধাক্কাধাক্কির শব্দ পাওয়া গেল সামনের দরজায়। খুলে গেল দরজা। ফাঁদে পড়ল কেউ একজন!

ওপরের ঘর থেকে সব শুনতে পেল দারতায়াঁ। ছুটে মেঝের খোলা জায়গাটার কাছে চলে গেল ও। কান্না মেশানো গোঙানীর শব্দ লনতে পেল একটা। তার পরেই ধস্তাধস্তির আওয়াজ। পরমুহূর্তে একটা স্ত্রীকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'এটা আমার চাচার বাড়ি। আমি কঙ্গট্যান্স বোনাসিও, খোদ রাণী আমার মালিক...!'

চলতে লাগল চিৎকার। ক্রমে উঁচু গ্রামে চড়ছে কঙ্গট্যান্স বোনাসিওর স্বর। একটু পরেই চিৎকার পরিণত হলো ফোঁপানীতে। আর সহ্য করতে পারল না দারতায়াঁ। উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল প্ল্যানশেটকে।

'দৌড়াও এক্ষুণি,' বলল ও। 'পের্থোস, আরামিস আর অ্যাথোসকে খুঁজে বের করে বলবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন চলে আসে এখানে।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিচে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দারতায়াঁর। 'ইঁদুর ধরা কলে হয়তো আটকা পড়ব, কিন্তু ভয় পেয়ো না, বিড়ালগুলোকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল নিচের দরজায় টোকা দিচ্ছে দারতায়াঁ। দরজা খুলে যেতেই। লাফিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল দারতায়াঁ। হাতে খোলা তলোয়ার।

অন্যদের মত দারতায়াঁকেও বন্দী করার চেষ্টা করল কার্ডিন্যালের লোকগুলো। কিন্তু সহজ হলো না ব্যাপারটা। প্রচণ্ড এক গর্জন করে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি, আসবাবপত্র ভাঙার আওয়াজ, তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকির শব্দ। কয়েক মিনিট পরেই আচমকা হাট হয়ে খুলে গেল বোনাসিওর বাড়ির দরজা, এবং চারজন কালো কাপড় পরা লোক ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পড়িমরি করে ছুটল তারা রাস্তা দিয়ে। এক মুহূর্ত পরে দারতায়াঁও বেরিয়ে এল রাস্তায়।

কালো পোশাক পরা চারজনের মাত্র একজনের হাতে তলোয়ার রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরস্ত্র করে ফেলল দারতায়াঁ। প্রচণ্ড এক আঘাত হানল কাঁধে। অন্যেরা সাথীকে সাহায্য করার কথা ভেবে ঘুরে দাঁড়াল একবার। কিন্তু সাথীর দুরবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোঁ-চাঁ দৌড়। আহত লোকটাকেও আর কিছু বলল না দারতায়াঁ। সন্ত্রস্ত চোখে ওর মুখের দিকে বার কয়েক তাকাল লোকটা। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল তার বন্ধুদের পেছন পেছন।

মঁসিয়ে বোনাসিওর ঘরে ফিরে দারতায়াঁ দেখল হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে এক যুবতী। প্রায় অচেতন। মেঝেতে পড়ে আছে সূক্ষ্ম কাপড়ে তৈরি চমৎকার একখানা রুমাল। তুলে নিল ও রুমালটা। খেয়াল করল এটারও কোনায় সুতো দিয়ে কাজ করা একটা মুকুটের ছবি।

ঠিক এরকম একটা রুমালের জন্যেই প্রায় রক্তারক্তি হয়ে যাচ্ছিল আরামিসের

সাথে। সেই থেকে রুমালের ব্যাপারে খুব সতর্ক দারতায়াঁ। বিশেষ করে যেগুলোতে কোন চিহ্ন কাজ করা থাকে সেগুলোর ব্যাপারে। নিঃশব্দে রুমালটা রেখে দিল ও মেয়েটার পকেটে।

চোখ খুলল মেয়েটা। অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল দারতায়াঁ। মনে হলো এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর কখনও দেখেনি ও। এক মাথা কালো চুল, নীল চোখ, সরু বাঁশির মত নাকের ডগাটা ওপর দিকে সামান্য বাঁকানো। একটু হাসল মেয়েটা। মাথা ঘুরে উঠতে চাইল দারতায়াঁর, এমন সুন্দর করে কেউ হাসতে পারে ওর ধারণা ছিল না। হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা ওর দিকে।

'আপনি নিশ্চয়ই মঁসিয়ে দারতায়াঁ?' বলল সে। 'এখানে ওখানে যাওয়া আসা করতে দেখেছি আপনাকে। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন—কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব?'

মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল ওকে দারতায়াঁ।

'মাদমোয়াজেল,' বলল ও, 'ধন্যবাদ জানানোর মত কোন কারণই ঘটেনি।'

'আমার কাকা কোথায়?' উদ্বিগ্ন মেয়েটির গলা।

'আমি খুবই দুঃখিত, উনি কারাগারে।'

'কারাগারে? কেন? কি করেছেন কাকা?'

'উনি আপনার কাকা, মাদমোয়াজেল, শুধুমাত্র সে-কারণেই ওঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'ওহ্, তাহলে আপনি জানেন—?'

'আমি যা জানি তা হলো, গালকাটা এক লোক উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে। কিন্তু পালালেন কি করে?'

'এক বাড়ির দোতলায় আটকে রেখেছিল আমাকে—রাজ-প্রাসাদ থেকে খুব একটা দূরে নয় বাড়িটা। আজই সন্ধ্যায় চারদিক আঁধার হয়ে যাওয়ার পর চাদর ছিঁড়ে জোড়া দিয়ে রশি বানিয়ে সেই রশি বেয়ে নেমে এসেছি জানালা খুলে। পালিয়েই কাকার খোঁজে সোজা এখানে।'

'এবার কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয় আপনার জন্যে। দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে লোকগুলো। আবার যদি ওদের হাতে পড়েন, এবার আর বাঁচতে হবে না। কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?'

'জানি না?' ভারি গলায় বলল কন্সট্যান্স বোনাসিও। 'বিশ্বাস করতে পারি, এমন কেউ নেই আমার। চাচার কাছে এসেছিলাম ওঁকে মঁসিয়ে লাপোর্তের কাছে পাঠাব বলে। রাণীর পোশাক বাহক মঁসিয়ে লাপোর্তে। যে করেই হোক ওর সাথে দেখা করতে হবে আমাকে—জানতে হবে গত তিন দিনে কি কি ঘটেছে। যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানছি, গেলে কোন বিপদ হবে না, ততক্ষণ রাণীর কাছে যাওয়ারও সাহস পাচ্ছি না।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।' আগ্রহের সুর দারতায়াঁর গলায়।

'আপনি যুবক, তার ওপর সাহসী,' মিষ্টি করে আর একবার হাসল কন্সট্যান্স। 'কেন জানি না আমার মন বলছে, আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'তাহলে বলুন কি করতে হবে?'

'কাজটা তেমন কিছু নয়, রাজপ্রাসাদে যেতে হবে আপনাকে। ওখানে গিয়ে জারমেইন এর খোঁজ করবেন। ও জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি চান। তখন আপনাকে বলতে হবে, "ব্রাসেলসে যাব, মঁসিয়ে লাপোর্তের সাথে দেখা করতে চাই।" সাবধান, "ব্রাসেলসে যাব" কথাটা বলতে ভুলবেন না যেন। ওহো—' বলে একটু থামল মেয়েটা। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তার চেহারা। 'আমার সাথে দেখা করার জন্যে কোথায় নিয়ে আসবেন মঁসিয়ে লাপোর্তেকে?'

'আমার বন্ধু অ্যাথোসের বাসায় রেখে যাব আপনাকে,' বলল দারতায়াঁ। 'ভয়ের কোন কারণ নেই, আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাথোস। আপনাকে রেখে গেলে কিছুই মনে করবে না ও। চলুন তাড়াতাড়ি। মঁসিয়ে লাপোর্তেকে ওখানেই পাঠিয়ে দেব বা নিয়ে আসব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল নির্জন রাস্তা ধরে। কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছে গেল ওরা অ্যাথোসের বাসায়। কিন্তু বাসায় নেই অ্যাথোস। কিছু এসে যায় না তাতে, চার বন্ধুর প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের ঘরের চাবি আছে। দরজা খুলে মেয়েটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে বসাল দারতায়াঁ। তারপর রওনা দিল রাজপ্রাসাদের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাসাদে পৌঁছে গেল দারতায়াঁ। এবং কিছুক্ষণের ভেতরেই খুঁজে বের করে ফেলল জারমেইনকে। পাখি পড়ার মত আউড়ে গেল, 'ব্রাসেলসে যাব, মঁসিয়ে লাপোর্তের সাথে দেখা করতে চাই।'

একটু পরেই হাজির হলো মঁসিয়ে লাপোর্তে। প্রথমে তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ভাবলেও পরে মত বদলাল দারতায়াঁ। কোথায় গেলে কঙ্গট্যান্স বোনাসিওকে পাওয়া যাবে বলে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে পোশাক-বাহক লাপোর্তে দৌড়াল অ্যাথোসের বাসার দিকে।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নদীর পাড় ধরে হাঁটল দারতায়াঁ। কঙ্গট্যান্স বোনাসিওর কথা ঘুরছে মাথার ভেতর। সত্যিই এখন পর্যন্ত যত মেয়ে দেখেছে তাদের ভেতর কাউকেই এত সুন্দরী বলে মনে হয়নি ওর। তাছাড়া ওর সেই ভুবনমোহিনী মৃদু হাসি···।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, প্ল্যানশেটকে পাঠিয়েছিল বন্ধুদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল দারতায়াঁ। অ্যাথোস, পর্থোস, আরামিস—তিনজনের অন্তত একজনকে খুঁজে বের করতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, কেন প্ল্যানশেটকে পাঠিয়েছিল ওদের খুঁজতে। আরামিসের বাসার দিকে এগোল ও।

বেশ রাত হয়েছে। তবে অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। নদীর পাড় থেকে রাস্তায় উঠেই দারতায়াঁ খেয়াল করল, এক মহিলা হাঁটছে ওর আগে আগে। লম্বা কালো একটা আলখাল্লায় ঢাকা তার শরীর। মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে দু'পাশের দরজাগুলোর দিকে, যেন বুঝতে পারছে না, যে বাড়ি খুঁজছে সেটাই ওটা কিনা।

একটু এগিয়ে মহিলাকে সাহায্য করার কথা ভাবল দারতায়াঁ। হাঁটার গতি দ্রুত করতে যাবে ও, এমন সময় দেখল থেমে দাঁড়িয়েছে মহিলা, এবং, যে বাড়িতে আরামিস থাকে ঠিক সেটার সামনে। খুক করে একবার কাশল মেয়েটা।

নিশ্চয়ই কোন সংকেত, ভাবল দারতায়াঁ। একটু পেছনে সরে এসে অন্য একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়াল ও। দেখতে চায়, এরপর কি ঘটে! আরামিসের সাথেই কি দেখা করতে এসেছে মেয়েটা?

একতলার একটা জানালার কপাটে তিনবার টোকা দিল মহিলা। তৃতীয় টোকাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, সরে গেল ভেতরের পর্দা। মুহূর্তের জন্যে এক ঝলক আলো দেখা গেল জানালায়। তারপর আবার অন্ধকার। এক মুহূর্তের বিরতি। তারপর ভেতর থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ দুটো টোকার শব্দ। একটা টোকা বাজিয়ে জবাব দিল মেয়েটা। আবার সরে গেল পর্দা, কপাটটা ফাঁক হলো একটু।

বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ দারতায়াঁর দৃষ্টি। ও দেখল পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল মেয়েটা। রুমালের কোনায় সুতোর কাজ করা মুকুটের ছবিটা দেখাল ভেতরের কাউকে। ফিসফিস করে কিছু কথাবার্তা হলো। কান খাড়া করেও কিছু শুনতে পেল না দারতায়াঁ। পা টিপে টিপে একটু এগোল ও। অবাক হয়ে দেখল, ঘরের ভেতরের মানুষটাও একজন মহিলা। এর পরই বন্ধ হয়ে গেল জানালার কপাট। আলখাল্লাধারী মহিলা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। দারতায়াঁর মাত্র চার পা দূর দিয়ে চলে গেল সে। মুখের ওপর টেনে দিয়েছে আলখাল্লার মস্তকাবরণ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। রাত হলেও কন্সট্যান্স বোনাসিওকে চিনতে অসুবিধে হয়নি দারতায়াঁর।

## সাত

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও সামলে নিল দারতায়াঁ। আরামিসের বাড়িতে কি করছিল কন্সট্যান্স বোনাসিওর? দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে নাকি? ঈর্ষার দৈত্য গরগরিয়ে উঠল দায়তায়াঁর বুকের ভেতর। ঠিক করে ফেলল, অনুসরণ করবে ওকে, দেখবে, এরপর কোথায় যায়। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব রেখে হাঁটতে লাগল দারতায়াঁ। মেয়েটার পেছন পেছন।

অন্ধকার পথ। আশপাশের বাড়ির জানালা ভেদ করে আসা আলোয় সামান্য আলোকিত কোন কোন জায়গা। চারদিক নীরব, নির্জন। কিছুক্ষণের ভেতর টের পেয়ে গেল কন্সট্যান্স, অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। ছায়ামূর্তির মত একটা লোক ওর সমান গতিতে হেঁটে আসছে পেছন পেছন। আঁতকে উঠে দৌড়াতে শুরু করল সে।

দৌড় শুরু করল দারতায়াঁও। অল্পক্ষণেই ও ধরে ফেলল কন্সট্যান্সকে। কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল পরাজিত ভঙ্গিতে।

'ইচ্ছে হলে খুন করতে পারো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কন্সট্যান্স, 'তবু কিছু বলব না আমি।'

কোমর ধরে দাঁড় করাল ওকে দারতায়াঁ। মৃদু গলায় ডাকল নাম ধরে। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই উৎফুল্ল গলায় চিৎকার করে উঠল কন্সট্যান্স। 'ওহ্, তুমি—

মানে আপনি!'

'তুমি-তে অসুবিধা নেই, আপনির চেয়ে তুমিই অনেক সময় ভাল।'

'হু! আমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছ?'

'না। আমি এসেছিলাম আমার বন্ধু আরামিসের কাছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখি তুমি টোকা দিচ্ছ ওর জানালায়।'

'আরামিস! কে সে?'

'তোমার তো চেনার কথা,' বলল দারতায়াঁ। 'নইলে ওর জানালায় টোকা দিচ্ছিলে কেন?'

'চেনা তো দূরের কথা, আগে কখনও নামও শুনিনি ওর,' বলল কন্সট্যান্স। 'এই প্রথম আমি গিয়েছি ওই বাড়িতে।'

'আরামিসের সাথে দেখা করতে আসোনি তুমি?'

'অবশ্যই না। নিশ্চয়ই দেখেছ, এক মহিলার সাথে কথা বলেছি আমি।'

'কে মেয়েটা?'

'গোপন কথা, বলা যাবে না।'

'মাদমোয়াজেল বোনাসিও, চমৎকার মেয়ে তুমি—তবে সেই সাথে যে রহস্যময়ীও তা স্বীকার না করে উপায় নেই।'

'হয়তো,' মৃদু হেসে বলল কন্সট্যান্স। 'এবার দয়া করে প্রশ্ন থামাও, হাত ধরো আমার, যেখানে যেতে চাই নিয়ে চলো।'

'এখন আবার কোথায় যাবে?'

'সময় হলেই দেখবে। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে তুমি, নইলে এখুনি বিদায় নিতে হবে তোমাকে।'

'তারপর ফিরবে কি করে তুমি? একা একা?'

'হয়তো হ্যাঁ—হয়তো না।'

'যদি একা একা না ফেরো, যার সাথে ফিরবে সেকি মেয়েলোক না পুরুষ?' স্পষ্ট ঈর্ষার সুর দারতায়াঁর কথায়।

'এখনও জানি না।'

'বেশ জেনে নেব আমি। যতক্ষণ না তুমি বেরোবে ওই বাড়ি থেকে, রাস্তায় অপেক্ষা করব আমি।'

'সে ক্ষেত্রে বিদায়,' দারতায়াঁর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল কন্সট্যান্স। 'একজন ভদ্রলোকের সাহায্য চেয়েছিলাম আমি, গুপ্তচরের নয়!'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দারতায়াঁ। 'ঠিক আছে, যা বলবে সেই মতই চলব আমি।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না তাহলে? কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ দিচ্ছি। এবার আমার হাত ধরো, চলো।'

হাত এগিয়ে দিল দারতায়াঁ। নির্দ্বিধায় ওর হাত ধরল কন্সট্যান্স।

কিছুক্ষণের ভেতর একটা গলিতে এসে পড়ল ওরা। এখানেও আগের মত দ্বিধার সঙ্গে তাকাতে লাগল কন্সট্যান্স বাড়িগুলোর দিকে, যেন চিনতে পারছে না ঠিক বাড়িটা। অবশেষে, মনে হলো, চিনতে পারল ও। বাড়িটার সদর দরজার

সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দারতায়াঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজের হাত।

'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল কন্সট্যান্স। পরে উদ্বিগ্ন গলায় যোগ করল: 'আশা করি প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাওনি—'

'এক্ষুণি চলে যাব আমি,' বলল দারতায়াঁ। 'শুভরাত্রি, মাদমোয়াজেল।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। নেই কন্সট্যান্স বোনাসিও, সম্ভবত ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতর। হাঁটতে লাগল দারতায়াঁ। চিন্তা গিজ গিজ করছে মাথায়। ঠিক করল অ্যাথোসের কাছে যাবে।

এ গলি সে গলি পার হয়ে অ্যাথোসের বাসায় পৌঁছল দারতায়াঁ। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠেছে মাত্র, এমন সময় দেখল প্ল্যানশেট ঝড়ের বেগে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

'কি ব্যাপার, প্ল্যানশেট?' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ।

'কার্ডিন্যালের রক্ষীরা, স্যার, ধরে নিয়ে গেছে মঁসিয়ে অ্যাথোসকে।'

'অ্যাথোসকে গ্রেফতার করেছে! কেন?'

'আপনার ঘর থেকে ধরেছে ওঁকে। ভেবেছে বুঝি আপনাকেই ধরছে।'

'কি! নিজের পরিচয় দেয়নি ও?'

'না, হুজুর। উনি আমার কানে কানে বললেন, "এখন তোমার সাহেবেরই বাইরে থাকা দরকার, কারণ ও সব জানে, আর আমি ব্যাপারটার কিছুই জানি না। তিন দিন পর ওদের জানাব আসলে আমি কে, ততদিন দারতায়াঁকে গ্রেফতার করেছে ভেবে খুশি থাকুক ওরা"।'

'হুঁ, অ্যাথোস ছাড়া আর কে দেখাবে এমন মহত্ত্ব!' বিড়বিড় করে বলল দারতায়াঁ। 'আচ্ছা, পর্থোস আর আরামিসের খবর কি?'

'দুজনের বাড়িতেই গিয়েছিলাম, পাইনি একজনকেও।'

'দুজনেরই বাসায় খবর দিয়ে এসেছ তো, আমি খোঁজ করছি ওদের?'

'জ্বি, স্যার।'

'তাহলে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ওরা। আর দেরি কোরো না তুমি, বাসায় চলে যাও। ওরা এলে যা যা ঘটেছে সব জানাবে, আর বলবে, *ফার কোন* ক্যাবারেতে যেন অপেক্ষা করে আমার জন্যে। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে যাচ্ছি আমি এখন। ওঁকে সব জানিয়ে তারপর যাব ওখানে।'

ত্রেভিয়ের বাড়ি পৌঁছে জানতে পারল দারতায়াঁ, বাসায় নেই ক্যাপ্টেন; রাজপ্রাসাদে গেছেন। কিন্তু মঁসিয়ে বোনাসিওর সাহায্য চাইতে আসা থেকে শুরু করে কন্সট্যান্স বোনাসিওর রহস্যময় আচরণ পর্যন্ত সব কথা জানানো দরকার ওঁকে, এবং এখনই। সুতরাং অপেক্ষায় না থেকে তক্ষুণি প্রাসাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দারতায়াঁ।

বিশাল বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছেছে ও, এই সময় খেয়াল করল সামনে কালো আলখাল্লা পরা এক মহিলার সঙ্গে হেঁটে চলেছে মাস্কেটিয়ারের পোশাক পরা এক লোক। মহিলাকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না দারতায়াঁর—কন্সট্যান্স বোনাসিও। তবে লোকটাকে চিনতে পারল না ও। কিন্তু কয়েক পা

এগোতেই মনে হলো, এ লোক আরামিস না হয়েই যায় না। হাঁটার ভঙ্গি, শরীরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সব এক রকম। আবার সেই ঈর্ষা দখল করে নিল দারতায়াঁর হৃদয়। রক্ত উঠে এল মুখে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল দু'জনকে। পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। থেমে এক পা পিছিয়ে গেল মাস্কেটিয়ার।

'কি চাই?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল সে।

তার কথায় বিদেশী টান লক্ষ করে অবাক হলো দারতায়াঁ তবে আরামিস নয় লোকটা।

'আমি ভেবেছিলাম আরামিস,' কন্সট্যান্সের দিকে তাকিয়ে বলল দারতায়াঁ।

'দেখতেই পাচ্ছ তুমি ভুল ভেবেছিলে,' তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল কন্সট্যান্স। 'এবার পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমাদের।'

'আরামিস নন, কিন্তু কে আপনি? আপনার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত নড়ছি না আমি।' প্রচণ্ড ঝাঁঝ দারতায়াঁর গলায়। 'এই মহিলা আমার পরিচিত, এর সাথে কোথায় যাচ্ছেন?'

'এই তোমার প্রতিজ্ঞা!' ঘৃণা মেশানো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কন্সট্যান্স।

'আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি, মাদমোয়াজেল, তুমিই—।'

দারতায়াঁর কথা গ্রাহ্য না করে কন্সট্যান্সের দিকে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে অপরিচিত লোকটা। 'আমার হাত ধরো, মাদমোয়াজেল,' বলল সে, 'রাস্তার লোকের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই।'

অন্য হাত দিয়ে দারতায়াঁকে এক পাশে ঠেলে দিল লোকটা। কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দারতায়াঁ। এক পা পেছনে সরে গেল। পরমুহূর্তে দেখা গেল তলোয়ার ওর হাতে। প্রায় একই সঙ্গে তলোয়ার বের করে ফেলেছে আগন্তুকও। তাড়াতাড়ি দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল কন্সট্যান্স।

'মাই লর্ড, মাই লর্ড,' আকুল গলায় বলে উঠল ও। 'এখানে লড়াই করবেন না, সব ভেস্তে যাবে তাহলে!'

আচমকা একটা চিন্তা খেলে গেল দারতায়াঁর মাথায়।

'মাই লর্ড?' অবাক গলায় উচ্চারণ করল ও। 'আপনি—আপনি নিশ্চয়ই—?'

'হ্যাঁ, উনি বাকিংহামের ডিউক,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দিল কন্সট্যান্স। 'এবার কেটে পড়ো এখান থেকে। নইলে, যা শুরু করেছ, নির্ঘাত মারা পড়তে হবে আমাদের!'

## আট

'মাই লর্ড, মাদমোয়াজেল, শত বার মাফ চাইছি আমি,' বিনয়ের সাথে বলল দারতায়াঁ। 'আমি ভালবাসি ওকে, মাই লর্ড, সে কারণে হঠাৎ আপনার সাথে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন—জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমি

সাহায্য করতে চাই আপনাকে, কি করতে হবে বলুন?'

দারতায়াঁর মুখে 'ভালবাসি' লনে একটু উসখুস করে উঠল কন্সট্যান্স। আর বাকিংহাম মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন দারতায়াঁর দিকে। 'সাহসী লোক তুমি। তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করছি। বিশ পা পেছনে থেকে অনুসরণ করো আমাদের—যদি মনে হয় কেউ চিনে ফেলেছে আমাদের, সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে তাকে!'

খোলা তলোয়ারটা বগলের নিচে রেখে অনুসরণ করে চলল দারতায়াঁ। কিছুক্ষণের ভেতর প্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেল কন্সট্যান্স আর ডিউক। বড় ফটকের সঙ্গে লাগানো ছোট একটা দরজা দিয়ে পড়ল ভেতরে।

আর দাঁড়াল না দারতায়াঁ। ঘুরে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল *ফার কোন* ক্যাবারের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখল পর্থোস আর আরামিস অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। দু বন্ধুকে বলতে শুরু করল ও, সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব···।

ডিউককে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকল কন্সট্যান্স। কোন বাধার মুখোমুখি হতে হলো না। ওকে সবাই চেনে, আর ডিউক পরে আছেন মাস্কেটিয়ারের পোশাক, সবাই ভাবল, রাতের পাহারাদারদের কেউ হবে।

উঠান পেরিয়ে ডিউককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কন্সট্যান্স। চাকরদের ব্যবহারের একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকলেন ডিউক, পেছন পেছন কন্সট্যান্স। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার একটা কামরা। দরজা বন্ধ করে ডিউকের হাত ধরল কন্সট্যান্স। এখানে কোথায় কি আছে মুখস্থ ওর। সুতরাং কোথাও ধাক্কা না খেয়ে ডিউককে নিয়ে পৌঁছুল একটা সিঁড়ির কাছে। ওপরে উঠে ডান দিকে মোড় নিল। সামনে দীর্ঘ বারান্দা। শেষ মাথায় আর একটা সিঁড়ি। দু'তিনটে মাত্র ধাপ। ধাপ ক'টা নেমে একটা তালাবন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল কন্সট্যান্স। চাবি বের করে তালা খুলল। তারপর ডিউককে ঠেলে দিল ভেতরে। টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে।

'এখানে থাকুন, মাই লর্ড,' বলল ও। 'কেউ একজন আসবেন।'

বেরিয়ে গেল কন্সট্যান্স। যাওয়ার আগে তালা মেরে দিল দরজায়। বন্দী হলেন ডিউক। অবশ্য ভয় পেলেন না। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এ ধরনের কাজ জীবনে এই প্রথম করছেন না তিনি। একটু আগে মেয়েটার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, মিথ্যে খবর পেয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ছুটে এসেছেন তিনি। পুরো ব্যাপারটাই কার্ডিন্যালের ফাঁদ। প্যারিসে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাঁদে আটকে গেছেন ডিউক। জানেন না এ ফাঁদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবেন কিনা। এক্ষুণি প্যারিস তো বটেই, ফ্রান্স ছেড়ে পালানো উচিত তাঁর, কিন্তু ফ্রান্সের রাণীর জন্যে তাঁর ভালবাসা এত গভীর যে, অন্তত একবার তাঁকে না দেখে পালাতে রাজি হননি তিনি। রাণীও জানেন ডিউকের এই বিপদের কথা। কিন্তু যখন জেনেছেন তাঁর সাথে দেখা না করে কিছুতেই ফ্রান্স ছেড়ে যাবেন না বাকিংহাম, তখন কন্সট্যান্সকে পাঠিয়েছিলেন গোপনে তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্যে। এদিকে রানীর

জন্মশত্রু কার্ডিন্যাল, গুপ্তচর মারফত পেয়ে যান ওই পরিকল্পনার খবর। সঙ্গে সঙ্গে কন্সট্যান্সকে ধরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন তিনি, যাতে ডিউককে খবর দিতে না পারে সে। আটক অবস্থা থেকে কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে কন্সট্যান্স। ছুটে যায় চাচার বাসায়। আবার আটকা পড়ে সেখানে। পরে দারতাঁয়ার সাহায্যে মুক্তিলাভ করে ডিউককে নিয়ে এসেছে প্রাসাদে।

তালাবন্ধ ঘরটায় চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাকিংহাম। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা আয়নার সামনে। মাস্কেটিয়ারের পোশাকে দারুণ দেখাচ্ছে তাঁকে। এমনিতেই চমৎকার দেখতে তিনি। পুরো ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের সেরা সুপুরুষ হিসেবে গণ্য হতে পারেন অনায়াসেই। এখন মাস্কেটিয়ারের পোশাকে আরও সুপুরুষ লাগছে। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসলেন তিনি, এমন সময় খুলে গেল দরজা। এক মহিলা ঢুকলেন ঘরে। আয়নায় মহিলার প্রতিবিম্ব দেখে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল বাকিংহামের গলা দিয়ে। মহিলা আর কেউ নয়, রাণী স্বয়ং।

ঘুরে দাঁড়ালেন ডিউক। আগে প্রতিবার যেমন হয়েছে, এবারও রাণীর সৌন্দর্যের সামনে বিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি। ছাব্বিশ বছর বয়স এখন রাণীর! চোখগুলো পান্নার মত উজ্জ্বল সবুজ, ছোট্ট মুখটায় গোলাপী আভা, মখমলের মত কোমল আর মসৃণ ত্বক, ঘন বাদামী চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে নেমে এসেছে কাঁধের কাছে।

এগিয়ে এলেন রাণী। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বাকিংহাম। রাণীর হাত তুলে নিয়ে আলতো করে ছোঁয়ালেন ঠোঁটে।

'নিশ্চয়ই শুনেছ, আমি খবর দিইনি তোমাকে?' নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললেন রাণী।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ডিউক। 'তবে এ পর্যন্ত আসায় কোন ক্ষতি হয়নি আমার। তোমাকে দেখতে পেলাম—'

এবার একটু গলা চড়ালেন রাণী। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমার জীবন এবং আমার সম্মান দুটোরই ঝুঁকি নিয়েছ তুমি? আমি তো আসতাম না। আমার সাথে তোমার আর কখনও দেখা হওয়া উচিত নয়, এটুকু বলবার জন্যেই শুধু এলাম।'

'তিন বছরের ভেতর মাত্র চারবার দেখা হয়েছে আমাদের। অ্যামিয়েন-এর বাগানে সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে না তোমার?'

লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল রাণীর গালে। 'সে অনেকদিন আগের কথা। আমি তখনও রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হইনি। ওই সন্ধ্যার কথা আর কখনও তুমি উচ্চারণ করবে না।'

'কিন্তু আমি তো সেদিনের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না।' উঠে দাঁড়ালেন বাকিংহাম। 'সে-রাতে তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে।'

'হয়তো, হয়তো,' দ্বিধার সাথে, দুঃখ মেশানো স্বরে বললেন রাণী। 'কিন্তু সেটা অতীতের কথা। যে দিন গেছে তা কি আর কখনও ফিরে আসে? এখন আমি ফ্রান্সের রাণী—যাই হোক, এক্ষুণি এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।

নইলে সমূহ বিপদ—তোমার, আমারও। তুমি যাও। আমি মিনতি করছি, তুমি যাও!'

'হ্যাঁ, যাব আমি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু একটা দিতে হবে আমাকে—এমন কিছু যা একান্তই তোমার নিজের। এমন কিছু যা তুমি পরো—আঙটি হতে পারে, হার হতে পারে—যা আমি পরে থাকতে পারব। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে বসে ওটা দেখব আমি। তোমার কথা স্মরণ করব।'

'অমন কিছু যদি দিই, তুমি চলে যাবে ইংল্যাণ্ডে?'

'এক্ষুণি। শপথ করে বলছি!'

'একটু অপেক্ষা করো তাহলে, আমি আসছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রাণী। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এখন তাঁর হাতে রয়েছে গোলাপ কাঠের তৈরি সুন্দর কারুকাজ করা ছোট্ট একটা বাক্স। বাকিংহামের দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা।

'এটা নিয়ে যাও,' বললেন তিনি, 'আমার কথা মনে করে পোরো।'

আগ্রহের সঙ্গে বাক্সটা নিলেন বাকিংহাম। দ্বিতীয়বারের মত হাঁটু গেড়ে বসলেন রাণীর সামনে।

'তুমি কথা দিয়েছ, চলে যাবে!' উদ্বেগের সাথে বললেন রাণী।

'হ্যাঁ, কথা দিলে আমি কথা রাখি। তোমার হাতটা—তারপরই আমি চলে যাব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত এগিয়ে দিলেন রাণী, চোখ দুটো বন্ধ। সেই হাতে আলতো করে চুমু খেলেন বাকিংহাম, তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'আবার আমি আসব তোমার কাছে—সারা দুনিয়া যদি উল্টে ফেলতে হয় তবু,' বলে আর দাঁড়ালেন না ডিউক, বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

বারান্দায় যেতেই দেখা পেলেন কন্সট্যান্সের। প্রাসাদের বাইরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে।

ফ্রান্সের ভয়ঙ্করতম কারাগার বাস্তিল। এই বাস্তিলেরই মাটির নিচে এক অন্ধকার কুঠুরিতে আটকে রাখা হয়েছে মঁসিয়ে বোনাসিওকে। পুরো দুই রাত এক দিন পার হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন সকালে তার কানে গেল হুড়কো টানার আওয়াজ—বাইরে থেকে দরজা খুলছে কেউ। খড়ের তৈরি একটা বিছানায় শুয়ে ছিল বেচারা, কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। একজন রাজপুরুষ আর দুই রক্ষী ঢুকল কারাকক্ষে।

'এসো আমার সাথে,' শীতল গলায় আদেশ করল। রাজপুরুষ।

কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল বোনাসিওর। কোনরকমে উঠে হাঁটতে লাগল রাজপুরুষের পেছন পেছন। হাঁটু দুটো বাড়ি খাচ্ছে একটার সাথে অন্যটা।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। পাথরের একটা বারান্দা পার হলো, তারপর উঠান পেরিয়ে অন্য একটা বারান্দায়। সামনের বন্ধ দরজা খুলল এক রক্ষী, অন্যজন বোনাসিওকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল কামরার ভেতর। নিচু একটা ঘর। একটা টেবিল আর একটা চেয়ার ছাড়া অন্য কোন আসবাব

নেই। একজন পুলিস কর্মকর্তা বসে আছে চেয়ারটায়। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখছে কি যেন।

বন্দীকে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল রক্ষীরা। মুখ তুলে চাইল কর্মকর্তা। লম্বা মুখ লোকটার, খাড়া নাক আর কুতকুতে অথচ শেয়ালের মত তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

'মঁসিয়ে বোনাসিও,' কড়া গলায় শুরু করল সে, 'রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে।'

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল বোনাসিওর সারা শরীর।

'হুজুর,' কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল সে, 'এ-কথা সত্যি নয়।'

'সত্যি নয়?' ভুরু কুঁচকে উঠল কর্মকর্তার, গলার স্বর তীক্ষ্ণ। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো তো বলি, যা জানো ঠিক ঠিক বলে ফেলো। কার্ডিন্যালকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'আমি যা জানি সব বলব, হুজুর। আপনি আমার মা বাপ।' আর একটু হলেই কেঁদে ফেলবে বোনাসিও। 'দয়া করে জিজ্ঞেস করুন যা জানতে চান। ঈশ্বরের দোহাই সত্যি কথা বলব।'

'বেশ, তাহলে আগে বলো, তোমার ভাইঝি কোথায়?'

'আমি জানি না, হুজুর। কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে ওকে।'

'হ্যাঁ,—কিন্তু গতকাল পালিয়েছে সে।'

'হুজুর, ও যদি পালিয়ে থাকে, সেটা আমার দোষ নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি!'

'বেশ বুঝলাম। তাহলে বলো, মঁসিয়ে দারতায়াঁর কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'আমার ভাইঝিকে খুঁজে দেয়ার কথা বলতে। আমি ভেবেছিলাম, ওকে খুঁজে বের করার অধিকার আমার আছে। যদি ভুল ভেবে থাকি মাফ করে দিন।'

'তোমার ভাইঝিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, মঁসিয়ে বোনাসিও। পরে পালায় ও। তখন আবার ওকে গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠানো হয়। কিন্তু যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের সাথে যুদ্ধ করে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দারতায়াঁ এবং লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। সৌভাগ্যক্রমে, তার পরপরই দারতায়াঁকে গ্রেফতার করেছি আমরা। এক্ষুণি ওকে দেখার একটা সুযোগ পাবে তুমি।' ঘাড় ফিরিয়ে রক্ষীদের দিকে তাকাল কর্মকর্তা। 'মঁসিয়ে দারতায়াঁকে নিয়ে এসো।'

এক কি দু'মিনিট পর অ্যাথোসকে নিয়ে ফিরে এল রক্ষীরা। তাকে দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল বোনাসিওর।

'এ কে?' বিস্ময়ে ফেটে পড়ল সে। 'এ-তো দারতায়াঁ নয়।'

একবার এর মুখে একবার ওর মুখে তাকাতে লাগল কর্মকর্তা। 'দারতায়াঁ নয়! তাহলে এ কে?'

'আমি কি করে বলব? যে সময় আমাকে গ্রেফতার করা হয় তার একটু আগে মঁসিয়ে দারতায়াঁর ঘরে প্রথম দেখি ওকে। কিন্তু ওর নাম ধরে ডাকতে শুনিনি কাউকে।'

অ্যাথোসের দিকে স্থির হলো এবার কর্মকর্তার দৃষ্টি।

'নাম কি তোমার?'

'অ্যাথোস।'

'তাহলে কেন বলেছিলে দারতায়াঁ?'

'উঁহুঁ, আমি কখনও বলিনি, আমার নাম দারতায়াঁ। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি মঁসিয়ে দারতায়াঁ?" জবাবে আমি বলি, "তাই মনে হয় তোমার?" আর কিছু বলার সুযোগই পাইনি। ব্যস, রক্ষীরা সব চিৎকার করে উঠল, তারা একেবারে নিশ্চিত, আমিই দারতায়াঁ। ওদের সাথে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয়নি আমার।'

'এর চেয়ে অনেক কম বয়েস দারতায়াঁর,' উত্তেজিত ভাবে বলল বোনাসিও। 'আমি ওর বাড়িওয়ালা, আমি জানি না?'

'হুঁ, তা ঠিক,' বিড়বিড় করে বলল পুলিস কর্মকর্তা, পুরো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগছে তার কাছে।

এমন সময় এক দূত এসে একটা চিঠি দিল কর্মকর্তার হাতে। চিঠি পড়ে মুখ তুলে তাকাল কর্মকর্তা, হতভম্ব দৃষ্টি চোখে। এখন আরও গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। ধীরে ধীরে ক্রূর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

'তোমার ভাইঝি তোমাকে ভয়ানক বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, মঁসিয়ে বোনাসিও,' অবশেষে বলল সে।

'যদি তেমন খারাপ কিছু ও করে থাকে,' হাত কচলাতে কচলাতে কাঁপা গলায় বলল বোনাসিও, 'ওকে আর কখনও ঘরে জায়গা দেব না আমি। ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে যেদিন ওর বাপ-মা মারা যায় সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, ভোগাবে মেয়েটা।'

এমন নির্বোধের মত কথা বলতে শুনে তীব্র বিরক্তিতে নাক কুঁচকে উঠল অ্যাথোসের।

'আমাকে আর যদি দরকার না হয়,' বলল সে, 'পাঠিয়ে দাও অন্য কোথাও। তোমার এই বোনাসিও লোকটা ভীষণ বিরক্তিকর। নিছক বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম দারতায়াঁর বাসায়, আর গ্রেফতার করা হলো আমাকে; আমি দাবি জানাচ্ছি, এক্ষুণি ছেড়ে দেয়া হোক আমাকে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আমাকে যেদিন ধরা হয়েছে, সেদিন সন্ধ্যায় মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের বাসায় দাওয়াত ছিল আমার। অন্তত বিশজন গণ্যমান্য লোক সেখানে দেখেছিলেন আমাকে—তাঁদের ভেতর মঁসিয়ে লে দুক দ্য লা ত্রেমুলেও ছিলেন। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়েকে।'

এত বড় বড় লোকের নাম শুনে ঢোক গিলল কর্মকর্তা, দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল চোখে।

'আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, মঁসিয়ে,' অবশেষে বলল সে। 'আপনাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে।' সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাথোস। এবার রক্ষীদের দিকে ফিরল কর্মকর্তা। 'মঁসিয়ে বোনাসিওকে তার কুঠুরিতে নিয়ে যাও। ওর সাথে আরও কথাবার্তার দরকার আছে।'

আবার সেই মাটির নিচে অন্ধ কুঠুরিতে নিয়ে আসা হলো বোনাসিওকে।

দিনের বাকিটা সময় কেঁদে আর বিলাপ করে কাটাল সে। রাত প্রায় ন'টার দিকে কয়েকজন রক্ষী ঢুকল কুঠুরিতে। তাদের পেছনে একজন রাজপুরুষ।

'এসো আমার সাথে,' আদেশ করল রাজপুরুষ।

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল বোনাসিও। এখনও ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে সে।

উঠানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, সামনে পিছনে দু'জন করে ঘোড়সওয়ার রক্ষী। গাড়িটায় তোলা হলো তাকে। পাশে বসল রাজপুরুষ। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো দরজায়। চলতে শুরু করল গাড়ি।

ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভেবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বোনাসিও। বাস্তিল থেকে বেরিয়ে প্যারিসের এ-রাস্তা সে-রাস্তা হয়ে রু দ্যে বঁজেফ্যাৎ-এর এক বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল গাড়ি।

দু'জন রক্ষী টানা-হ্যাঁচড়া করে বের করল বোনাসিওকে। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে, কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি—যতটা জীবিত তার চেয়ে বেশি মৃত মনে হচ্ছে তাকে। বই আর মানচিত্র ভর্তি আলমারিতে ঠাসা একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ফায়ার প্লেসে কাঠ পুড়ছে। সামনে দাঁড়িয়ে মাঝারি উচ্চতার এক ভদ্রলোক। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর চোখে, সরু-লম্বাটে মুখ—ধূসর রঙের গোঁফ দাড়ি। হাতে এক বোঝা কাগজ। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ বোনাসিওকে দেখলেন তিনি। তারপর মগ্ন হয়ে গেলেন হাতের কাগজগুলোয়। আবার যখন মুখ তুলে তাকালেন, বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেছে ততক্ষণে।

'কে ও? বোনাসিও?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জ্বি, হুজুর,' জবাব দিল রাজপুরুষ।

'তোমরা এবার যাও। বাইরে অপেক্ষা করো।'

রক্ষীদের নিয়ে চলে গেল রাজপুরুষ।

'রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে,' ধীরে ধীরে বললেন ধূসর চুলঅলা ভদ্রলোক। 'তোমার ভাইঝি আর বাকিংহামের ডিউকের সাথে মিলে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ তুমি।'

'হুজুর, আমি কসম খেয়ে বলছি, এর কিছুই আমি জানি না,' কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল বোনাসিও। 'ডিউকের কথা বলতে শুনেছি আমার ভাইঝিকে, কিন্তু—।'

'কি বলতে শুনেছ?'

'ও বলছিল, কার্ডিন্যাল রিশেলিও নাকি মিথ্যে খবর দিয়ে বাকিংহামের ডিউককে ফ্রান্সে ডেকে এনেছেন। ডিউক আর রাণী দু'জনকেই নাকি এখন ঘায়েল করতে পারবে কার্ডিন্যাল।'

'একথা বলেছে ও!?' আশ্চর্য দেখাল ভদ্রলোকের চেহারা, তারপর ধীরে ধীরে রাগ ফুটে উঠল সেখানে।

'জ্বি-জ্বি,' তোতলাতে তোতলাতে কোন রকমে বলল বোনাসিও। 'অবশ্য আমি ওকে বলেছি, যেখানে যা-ই শুনে থাকুক না কেন, ও ভুল শুনেছে। আর তাছাড়া মহান কার্ডিন্যাল- ।'

'চুপ—গর্দভ কোথাকার! তুমি জানো, কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তোমার ভাইঝিকে?'

'না, হুজুর—তবে একজনকে আমার সন্দেহ হয়।'

'তোমার ভাইঝি যে পালিয়েছে তা তুমি জানো?'

'জ্বি, হুজুর—কারাগারে আসার পর শুনেছি।'

'এবার তোমার ভাইঝি সম্পর্কে দু' চার কথা বলো দেখি। ওকে যখন রাজপ্রাসাদ থেকে আনতে যেতে, তখন কি সোজা বাড়ি চলে আসতে তোমরা?'

'খুবই কম, হুজুর। প্রতিদিনই দেখতাম, বাইরে কিছু না কিছু কাজ রয়েছে ওর—বিশেষ করে রাণীর পোশাকের জন্যে কাপড় সরবরাহ করে যারা তাদের সঙ্গে। দু'জনের—'

'কোথায় থাকে তারা?'

'একজন ২৫, রু দ্য ভগিরার্দ-এ, অন্যজন ৭৫, রু দ্য লা হার্প-এ।'

'এই বাড়িগুলোর ভেতরে কখনও গেছ?'

'না, হুজুর—আমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, তোমার ভাইঝি একা ভেতরে যেত।'

'হুঁ। ও যে একা ভেতরে যেত, কারণ হিসেবে কি বলত?'

'কিছুই না। ও আমাকে দাঁড়াতে বলত, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেন যাচ্ছে, কি করছে ও নিয়ে ভাবিনি কখনও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ধূসর দাড়িঅলা ভদ্রলোক। একটা রূপার ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজালেন। ঘরে ঢুকল সেই রাজপুরুষ।

'কাউন্ট দ্য রশেফোর্তকে ডাকো এক্ষুণি,' বললেন তিনি।

'জ্বি মহানুভব,' কুর্নিশ করে বলল কর্মকর্তা।

'মহানুভব!' ভাবল বোনাসিও, কেমন যেন শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে তার বুকের ভেতরটা। 'নিশ্চয়ই এ লোক কার্ডিন্যাল নিজে। বেফাঁস কিছু বলে বসিনি তো? যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছি তো?'

কয়েক সেকেণ্ড পরে লম্বা কালো চুলঅলা এক লোক ঢুকল ঘরে।

'এই তো!' উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল বোনাসিও। 'এই লোকই, হুজুর!'

'কে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন কার্ডিন্যাল।

'আমার ভাইঝিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল!'

দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজালেন কার্ডিন্যাল। আবার ঘরে এল রাজপুরুষ।

'নিয়ে যাও ওকে,' বোনাসিওর দিকে ইশারা করে বললেন রিশেলিও। 'যতক্ষণ না ডাকি ততক্ষণ বসিয়ে রাখো রক্ষীদের কাছে।'

'না, হুজুর—মহানুভব, না!' কাতর গলায় চিৎকার করল বোনাসিও। 'ভুল হয়ে গেছে আমার। ইনি অন্য লোক—ওই লোকের সাথে কোন মিলই নেই এর চেহারার।'

'নিয়ে যাও গর্দভটাকে!' সংক্ষিপ্ত নির্দেশ কার্ডিন্যালের।

বোনাসিওকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রাজপুরুষ। লম্বা কালো চুলঅলা লোকটা সাগ্রহে এগিয়ে এল কার্ডিন্যালের দিকে।

'দেখা করেছে ওরা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।
'কারা?'
'রাণী আর ডিউক।'
'কোথায়?'
'প্রাসাদে।'
'ঠিক জানো তুমি?'
'একদম ঠিক, মহামান্য কার্ডিন্যাল।'
'কে দিল খবরটা?'
'আমাদের বন্ধু, মাদাম দ্য ল্যানয়।'
'আগে কেন দেয়নি খবরটা?'
'ইচ্ছে করে, নাকি ঘটনাক্রমে জানি না, সারাক্ষণ ওকে ব্যস্ত রেখেছিল রাণী।'
'হুঁ, এ-যাত্রা আমরা হেরে গেলাম মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক কি কি ঘটেছিল বলো দেখি!'
'মাদাম দ্য ল্যানয় বলছে, সাড়ে বারোটার দিকে রাণী যখন শোয়ার ঘরে তখন কেউ একজন তার দর্জির কাছ থেকে একটা রুমাল নিয়ে আসে। ওটা দেখেই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায় রাণীর চেহারা; এবং বলে ওঠে, "একটু অপেক্ষা করুন, ভদ্রমহিলারা। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি।" কথা বলার সময় কাঁপছিল তার গলা, বেশ উত্তেজিতও দেখাচ্ছিল। যা হোক, দশ মিনিটেরও বেশ পরে ফিরে এল রাণী, সোজা সাজসজ্জার ঘরে ঢুকল। ছোট্ট একটা বক্স নিয়ে চলে গেল আবার। পরের বার যখন ফিরে আসে, বাক্সটা ছিল না তার হাতে।'
'বাক্সে কি ছিল তা জানে মাদাম ল্যানয়?' জিজ্ঞেস করলেন রিশেলিও।
'হ্যাঁ, রাণীর জন্মদিনে রাজা যে উপহার দিয়েছিলেন—হীরের সেই স্টাডগুলো (এক ধরনের অলঙ্কার)।'
'রাণী ওটা দিয়েছে বাকিংহামকে?'
'মাদাম দ্য ল্যানয় একশো ভাগ নিশ্চিত এ ব্যাপারে।'
'কোথায় লুকিয়ে আছে বাকিংহাম, জানো?'
'না—অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বের করতে পারেনি আমার লোকেরা।'
'আমি বোধহয় জানি—অন্তত আন্দাজ করতে পারছি। দশজন রক্ষী নিয়ে রওনা হয়ে যাও এক্ষুণি—২৫, রু দ্য ভগিরার্দ এবং ৭৫, রু দ্য লা হার্প—বাড়ি দুটোয় তল্লাশি চালিয়ে দেখো।'
'পেলে কি গ্রেফতার করব ডিউককে?'
'পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, এতক্ষণে কেটে পড়েছে নিশ্চয়ই। তবু নিশ্চিত হতে হবে আমাদের। হ্যাঁ, পেলে অবশ্যই গ্রেফতার করবে।'
দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রশেফোর্ত।
তৃতীয়বারের মত ঘণ্টা বাজালেন কার্ডিন্যাল। সেই রাজপুরুষই ঘরে ঢুকল।
'বন্দীকে নিয়ে এসো,' আদেশ করলেন কার্ডিন্যাল।
বোনাসিওকে নিয়ে আসা হলো আবার।

'মিথ্যে কথা বলছো তুমি,' কঠোর গলায় বললেন কার্ডিন্যাল।

'না—না, হুজুর,' আহত গলায় বলল বোনাসিও।

'কাপড় সরবরাহকারীদের সাথে দেখা করতে যেত না তোমার ভাইঝি। ও যেত বাকিংহামের ডিউকের সাথে দেখা করতে।'

'হুজুর হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি একবারও। দু'একবার সন্দেহ হয়েছে, ওকে বলেছিও সে কথা যে, রাণীর কাপড় সরবরাহ করে যারা তাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই নামফলক থাকবে। কিন্তু কখনোই আমাকে পাত্তা দেয়নি ও। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমার কথা। আপনি সবই জানেন, হুজুর, আর জানেন বলেই তো আপনি মহানুভব—মহামান্য কার্ডিন্যাল!'

অদ্ভুত একটা হাসি ক্ষণিকের জন্যে খেলা করে গেল কার্ডিন্যালের ঠোঁটে। বোনাসিওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, বন্ধু। আসলে খুবই গুণী লোক তুমি।'

'আপনি আমার হাত ধরলেন, হুজুর!' চিৎকার করে উঠল বোনাসিও। 'আপনার মত মহান একজন লোক—আমাকে বন্ধু বলে ডাকলেন?'

'হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ,' বললেন কার্ডিন্যাল, 'মিছেমিছি সন্দেহ করা হয়েছিল তোমাকে, খুবই অন্যায় করা হয়েছে তোমার ওপর।' সোনার মুদ্রা ভর্তি একটা থলে এগিয়ে দিলেন তিনি বোনাসিওর দিকে। 'এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করো। তোমার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ। আর হ্যাঁ, তোমার সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্যে ক্ষমা চাইছি আমি।'

'জ্বি, হুজুর!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে বোনাসিওর মুখ। 'নিশ্চয়ই আপনি রসিকতা করছেন আমার সাথে!'

'আহ্, বোনাসিও, তোমাকে আর অত বিনয় দেখাতে হবে না! এসো, ধরো থলেটা, আমার সম্পর্কে যে খারাপ ধারণা হয়েছে তোমার, আশা করি তা মুছে ফেলতে পারবে মন থেকে।'

'হুজুর, আপনার হাত স্পর্শ করতে পেরেই আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করছি। তার ওপর উপহার! এত আনন্দ, এত সম্মান আমি রাখব কোথায়?'

'আচ্ছা, এখন তাহলে এসো—আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের।'

প্রায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করল বোনাসিও। পেছনে হেঁটে পৌঁছুল দরজা পর্যন্ত। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'মহামান্য কার্ডিন্যাল দীর্ঘজীবী হোন!' এর পর ঘুরে বেরিয়ে গেল সে কামরা থেকে।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে শুনলেন কার্ডিন্যাল। তারপর মনোযোগ দিলেন টেবিলের ওপর রাখা কাগজের স্তূপটার দিকে।

'প্রায় ঘণ্টা খানেক কাউন্ট দ্য রশেফোর্ত ঢুকল ঘরে।

'কি খবর?' উৎসুক কার্ডিন্যালের গলা।

'দেরি হয়ে গেছে,' জবাব দিল রশেফোর্ত। 'ভেগেছে ডিউক।'

'ঠিক আছে, প্যারিসে না পাওয়া যাক, লণ্ডনে পাওয়া যাবে ওকে। রাণী এখনও টের পায়নি, তার গোপন কথা জেনে ফেলেছি আমরা। সুতরাং, ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি এক্ষুণি ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে ফেললেন তিনি:

'মিলাডি,—বাকিংহামের ডিউক পরবর্তী প্রথম যে বলনাচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে, তুমিও হাজির হবে সেখানে। বারোটা হীরে লাগানো একটা স্টাড পরবে সে তার ডাবলেটে। যতটা সম্ভব কাছে যাবে ওর, এবং দুটো হীরে কেটে নেবে। কাজটা শেষ হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর দেবে আমাকে।'

## নয়

ন'দিন পর লণ্ডনের ছাপওয়ালা একটা চিঠি পেলেন কার্ডিন্যাল। ছোট্ট চিঠি। এই কথাগুলো লেখা তাতে: 'হাতে পেয়েছি জিনিসগুলো—কিন্তু টাকার অভাবে লণ্ডন ছাড়তে পারছি না। পাঁচ শো স্বর্ণমুদ্রা পাঠান। ওগুলো পাওয়ার চার-পাঁচদিনের ভেতর আমি প্যারিসে পৌঁছে যাব।—মিলাডি।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কার্ডিন্যালের ঠোঁটে। মনে মনে বললেন, 'এবার বুঝবে, রাণী, রিশেলিওকে শত্রু করে তোলার মজা!'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। রাজার কাছে গেলেন। রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে টুকটাক আলাপ করলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'মহানুভব, আমি জানি আমাকে শত্রু মনে করেন রাণী। কারণটা দুর্বোধ্য আমার কাছে—যদিও, আপনি জানেন, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি তাঁর মন জুগিয়ে চলতে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার বিপক্ষে গিয়ে হলেও। কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের ভেতরে যেন একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছে, ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে।' একটু থামলেন কার্ডিন্যাল, রাজার প্রতিক্রিয়া দেখলেন। তারপর আবার বললেন, 'আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, মহানুভব, আমি মনে করি, এই অবস্থা আর বেশিদিন চলতে দেয়া উচিত নয়, এই সামান্য দূরত্বই হয়তো বিরাট ফাটল হিসেবে দেখা দেবে একদিন। রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না ব্যাপারটা। আমার ধারণা, কিছু একটা করা উচিত আমাদের।'

বিস্মিত চোখে রাজা তাকালেন কার্ডিন্যালের দিকে। 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'রাণীর সম্মানে একটা বলনাচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। কতখানি খুশি হবেন উনি ভাবতে পারেন? নাচ ওঁর কতটা প্রিয় তা তো আপনি জানেন।'

'বলনাচ অনুষ্ঠান?' বিরক্তকণ্ঠে বললেন রাজা লুই। 'কিন্তু আপনি তো জানেন, ওসব নাচানাচি একদম পছন্দ নয় আমার।'

'মহানুভব, আমার মনে হয় সে জন্যেই আরও বেশি খুশি হবেন রাণী। উনি বুঝবেন আপনি পছন্দ করেন না এমন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন শুধু তাঁরই কথা ভেবে। ওঁর জন্মদিনে যে হীরের স্টাডগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো পরার সুযোগ পাবেন উনি।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি,' চিন্তিত গলায় বললেন রাজা। 'কোন তারিখ ঠিক

করেছেন নাকি অনুষ্ঠানের জন্যে?'

মনে মনে দ্রুত একটা হিসেব করে নিলেন কার্ডিন্যাল।

'আজ সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখ,' বললেন তিনি। 'শহরের গণ্যমান্য লোকেরা বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করছেন অক্টোবরের তিন-এ। আমার মনে হয় ওই দিনটাই সবেচেয়ে উপযুক্ত হবে। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় রাণীকে বলবেন, ওই হীরের স্টাডগুলো পরলে তাঁকে কেমন লাগে তা দেখতে চান আপনি। আর সেজন্যেই আয়োজন করছেন ওই অনুষ্ঠানের।'

দ্বিতীয় বারের মত হীরের স্টাডগুলোর কথা উচ্চারণ করলেন কার্ডিন্যাল। রাজা খেয়াল করলেন ব্যাপারটা। আরও একটু চিন্তিত হলেন তিনি—ওগুলো পরার জন্যে এত পীড়াপীড়ি করছে কেন রিশেলিও?

'বেশ,' বললেন লুই, 'এক্ষুণি রাণীর সাথে দেখা করছি আমি...'

নিজের ঘরে একা বসে ছিলেন রাণী। রাজা তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন তাঁকে। শেষে বললেন:

'তোমার জন্মদিনে যে হীরের স্টাডগুলো দিয়েছিলাম, আমি চাই ওই দিন সন্ধ্যায় সেগুলো পরবে তুমি।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রাণীর মুখ। আতঙ্কিত চোখে তাকালেন স্বামীর দিকে। রাণীর ভাবান্তর দৃষ্টি এড়াল না লুইয়ের। অবাক হলেন একটু।

'শুনেছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, শুনেছি,' আমতা আমতা করে বললেন রাণী।

'স্টাডগুলো পরছ অনুষ্ঠানের দিন?'

'হ্যাঁ।'

আরও একটু বাড়ল রাণীর মুখের ফ্যাকাসে ভাব।

'তা হলে ওই কথাই থাকল,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন রাজা।

'কবে হবে অনুষ্ঠানটা?' জিজ্ঞেস করলেন রাণী।

'খুব শিগগিরই কোন একদিন। আমি জিজ্ঞেস করব কার্ডিন্যালকে।'

'তা হলে তুমি নও, কার্ডিন্যালই চাইছে হীরের স্টাডগুলো পরে আমি অনুষ্ঠানে হাজির হই?'

'অ্যাঁ—হ্যাঁ, কার্ডিন্যালই চাইছে।'

শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিতে হাঁটু দুটো ভাঁজ করে একটু নত হলেন রাণী—যতটা না শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে তার চেয়ে বেশি হাঁটুদুটো কাঁপছে বলে। বেরিয়ে গেলেন রাজা। মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে পড়লেন রাণী। দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়লেন কান্নায়। বাকিংহাম লণ্ডনে ফিরে গেছেন, এদিকে এমন বিশ্বাসী কোন লোক নেই তাঁর, যাকে পাঠাতে পারেন স্টাডগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যে। এখন কি করবেন তিনি?

অনেকক্ষণ পর করুণায় বিগলিত মিষ্টি একটা গলা লনতে পেলেন রাণী, 'আপনার কোন কাজে আসতে পারি আমি?'

চমকে ঘাড় ফেরালেন রাণী। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কন্সট্যান্স বোনাসিও। রাজা যখন ঢোকেন তখন এই কামরার সঙ্গে লাগানো ছোট্ট একটা

ঘরে ছিল ও। রাণীর পোশাক গুছিয়ে রাখছিল। রাণীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কথা বলতে শুরু করেছিলেন রাজা, তাই বেরিয়ে আসতে পারেনি ও, রাজার কথা শুনতে পেয়েছে সবই।

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' বলল ও। 'আমি—আমার মনে হয়, এই বিপদে আপনাকে সাহায্য করার একটা পথ আমি করতে পারব।'

'আমার চোখের দিকে তাকাও,' বললেন রাণী। 'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'হ্যাঁ, মহারাণী।' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কঙ্গট্যাঙ্গ। 'আপনার সেবা করতে গিয়ে যদি মরতে হয় তাতেও আমি রাজি, হীরের স্টাডগুলো আমাদের ফেরত পেতেই হবে। বাকিংহামের ডিউককে ওগুলো দিয়েছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে কাউকে পাঠাতে হবে ডিউকের কাছে। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, পাঠানোর মত লোক খুঁজে বের করতে পারব আমি। স্টাডগুলো ফেরত চেয়ে মাত্র দু'কথা হলেও লিখে দিন, ডিউকের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

'আমার শত্রুদের হাতে যেন পড়ে সেজন্যে?'

'বিশ্বাস করুন আমাকে, মহারাণী, ওদের হাতে পড়বে না। আপনার চিরকুটটা আমার কাকার কাছে দেব। কেউ সন্দেহ করবে না ওঁকে। সত্যি কথা বলতে কি, উনি নিজেও জানবেন না যে, আপনার চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন।'

কঙ্গট্যাঙ্গের হাত ধরলেন রাণী। ওর মুখের দিকে তাকালেন, যেন পড়তে চেষ্টা করছেন ওর হৃদয়ের কথা।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বললেন তিনি, 'তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'তাহলে লিখে দিন চিঠিটা, সময় বয়ে যাচ্ছে।'

ঘরের এক কোণে রাখা ছোট একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন রাণী। কাগজ, কলম, কালি রয়েছে সেখানে। সত্যি সত্যিই মাত্র দুটো কথা লিখলেন রাণী। তারপর চিঠিটা সিলমোহর করে দিলেন কঙ্গট্যাঙ্গের হাতে।

'নিশ্চয়ই টাকাও লাগবে তোমার,' বললেন তিনি। আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে দিলেন ওর হাতে। 'এটা নাও। দামী জিনিস। বিক্রি করে যা পাবে তা দিয়ে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও তোমার কাকাকে।'

'এক ঘণ্টার ভেতর আপনার আদেশ পালিত হবে, মহারাণী।'

রাণীর হাতে চুমো খেলো কঙ্গট্যাঙ্গ। চিঠিটা লুকিয়ে রাখল তার বুকের কাছে পোশাকের নিচে। তারপর ডানায় ভর করে ওড়া পাখির মত হালকা পায়ে বেরিয়ে এল রাণীর ঘর ছেড়ে।

দশ মিনিটের ভেতর কাকার বাসায় পৌঁছে গেল ও। আট দিন পরে দেখা দু'জনের।

'এই যে এসেছেন মহারাণী!' ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল বোনাসিও। 'জানিস, দু'দিন দু'রাত বাস্তিলের এক অন্ধ কুঠুরিতে আটক ছিলাম আমি?'

'মাত্র দু'দিন দু'রাত,' নির্বিকার গলায় বলল কঙ্গট্যাঙ্গ। 'ওটুকু সময় তো

দেখতে দেখতেই চলে যায়। কাকা, আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে—ভেবো না এমনি এমনি, ভাল পারিশ্রমিক দেয়া হবে।'

জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চাটল বোনাসিও। 'কত?'

'ঠিক ঠিক বলতে পারব না, তবে হাজার খানেক স্বর্ণমুদ্রা তো হবেই। এখন শোনো, কাকা, কি করতে হবে: এক্ষুণি প্যারিস ছেড়ে যেতে হবে তোমাকে। আমি একটা চিঠি দেব, কোন পরিস্থিতিতেই যেন ওটা তোমার কাছ ছাড়া না হয়, আর খেয়াল রাখবে, যার কথা বলে দেব কেবল তার হাতেই দেবে ওটা—অন্য কাউকে নয়।'

'কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'লণ্ডনে।'

'লণ্ডনে! ফাজলামোর আর জায়গা পাওনি? ওখানে কোন কাজ নেই আমার।'

'কিন্তু অন্যেরা চাইছে তুমি ওখানে যাও। মহামান্য—ফ্রান্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ তোমাকে পাঠাচ্ছেন।'

'আহ!' চিৎকার করল বোনাসিও। 'আরও ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিস দেখছি! ভেবেছিস আমি কিছু জানি না? আমি সব জানি, বুঝলি, সব জানি—কার্ডিন্যাল নিজে আমাকে বলেছেন।'

'কার্ডিন্যাল! তুমি কার্ডিন্যালের সাথে দেখা করেছ না-কি?'

'আমি দেখা করিনি, উনিই লোক পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে।' গর্বে দশ হাত ফুলে উঠতে চাইছে বোনাসিওর বুক। 'শুধু তা-ই নয়, উনি আমাকে বন্ধু বলে ডেকেছেন। কি বলছি, শুনছিস? মহান কার্ডিন্যালের বন্ধু আমি। বন্ধুর জন্যে সম্ভব সব কিছু করব আমি।'

'কার্ডিন্যালের হয়ে কাজ করবে তুমি!?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কঙ্গট্যাঙ্গ। রীতিমত আতঙ্কিত বোধ করছে ও।

'নিশ্চয়ই—আর সেজন্যে ভাল পারিশ্রমিকও পাব।' ছোট্ট পেটমোটা একটা থলেতে চাপড় মারল বোনাসিও। ঝন্‌ঝন শব্দ হতে কঙ্গট্যাঙ্গ বুঝল, টাকা আছে ওর ভেতর। 'এটা কি জানিস? কার্ডিন্যাল উপহার দিয়েছেন আমাকে।'

'এত নিচে নেমে গেছ তুমি, কাকা?' ফুঁসে উঠল কঙ্গট্যাঙ্গ। 'রাণীর বিরুদ্ধে যাবে তুমি? বেশ, আমি যা বলছি, তা যদি তুমি না করো, রাণীর আদেশে গ্রেফতার করাব তোমাকে। যে বাস্তিলকে অত ভয় পেয়েছিলে, সেই বাস্তিলেই গিয়ে ঢুকবে আবার।'

ধূর্ত একটা চাউনি খেলা করে বেড়াতে লাগল বোনাসিওর চোখে। মনে মনে ওজন করছে সে, কার রাগটা বেশি ভয়ের কারণ হবে—কার্ডিন্যালের না রাণীর? অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল সে, কার্ডিন্যালের রাগটাই ভীতিজনক বেশি।

'পারিস তো করা না,' বলল সে, 'সঙ্গে সঙ্গে আমি আবেদন জানাব আমার বন্ধু, মহান কার্ডিন্যালের কাছে। তোর রাণীর যে কি ক্ষমতা তা ভালই জানা আছে আমার।'

এবার ভয় পেল কঙ্গট্যাঙ্গ। অনেক বেশি বলে ফেলেছে সে। এক্ষুণি সতর্ক না হলে মুশকিল হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল একবার।

'হ্যাঁ, বোধহয় ঠিকই বলছ তুমি, কাকা,' বলল ও। 'রাণীর বন্ধু হয়ে থাকার চেয়ে কার্ডিন্যালের বন্ধু হয়ে থাকা অনেক লাভজনক। যাক গে, যা বলেছি তা নিয়ে আমাদের ভেতর আর আলাপ না হওয়াই ভাল।'

'লণ্ডনে গিয়ে কি করতে হবে সেটা অন্তত বলতে পারিস আমাকে,' খবরটা জানতে পারলে কার্ডিন্যালকে জানিয়ে কিছু পুরস্কার হয়তো পাওয়া যাবে, এই আশায় বলল বোনাসিও।

'না, বিশেষ কিছু না,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল কঙ্গট্যাঙ্গ। 'মেয়েলি শখের ব্যাপার আর কি। রাণীর শখ হয়েছে বিশেষ একটা জিনিস আনাবেন লণ্ডন থেকে; আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, আমি আনিয়ে দিতে পারব।'

ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এরকম বোঝানোর জন্য কঙ্গট্যাঙ্গ যত বেশি চেষ্টা করতে লাগল, ততই বোনাসিওর মনে হতে লাগল, আসলেই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত ভাইঝির কাছ থেকে আর কোন কথা বের করতে না পেরে সে ঠিক করল, এক্ষুণি যাবে কার্ডিন্যালের কাছে এবং জানাবে, লণ্ডনে পাঠানোর জন্যে একজন লোক খুঁজছে রাণী।

'আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে রে, কঙ্গট্যাঙ্গ,' হঠাৎ বলে উঠল সে। 'আমার ধারণা ছিল না সন্ধ্যায় তুই এসে হাজির হবি। বুঝিস তো, ব্যবসার কাজ, আগেই সময় ঠিক করা ছিল, এখনই যেতে হবে। তুই রাগ করবি না তো আমার ওপর?'

'কি যে বলো, কাকা, আমি আবার রাগ করব কেন? ব্যবসা না করলে খাওয়াবে কে তোমাকে?'

'আবার কবে আসবি?'

'আশা করছি সামনের হপ্তায় ছুটি পাব। তোমার এখানে এসে কাটিয়ে যাব ছুটিটা।'

'বেশ বেশ তুই বোস। আমি যাই। সামনের হপ্তায় দেখা হবে আবার।' কোনমতে হ্যাটটা নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বোনাসিও।

'এবার কি করব?' মনে মনে বলল কঙ্গট্যাঙ্গ, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর। 'পারলাম না কাজটা করতে। উল্টে এমন এক কাণ্ড করে বসেছি যে, ওই সব গুপ্তচরদের একজন হিসেবেই ভাববেন আমাকে মহারাণী।'

মৃদু টোকার শব্দ হলো কাঠের ছাদে। আর একটু হলেই খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল কঙ্গট্যাঙ্গের হৃৎপিণ্ড। মুখ তুলে তাকাল ছাদের দিকে। একটা গলা ভেসে এল ওপর থেকে।

'মাদমোয়াজেল বোনাসিও, গলির দিকের ছোট দরজাটা খোলো, আমি আসছি।'

এক মুহূর্ত ভাবল কঙ্গট্যাঙ্গ। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর চোখে। দারতাঁয়ার গলা চিনতে অসুবিধা হয়নি।

## দশ

মাদমোয়াজেল,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল দারতাঁয়া, 'আশা করি কিছু মনে করবে না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভীষণ বাজে লোক তোমার চাচা।'

'আমাদের সব কথা তুমি অনেছ?' উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল কন্সট্যান্স।

'প্রতিটা শব্দ।'

'কি করে?'

'এমন একটা উপায়ে, যার কথা আমি একাই কেবল জানি।' মৃদু হাসল দারতাঁয়া। 'তোমার আর কার্ডিন্যালের রক্ষীদের ভেতর যে কথাবার্তা হয়েছিল তা-ও ওই একই উপায়ে শুনেছিলাম।'

'একটু আগে যা শুনেছ, তাতে কি বুঝেছ?'

'রাণী তাঁর হয়ে লণ্ডনে যাওয়ার জন্যে একজন লোক চান। লোকটাকে হতে হবে নিবেদিতপ্রাণ, সাহসী এবং বুদ্ধিমান, তাই তো? আমি মনে করি তিনটের মধ্যে অন্তত দুটো গুণ আছে আমার—আমাকে পাঠাতে পারো।'

'বিশেষ কিছু বলিনি আমি, তারপরেও এতদূর বুঝে ফেলেছ!' চিন্তিত শোনাল কন্সট্যান্সের গলা। 'তাহলে কাকা-ও নিশ্চয়ই বুঝেছে। তার মানে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল কার্ডিন্যালকে খবর দেয়ার জন্যেই। সত্যি যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে ফেলেছি। কাকার মনটা আগে জেনে নেয়া উচিত ছিল। এখন একটাই মাত্র উপায় আছে—তুমি, তুমিই উদ্ধার করতে পারো আমাকে—রাণীকে। তোমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলছি, শোনো—।'

একে একে সব কথা বলে গেল কন্সট্যান্স। বাকিংহামের ডিউকের সাথে রাণীর প্রেম, গোপনে দেখা করা, হীরের স্টাড দেয়া, সেগুলো পরে বলনাচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে রাজার নির্দেশ—সব। ওর কথা শেষ হতেই বুক টান করে দাঁড়াল দারতাঁয়া।

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, মাদমোয়াজেল বোনাসিও,' বলল ও, 'কাজ শেষ করার আগে যদি ধরা পড়ে যাই, মরব, তবু একটা কথা বলব না শত্রুকে। এক্ষুণি লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'এক্ষুণি রওনা হবে! কি করে? তোমার বাহিনী, ক্যাপ্টেন ছাড়বে তোমাকে?'

'ওহ্-হো, তাই তো, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ! হ্যাঁ, ছুটি নিতে হবে। তবে ভেব না—মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে যাব আমি, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'আর একটা কথা,' একটু ইতস্তত করে বলল কন্সট্যান্স। 'সম্ভবত টাকা নেই তোমার কাছে, তাই না?'

'আঁ, হ্যাঁ, তা অবশ্য নেই।' মৃদু হাসল দারতাঁয়া।

'তাহলে এই আংটিটা রাখো। রাণীর জিনিস এটা—বিক্রি করে যা পাও নিয়ে

নিও পথ খরচার জন্যে।' এগিয়ে গিয়ে একটা আলমারি খুলল কন্সট্যান্স। সামনেই পেল কাকার সেই ছোট্ট পেটমোটা টাকার থলেটা। 'এটাও সঙ্গে রাখো,' থলেটা দারতায়াঁর হাতে দিতে দিতে বলল ও।

'কার্ডিন্যালের?' সশব্দে হেসে উঠল দারতায়াঁ। 'বেশ মজা যা হোক, কার্ডিন্যালের টাকায় রাণীকে উদ্ধার করা!'

'যদি সফল হয়ে ফিরতে পারো, কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন রাণী।'

'কোন পুরস্কার চাই না আমি,' বলল দারতায়াঁ। আমাদের রাণীর সেবায় কিছু—।'

'চুপ!' দারতায়াঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল কন্সট্যান্স।

'কি?'

'কারা যেন কথা বলছে রাস্তায়!'

কান খাড়া করল দারতায়াঁ। 'তাই তো! গলাটা মনে হচ্ছে—।'

'কাকার! হ্যাঁ—ঠিক ধরেছি!'

'তাড়াতাড়ি করো?' কন্সট্যান্সের হাত ধরে টানল দারতায়াঁ। 'তোমার কাকা এসে যদি দেখে, এখনও তুমি এখানে, তার ওপর যোগ হয়েছি আমি—মুশকিলে পড়ে যাব দুজনেই।'

দ্রুত গলির দিকের দরজার কাছে টেনে নিয়ে গেল ও কন্সট্যান্সকে। নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলে ছায়ার মত হাল্কা পায়ে বেরিয়ে গেল দু'জন। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড়ল দারতায়াঁর ঘরে।

ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল দারতায়াঁ। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কন্সট্যান্সও গিয়ে দাঁড়াল ওর পাশে। কপাট সামান্য ফাঁক করে দেখল ওরা, এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বোনাসিও—আলখাল্লাধারী এক লোকের সাথে আলাপ করছে। রাস্তার ও-পাশের একটা বাড়ি থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়ল আলখাল্লাধারীর মুখে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দারতায়াঁ। তলোয়ারের অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে খাপ থেকে। দরজার দিকে ছুটল ও।

আলখাল্লাধারী আর কেউ নয়, মিউংয়ের সেই লোকটা!

'কোথায়, কি করতে যাচ্ছ?' চিৎকার করে উঠল কন্সট্যান্স। 'সব পণ্ড করবে দেখছি!'

'প্রতিজ্ঞা করেছি, হত্যা করব ওই লোককে,' হিংস্র গলায় বলল দারতায়াঁ।

'তোমার জীবন এখন রাণীর জন্যে নিবেদিত,' নিচু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল কন্সট্যান্স। 'তাঁর নামে আমি নিষেধ করছি তোমাকে, অযথা কোনরকম বিপদের মুখে ঠেলে দিও না নিজেকে। শোনো! আমার নাম শুনতে পেয়েছি—ওরা আমার সম্পর্কেই আলাপ করছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানালার কাছে ফিরে এল দারতায়াঁ। আলখাল্লাধারীকে রাস্তার পাশে রেখে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে এল বোনাসিও। সামনের দরজা খুলে দেখল ভেতরে। তারপর আবার চলে গেল আলখাল্লাধারীর কাছে।

'নেই ও,' বলল বোনাসিও। 'প্রাসাদে ফিরে গেছে বোধহয়।'

'ঠিক জানো,' বলল আগন্তুক, 'তোমার বাইরে যাওয়া নিয়ে কিছু সন্দেহ

করেনি তোমার ভাইঝি?'

'হুঁ,' খুশি খুশি গলায় বলল বোনাসিও। 'সহজেই বোকা বানিয়েছি ওকে।'

'গর্দভ!' দারতায়াঁর কানের কাছে হিসহিসিয়ে উঠল কঙ্গট্যাঙ্গ।

'সেই তরুণ মাস্কেটিয়ার কি বাড়িতে আছে?'

'বোধহয় না—জানালাগুলো বন্ধ দেখছি, আলোরও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।'

'তাহলে চলো তোমার ঘরে—বাইরের চেয়ে ওখানেই নিরাপদে কথা বলা যাবে।'

'ইস্!' হতাশ গলায় বলল কঙ্গট্যাঙ্গ। 'আর কিছু শুনতে পাব না!'

'ঠিক উল্টোটা,' বলল দারতায়াঁ। 'আরও ভাল করে শুনতে পাব এবার।'

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় মেঝে থেকে তিন-চারটে তক্তা উঠিয়ে ফেলল ও, বিছিয়ে দিল একটা গালিচা। হাঁটু গেড়ে বসে কান ঠেকাল গালিচায়। হাতের ইশারায় ডাকল কঙ্গট্যাঙ্গকে। এগিয়ে গেল কঙ্গট্যাঙ্গ। দারতায়াঁর ভঙ্গি অনুকরণ করে বসে ও-ও কান ঠেকাল গালিচায়। শুনতে পেল নিচ থেকে ভেসে আসছে কথাবার্তার আওয়াজ।

'যা বলছ বুঝে শুনে বলছ তো? ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাহলে যে খবর দিয়েছি সেটা মূল্যবান, কি বলেন?'

'মূল্যবান মানে? এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। তোমার ওপর ভীষণ খুশি কার্ডিন্যাল। এখন বলো, কোন নাম উল্লেখ করেছিল তোমার ভাইঝি?'

'না। লধু বলেছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ কারও একটা কাজ করে দেয়ার জন্যে লণ্ডন যেতে হবে আমাকে।'

'বোকার মত তুমি না করলে কেন? যা বলে শুনে যেতে, ভান করতে—যা বলে করবে। চিঠিটা হাতে পেতে তাহলে। একবার ওটা হাতে পেলে সবকিছু পরিষ্কার জেনে ফেলতাম আমরা।'

'এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি বোধহয়,' আগ্রহের সাথে বলল বোনাসিও। 'প্রাসাদে গিয়ে আমার ভাইঝিকে বলতে পারি—ভাল করে ভেবে দেখলাম, চিঠিটা নিয়ে লণ্ডন যাওয়াই ঠিক হবে আমার জন্যে, অতগুলো টাকা ছাড়ব কেন খামোকা। ব্যস, তারপর চিঠিটা একবার হাতে পেলে, সোজা নিয়ে যাব কার্ডিন্যালের কাছে।'

'ভাল বলেছ, তাড়াতাড়ি যাও তাহলে! আমিও যাই, দেখি উপকূলের দিকে যে ক'টা পথ গেছে সবগুলোয় চোখ রাখার জন্যে সতর্ক করে দিতে হবে আমাদের লোকদের। লণ্ডন পাঠানোর জন্যে ইতিমধ্যে আর কাউকে জোগাড় করে থাকতে পারে ওরা।'

বেরিয়ে গেল অপরিচিত লোকটা।

'বিশ্বাসঘাতক!' হিসহিসিয়ে উঠল কঙ্গট্যাঙ্গের গলা।

এই সময় ভয়ানক একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল নিচ থেকে। মঁসিয়ে বোনাসিও আবিষ্কার করেছে, উধাও হয়ে গেছে তার টাকার থলে।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার। চোর-চোর! চুরি করে নিয়ে গেছে...' চিৎকার

করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেল বোনাসিও। ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল তার গলার আওয়াজ।

'এবার যেতে হয় আমাদের,' বলল কন্সট্যান্স। 'সাহস অবশ্যই দরকার, বন্ধু, কিন্তু তারচেয়ে বেশি প্রয়োজন সতর্কতার! মনে রাখবে, রাণীর কাজ নিয়ে চলেছ তুমি। সুতরাং সাবধান!'

'আশা করি রাণীর কাজ আমি যোগ্যতার সাথেই সম্পন্ন করব, কিন্তু তাতে তোমার ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা কি আমার হবে?'

কিছু বলল না কন্সট্যান্স, কেবল মৃদু ঝিকমিকে এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল দীর্ঘ একটা আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে দারতায়াঁ। পেছনে কন্সট্যান্স। ওর মুখে এখনও লেগে আছে সেই হাসি। চোখে এমন এক দৃষ্টি যা পরম নির্ভরতার সাথে প্রেমিকের দিকে তাকানোর সময় প্রেমিকার চোখেই কেবল দেখা যায়।

রাস্তায় নেমে এল ওরা। একটা মোড়ের কাছে এসে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল দু'জন। মোড় ঘুরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল দারতায়াঁ। আর কন্সট্যান্স রাস্তার ওপরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল ও। 'রাণীকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

এক স্বর্ণকারের বাড়িতে গিয়ে কন্সট্যান্সের দেয়া আংটিটা বিক্রি করল দারতায়াঁ। অনেক টানা হ্যাঁচড়ার পর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বের করতে পারল লোকটার সিন্দুক থেকে। তারপর সোজা মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের বাড়িতে। গালকাটা লোকটার শেষ কথাগুলো পরিষ্কার শুনেছে ও—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সতর্ক করে দেয়া হবে উপকূলীয় পথগুলোয় মোতায়েন রক্ষীদের। সুতরাং এক মুহূর্ত দেরি করার অবকাশ নেই।

কার্ডিন্যালের সঙ্গে ত্রেভিয়ের সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথা ভাল করেই জানে দারতায়াঁ। ঠিক করল, সব কথা বলবে তাঁকে।

সব শুনে ত্রেভিয়ে বললেন, 'তুমি একাই যেতে চাইছ?' চিন্তিত তাঁর কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে উপকূলে পৌঁছুনোর আগেই মারা পড়বে তুমি। এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজে কমপক্ষে চারজনের যাওয়া উচিত—যাতে অন্তত একজন নিরাপদে ফিরে আসতে পারে কাজ শেষ করে। অ্যাথোস, পর্থোস আর আরামিস যাবে তোমার সাথে। সম্ভব হলে তোমাদের কাজের লোকগুলোকেও সাথে নেবে—অবশ্য যদি তারা তলোয়ার বা পিস্তল চালাতে জানে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল দারতায়াঁর মুখ। 'ধন্যবাদ, স্যার।' বলল ও। 'আপনি, স্যার—আপনার স্যার, তুলনা হয় না।'

'হয়েছে, এখন যাও—খুঁজে বের করো তোমার বন্ধুদের, আজ রাতের ভেতরই যাত্রার আয়োজন শেষ করে ফেল। এক ঘণ্টার ভেতর তোমাদের ছুটি মঞ্জুরের চিঠি পৌঁছে যাবে অ্যাথোসের কাছে। তোমাদের যাত্রা সফল হোক।'

ছুটতে ছুটতে অ্যাথোসের বাসায় পৌঁছুল দারতায়াঁ। অন্য দুই বন্ধুকেও পেয়ে

গেল সেখানে।

'বন্ধুগণ,' ঘোষণা করল ও, 'কিছুক্ষণের ভেতর লণ্ডনের পথে রওনা হচ্ছি আমরা।'

আশ্চর্য হয়ে তাকাল তিন মাস্কেটিয়ার ওর দিকে। অবিশ্বাস তিনজনেরই দৃষ্টিতে।

'লণ্ডনের পথে?' চেঁচিয়ে উঠল পর্থোস। 'কি ঘোড়ার ডিম করব আমরা সেখানে?'

'ব্যাপারটা গোপনীয়, এ মুহূর্তে কিছুই বলতে পারব না—আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে তোমাদের। চারজনকেই পনেরো দিনের ছুটি দিয়েছেন মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে। এখন শুধু এটুকু শুনে রাখো, রাণীর কাজে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু বললেই তো আর হুট্ করে লণ্ডন যাওয়া যায় না,' ভ্রূ কুঁচকে বলল পর্থোস। 'হাত খরচের জন্যে টাকা পয়সার দরকার। মাসের শেষ, আমার পকেট খালি।'

'আমারও সেই অবস্থা,' বলল আরামিস।

'আমারও,' গলা মেলাল অ্যাথোস।

টাকার থলেটা বের করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল দারতায়াঁ। 'আমার পকেট ভরাই আছে,' বলল ও। 'আমাদের যা লাগবে তারচেয়ে অনেক বেশি আছে ওই থলেতে। চারজনে ভাগাভাগি করে নেব। কারণ, শেষ পর্যন্ত হয়তো সবাই লণ্ডনে না-ও পৌঁছুতে পারি।'

'কেন, না কেন?'

'কারণ, হয়তো পথেই আটকা পড়ে যাব কেউ কেউ। আমার বিশ্বাস, কার্ডিন্যাল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে, যেন আমরা উপকূল পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারি। বন্ধুরা, তোমাদের সতর্ক করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি: কাজটা খুবই বিপজ্জনক। মারাও পড়তে পারি দু'একজন।'

'মরি আর বাঁচি, কার্ডিন্যালের লোকদের এক হাত নেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, আর কি চাই?' মৃদু হেসে বলল অ্যাথোস। 'তোমার সাথে যাচ্ছি আমি, দারতায়াঁ।'

'আমিও,' বলল আরামিস।

'তোমরা আমার বন্ধু,' বলল পর্থোস। 'আমি কি একা একা বসে থাকব এখানে? আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল অ্যাথোস।

'এক্ষুণি,' জবাব দিল দারতায়াঁ। 'নষ্ট করার মত একটা মিনিটও নেই হাতে। আমাদের চার ভৃত্যকে সঙ্গে নেব আমরা। চারজনই ভাল লোক। আমাদের ভালবাসে। সাহসী। আর মোটামুটি ভালই চালায় তলোয়ার পিস্তল। আমার ধারণা লড়াই যদি বাধেই, বেশ সাহায্য করতে পারবে ওরা।'

'এখন শোনো, কি জন্যে যাচ্ছি আমরা: বিশেষ একজনকে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। তিনটে নকল করে নিলে সুবিধা হত—প্রত্যেকের কাছে একটা করে রাখতে পারতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার কাছে যেটা দেয়া হয়েছে সেটা

সীলমোহর করা। এই যে দেখো, আমার ভেতরের পকেটে থাকছে চিঠিটা। পথে আমি যদি মারা পড়ি বা আহত হই, তোমাদের কেউ এটা নিয়ে এগিয়ে যাবে, এভাবে চলতে থাকবে। আমাদের যে কেউ লণ্ডন পৌঁছুলেই চলবে। খামের ওপর যে ঠিকানা লেখা আছে ওই ঠিকানায় পৌঁছুতে হবে চিঠিটা। আসলে আমরা নয়, চিঠিটার লণ্ডন পৌঁছুনো দিয়ে কথা। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিন মাস্কেটিয়ার।

# এগারো

রাত দুটোর সময় প্যারিস থেকে রওনা হলো চার দুঃসাহসী ও তাদের চার ভৃত্য। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। যতক্ষণ অন্ধকার রইল ততক্ষণ নিঃশব্দেই এগোল ওরা। দিনের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুখও ফুটতে লাগল এক এক করে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল হাসি গল্প করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে চার মাস্কেটিয়ার।

সামান্য ব্যবধানে দুটো ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে এগোচ্ছে ওরা। সামনে চার প্রভু, পেছনে চার ভৃত্য। প্রভুদের মত ভৃত্যরাও নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করতে করতে এগোচ্ছে।

সকাল আটটা নাগাদ শ্যাতিলিতে পৌঁছুল ওরা। এ পর্যন্ত নিরাপদে আসা গেছে, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়নি। সামনে দীর্ঘ একটা দিন, ছুটতে হবে। সুতরাং এখনই নাশতা সেরে নেয়া উচিত। একটা সরাই-এর সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। সরাইখানায় ঢুকে খাবার দিতে বলল।

ওদের পাশের টেবিলের এক লোক আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করল। পাল্টা মন্তব্য করল কয়েকজন ভ্রমণকারী। এর ভেতর খাবার এসে গেল মাস্কেটিয়ারদের টেবিলে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল চারজন।

'একটু দাঁড়ান,' বলে উঠল পাশের টেবিলের সেই আবহাওয়া বিশারদ। 'আপনারা নিশ্চয়ই চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আসুন, কার্ডিন্যাল রিশেলিওর নামে এক পাত্র করে পান করি।'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল পর্থোস, 'পান করতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তা হতে হবে রাজার স্বাস্থ্য কামনা করে।'

হঠাৎ করেই যেন আগুন জ্বলে উঠল লোকটার চোখে। 'মহামান্য কার্ডিন্যাল ছাড়া আর কোন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করি না আমি,' মাটিতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল সে।

দু'হাত কোমরে রেখে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পর্থোস। হেসে উঠল হো-হো করে।

'তারমানে তুমি হয় মাতাল, নয়তো গর্দভ,' হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বলল ও।

কুৎসিত একটা মুখখিস্তি করে তলোয়ার বের করল আবহাওয়া বিশারদ।

'এখন আর পিছিয়ে আসতে পারছ না তুমি, পর্থোস,' বলল অ্যাথোস। 'আমরা চললাম। তোমার চাকরকে রেখে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারো গর্দভটাকে হত্যা করে এসে যোগ দাও আমাদের সাথে।'

বেরিয়ে এল তিনজন। ঘোড়ায় উঠতে উঠতে শুনল, সরাইখানার ভেতর থেকে ভেসে আসছে ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির শব্দ। কিন্তু দাঁড়াল না ওরা। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল পা দিয়ে। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল তিনটে ঘোড়া। কয়েক মুহূর্ত পরে ছুটতে শুরু করল ওদের ভৃত্যদের ঘোড়া তিনটেও।

'একজন গেল!' চেঁচিয়ে বলল অ্যাথোস।

'আমাদের কাউকে আক্রমণ না করে পর্থোসের ওপর চড়াও হলো কেন ব্যাটা?' ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল আরামিসের গলা।

'কারণ আমাদের বাকি ক'জনের চেয়ে একটু জোরে কথা বলে পর্থোস,' জবাব দিল দারতায়াঁ।

আর কোন কথা হলো না ওদের ভেতর। নিশব্দে পেরিয়ে যেতে লাগল মাইলের পর মাইল।

ব্যুভে-তে পৌঁছে আবার থামল ওরা। ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। এই সুযোগে পর্থোসের জন্যে অপেক্ষা করাও হবে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা, কিন্তু এল না পর্থোস। আবার রওনা হলো তিনজন।

ব্যুভে থেকে প্রায় কুড়ি মাইল মত যাওয়ার পর এক জায়গায় দেখা গেল, রাস্তার দু'পাশে উঁচু হয়ে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। আর ঠিক সেখানেই আট-দশজন লোক পাথর দিয়ে ভরাট করছে পথের মাঝখানের ছোট বড় গর্ত। একে সংকীর্ণ রাস্তা, তার ওপর কাজ করছে আট-দশ জন লোক। লাগাম টেনে ধরতে বাধ্য হলো ওরা। কোনরকমে লোকগুলোর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল তিন মাস্কেটিয়ার আর তাদের তিন ভৃত্য।

লোকগুলোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো, এমন সময় একজন এক বেলচা ভর্তি ধুলো-বালি ছুঁড়ে দিল আরামিসের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামাল আরামিস। রাগে অন্ধ হওয়ার অবস্থা ওর। ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল একটা বাঁশির আওয়াজ। এক ছুটে লোকগুলো চলে গেল একটা বড় গর্তের কাছে। গর্তটার দিকে একটু ঝুঁকে সোজা হলো সবাই। এবার প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা করে মাস্কেট (এক ধরনের বন্দুক। মাস্কেট থেকেই এসেছে 'মাস্কেটিয়ার' শব্দটা)।

'ফাঁদ!' চিৎকার করল দারতায়াঁ। 'ছুটে চলো!'

কথাটা ও শেষ করতে পেরেছে কি পারেনি, পেছন থেকে শুরু হয়ে গেল গুলি।

ঘোড়ার ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল ওরা। শুধু মাথা নয়, পুরো শরীরটাই নুইয়ে প্রায় সেঁটে দিল ঘোড়ার পিঠের সাথে। কানের পাশ দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মাস্কেটের গুলি। দারতায়াঁর হ্যাটটা উড়ে গেল একটা গুলি লেগে। ভাগ্য

ভাল, আর কয়েক ইঞ্চি নিচ দিয়ে যায়নি গুলিটা। পর মুহূর্তে তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠল আরামিস। গুলি লেগেছে ওর কাঁধে। জিনের ওপর থেকে উল্টে পড়তে পড়তেও সামলে নিল কোনমতে। ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ঝুলে রইল ও। অন্য ঘোড়াগুলোর পেছন পেছন ছুটে যেতে লাগল ওর ঘোড়া।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর থামার নির্দেশ দিল দারতায়াঁ। আরামিসের ক্ষত থেকে রক্ত বন্ধ করার জন্যে যথাসাধ্য করল। তারপর আবার রওনা হলো। যথাসম্ভব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আরও দু'ঘণ্টা পথ চলল ওরা। তারপর প্রথম যে সরাইখানাটা দেখল সেখানেই থামল আবার। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। আর ছোটা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। নিজেরাও কম ক্লান্ত নয়। বিশেষ করে আরামিস—অ্যাথোস আর দারতায়াঁর পরিচর্যায় ভালমত রক্ত বন্ধ হয়নি ওর। গত দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে রক্ত বেরিয়েছে কাঁধের ক্ষত থেকে। একেবারে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে।

সামনে রাত। তবু আধঘণ্টার বেশি বিশ্রাম নিল না ওরা। ঘোড়াগুলোর কপালেও জুটল ওই আধঘণ্টারই বিশ্রাম। আহত আরামিস আর তার ভৃত্যকে সরাইখানায় রেখে আবার পথে নামল অ্যাথোস, দারতায়াঁ আর ওদের দুই ভৃত্য। আটজন রওনা হয়েছিল প্যারিস থেকে, ইতিমধ্যে চারজন কমে গেছে; অথচ লণ্ডন তো পরের কথা, উপকূল-ই এখনও অনেক দূর।

'জাহান্নামে যাক!' ঘোড়ায় চড়ে বলল অ্যাথোস। 'মাত্র দুই প্রভু আর দুই ভৃত্য রইলাম! যাকগে, আমাকে আর অত সহজে বোকা বানাতে পারবে না ওরা। ক্যালে পৌঁছুনোর আগে আমি আর মুখ খুলব না, তলোয়ার বের করব না। কসম খেয়ে—।'

'হয়েছে, কসম খেয়ে আর সময় নষ্ট করতে হবে না,' বলল দারতায়াঁ। 'তারচেয়ে ঘোড়া ছোটাও, কাজে লাগবে।'

ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটিয়ে মাঝরাত নাগাদ অ্যামিয়েন-এ পৌঁছুল ওরা। গোল্ডেন লিলি নামের এক সরাই-এর সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল। ওদের আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এল সরাইওয়ালা। তাকে দেখে সরল-সোজা সৎলোক বলেই মনে হলো দারতায়াঁর।

ওরা গোল্ডেন লিলিতে রাত কাটাতে চায় শুনে সরাইওয়ালা জানাল, দুটো মাত্র কামরা খালি আছে, আর সে দুটো সরাইখানার দু'প্রান্তে। কামরার দরকার নেই, জানাল অ্যাথোস আর দারতায়াঁ। নিচে খাওয়ার ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারবে ওরা রাতটুকু।

'খাওয়ার ঘরে বিছানা নেই, খাট নেই, কি করে শোবেন?' বলল সরাইওয়ালা।

'দরকার নেই ও-সবের, মেঝেতে শতরঞ্চি পেতেই চালিয়ে নিতে পারব আমরা।'

আরও কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল সরাইওয়ালা ওদের দু'কামরায় শোয়ানোর জন্যে। কিন্তু রাজি হলো না ওরা।

'আপনাদের যদি মেঝেতে শুতে অসুবিধা না হয়, আমারও অসুবিধা নেই।'

চলে গেল লোকটা।

'একটু বেশি ভদ্র এই সরাইওয়ালা,' মন্তব্য করল দারতায়াঁ।

দরজার কাছে এক বোঝা খড়ের ওপর প্ল্যানশেটকে শুতে বলল ও। রাতে কেউ ঘরের ভেতর ঢুকতে চাইলে প্ল্যানশেটকে ডিঙিয়ে তবে ঢুকতে হবে। সেক্ষেত্রে ও জেগে উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারবে। আর অ্যাথোসের ভৃত্য গ্রিমদকে শুতে পাঠানো হলো আস্তাবলে, ঘোড়াগুলোর কাছে। ওকে বলে দেয়া হলো, ভোর পাঁচটার ভেতর যেন তৈরি করে রাখে ঘোড়াগুলোকে।

শান্ত নিঃশব্দ রাত। সারাদিন ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছে ওরা। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যাথোস আর দারতায়াঁ। রাত দুটোর দিকে কেউ একজন চেষ্টা করল দরজা খুলতে। সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল প্ল্যানশেট। চিৎকার করে উঠল, 'কে?'

'ও, ভুল দরজায় এসে পড়েছি দেখছি!' বিড়বিড় করে বলল কে যেন। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ভোর চারটায় ভয়ানক হৈ-চৈয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। কান খাড়া করতেই বুঝল, আস্তাবলের দিক থেকে আসছে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ওরা আস্তাবলের দিকে। গিয়ে দেখল এক জায়গায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে গ্রিমদ। অজ্ঞান। দেখলেই বোঝা যায়, পিটিয়ে আধমরা করা হয়েছে তাকে। সরাইখানার লোক যারা আস্তাবলে ছিল তাদের জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ, ব্যাপারটা? কেউ কোন জবাব দিল না।

ছুটে গিয়ে পানি নিয়ে এল প্ল্যানশেট। গ্রিমদের ঘাড়ে মুখে পানির ছিটা দিতেই জ্ঞান ফিরল তার। কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করায় সে যা বলল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল দারতায়াঁ। ভোর চারটেয় উঠে আস্তাবলের লোকগুলোকে জাগানোর চেষ্টা করে গ্রিমদ। ওরা উঠেই খড় নাড়ার হাতা দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে ওকে। ঘোড়াগুলোকেও বাদ দেয়নি। কিছুক্ষণের ভেতর জ্ঞান হারায় গ্রিমদ।

ঘোড়াগুলোকেও পিটিয়েছে, শোনার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ওরা। সত্যিই তাই, শোচনীয় অবস্থা করে ছেড়েছে প্রাণীগুলোর। আগামী সাতদিনের ভেতর ওরা সওয়ার নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

আর কোন সন্দেহ রইল না দারতায়াঁর, ওদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই অংশবিশেষ এগুলো। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া দরকার এখান থেকে। তাড়াতাড়ি প্ল্যানশেটকে পাঠাল ও, আশপাশের কেউ ঘোড়া বিক্রি করবে কিনা খোঁজ নিতে।

একটু পরেই ফিরে এল প্ল্যানশেট—ঘোড়া বিক্রি করতে রাজি নয় কেউ। এটাও হয়তো ষড়যন্ত্রেরই অংশ, ভাবল দারতায়াঁ। ঘোড়া পাওয়া যাক আর না যাক, এখন আর বসে থাকা যায় না। বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার জন্যে অ্যাথোসকে ভেতরে পাঠিয়ে বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দারতায়াঁ আর প্ল্যানশেট। হঠাৎ খেয়াল করল ওরা সরাইখানার উঠানে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দুটো ঘোড়া। তরতাজা, শক্তিশালী। জিন চাপিয়ে ছোটবার জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে

সেগুলোকে।

ঘোড়া দুটোর মালিকরা কোথায়, একজনকে জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ। জানতে পারল, সরাইখানায়ই রাত কাটিয়েছে তারা, এখন সরাইওয়ালার পাওনা মেটাচ্ছে। যে করেই হোক, যত দামেই হোক, কিনতে হবে ঘোড়া দুটো, সিদ্ধান্ত নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দারতায়াঁ।

এদিকে সরাইখানার ভেতরে সরাইওয়ালার পাওনা মেটাচ্ছে অ্যাথোস।

পকেট থেকে টাকার থলে বের করল ও। কত হয়েছে গুনে নিয়ে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দিল সরাইওয়ালার হাতে। মুদ্রাগুলো হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজের থলেতে পুরল না সরাইওয়ালা। কিছু যেন সন্দেহ করেছে, এমন ভঙ্গিতে দেখতে লাগল উল্টেপাল্টে। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠেছে তার।

'আরে! এগুলো দেখছি জাল টাকা,' চিৎকার করে উঠল সে। 'এই! রক্ষীদের খবর দাও তো কেউ! জাল টাকা নিয়ে এসেছে এ ব্যাটা।'

'তবে রে বদমাশ!' এক পা এগিয়ে খেঁকিয়ে উঠল অ্যাথোস। 'মুখ সামলে কথা বলো, নইলে কান কেটে নেব তোমার!'

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চারজন লোক। চারজনই পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত। অ্যাথোসের দিকে ছুটে এল তারা।

'দারতায়াঁ!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল অ্যাথোস। 'পালাও তাড়াতাড়ি! আমি ধরা পড়ে গেছি,' বলতে বলতেই কোমর থেকে পিস্তল বের করেছে সে। ছুটে আসা চারজনের দিকে তাক করে গুলি করল দু'বার।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না দারতায়াঁ আর প্ল্যানশেটকে। সামনে খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়া দুটোর দিকে ছুটে গেল ওরা। ঝট্‌পট বাঁধন খুলে লাফিয়ে উঠে পড়ল পিঠে। পরমুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওরা উপকূলের দিকে।

তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে উপকূল পর্যন্ত বাকি পথটুকু পার হলো ওরা। আর কয়েকশো কদম গেলেই ক্যালে নগরের প্রবেশদ্বার। এমন সময়, প্রথমে থেমে দাঁড়াল তারপর বসে পড়ল দারতায়াঁর ঘোড়া। নানা ভাবে চেষ্টা করেও তাকে আর ওঠানো গেল না। প্রচণ্ড পথশ্রমে চোখ-নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে বেচারার।

প্ল্যানশেটের ঘোড়াটাও থেমে পড়েছে। এখনও দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু আর এক পা-ও সে এগোতে রাজি নয়। নিরুপায় হয়ে ঘোড়াগুলোকে পথের ওপর রেখে ওরা পায়ে হেঁটে এগোলো জাহাজ-ঘাটের দিকে।

শিগগিরই কোন জাহাজ ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হবে কি-না, খোঁজ খবর করতে লাগল দারতায়াঁ। এক জায়গায় দেখল এক নাবিকের সাথে আলাপ করছে এক লোক। আর লোকটা বিশিষ্ট কেউ। পোশাকআশাক দেখে মনে হচ্ছে নাবিকটা কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার ভৃত্য। দু'জনকেই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বোধ হয় অনেক দূর থেকে মাত্র এসে পৌঁছেছে। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লনতে পেল দারতায়াঁ, লোকটা বলছে, 'এক্ষুণি ইংল্যাণ্ডের পথে জাহাজ ছাড়তে পারবেন?'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল দারতায়াঁ। নাবিককে বলতে শুনল, 'অনায়াসে। কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে—আজ সকালে একটা নির্দেশ এসেছে

আমাদের কাছে, তাতে বলা হয়েছে, কার্ডিন্যালের অনুমতি ছাড়া কেউ জাহাজ ছাড়তে পারবে না।'

'আমার কাছে আছে অনুমতি,' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করতে করতে বলল লোকটা। 'এই যে দেখুন।'

'আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই, বন্দরের গভর্নরকে দেখিয়ে তাঁর ছাড়পত্র নিয়ে আসুন। তারপর আর কোন আপত্তি থাকবে না আমার। গভর্নরকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাবেন এখন—বেশি দূর নয়, শহর থেকে মাইল খানেক। এখান থেকেই দেখা যায়—ওই যে, ওই পাহাড়টার গোড়ায়, টালির চালওয়ালা বাড়িটা দেখছেন? ওটাই।'

গভর্নরের ছাড়পত্র আনার জন্যে রওনা হলো লোকটা। পেছন পেছন ভৃত্য। কয়েকশো পা পেছনে থেকে অনুসরণ করল দারতায়াঁ আর প্ল্যানশেট।

শহরের বাইরে এসেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল দারতায়াঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল লোকটাকে।

'এই যে, শুনুন!' পেছন থেকে ডাকল ও।

সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। শক্ত পোক্ত চেহারা, বছর ত্রিশেক হবে বয়েস।

'আপনার কাছে যে কাগজটা আছে ওটা আমার দরকার,' শান্ত স্বরে বলল দারতায়াঁ। 'কার্ডিন্যালের কাছ থেকে যে অনুমতি পত্র এনেছেন, সেটা—।'

'পাগল নাকি?' আশ্চর্য হয়ে বলল লোকটা।

'না, মঁসিয়ে। সত্যিই বলছি ওটা আমার দরকার। এমনিতে যদি না দেন তাহলে কেড়ে নিতে হবে আর কি!'

'বাঁদরামি রেখে পথ ছাড়ো, যেতে দাও আমাকে!'

'উঁহুঁ, কাগজটা না দিয়ে আপনি কোথাও যাচ্ছেন না!'

'গর্দভ! ভেবেছিলাম পাগল-ছাগল, কিছু বলব না। এখন দেখছি পাগল, তবে সেয়ানা। লুবিন, আমার পিস্তলটা দেখি!'

'প্ল্যানশেট!' চিৎকার করে উঠল দারতায়াঁ, 'চাকরটাকে সামলাও, আমি দেখছি মালিককে।'

তৎপর হয়ে উঠল প্ল্যানশেট। এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল লুবিনকে। কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করে ঠেসে ধরল তার গলার ওপর। পিস্তল না পেয়ে তলোয়ার বের করল লোকটা। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল দারতায়াঁর দিকে। ইতিমধ্যে দারতায়াঁও বের করে ফেলেছে তলোয়ার। মিনিট খানেকের ভেতর লোকটা বুঝে ফেলল, পাগল হলেও, তলোয়ার চালানোয় তার চেয়ে অনেক পটু তার প্রতিপক্ষ। ইতিমধ্যে শরীরের তিন জায়গায় আঘাত পেয়েছে সে। প্রতিটা আঘাতের সময় চিৎকার করে উঠেছে দারতায়াঁ, 'অ্যাথোসের জন্যে এটা! পর্থোসের জন্যে এটা! আর এটা আরামিসের জন্যে!'

তৃতীয় আঘাতেই পড়ে গেছে লোকটা। হাঁটু গেড়ে বসে তার পকেটে হাত ঢোকাল দারতায়াঁ কার্ডিন্যালের অনুমতিপত্রটা বের করার জন্যে।

কিন্তু লোকটা তখনও জ্ঞান হারায়নি। তলোয়ারও ছাড়েনি হাত থেকে।

অনুমতিপত্রটা মাত্র ছুঁয়েছে দারতায়াঁ অমনি মরিয়া হয়ে উঠে বসল সে। 'আর তোমার জন্যে এটা!' বলতে বলতে তলোয়ার চালাল দারতায়াঁর ঘাড় লক্ষ্য করে। আহত শরীরে ঘাড় পর্যন্ত ওঠাতে পারল না তলোয়ার। দারতায়াঁর কাঁধে লাগল আঘাতটা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল দারতায়াঁ। তলোয়ার উঠিয়ে সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল লোকটার পেট সোজা। পেরেকের মত এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে আটকে গেল তলোয়ারটা মাটির সঙ্গে। 'আর আমার জন্যে এটা।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও।

তীব্র আক্ষেপের ভঙ্গিতে একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল লোকটার শরীর। এবার বিনা বাধায় তার পকেট থেকে অনুমতিপত্রটা বের করে আনল দারতায়াঁ। কাউন্ট দ্য ওয়ার্দেস-এর নাম লেখা সেটার ওপরে।

মিনিট খানেকের ভেতর প্ল্যানশেট আর দারতায়াঁ পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল লুবিনকে। মুখের ভেতর খানিকটা কাপড় গুঁজে দিয়ে তারই কোমরবন্ধ খুলে নিয়ে তা দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল তাকে।

প্রায় দৌড়ে গভর্নরের বাড়িতে পৌঁছুল ওরা।

'আমি কাউন্ট দ্য ওয়ার্দেস,' বলল দারতায়াঁ। 'এক্ষুণি প্রণালী পেরোতে হবে আমাকে।'

'কার্ডিন্যালের সই করা অনুমতিপত্র আছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর।

'নিশ্চয়ই! এই যে।' পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিল দারতায়াঁ।

তীক্ষ্ণ চোখে গভর্নর কয়েক মুহূর্ত দেখলেন কাগজটা। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে,' বলে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কার্ডিন্যালের সইয়ের পাশে নিজে একটা সই করে অনুমতিপত্রটা ফিরিয়ে দিলেন দারতায়াঁর হাতে। বললেন, 'মনে হয় মহামান্য কার্ডিন্যাল কাউকে ঠেকাতে চান ইংল্যাণ্ড যাওয়া থেকে।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল দারতায়াঁ। 'লোকটার নাম দারতায়াঁ। যে-কোন মূল্যে ঠেকাতে হবে তাকে।'

'চেনেন নাকি তাকে? চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'চিনি না মানে?' বলে হুবহু কাউন্ট দ্য ওয়ার্দেসের চেহারার বর্ণনা দিল ও গভর্নরের কাছে।

'লোকটার সাথে আর কেউ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, তার চাকর, নাম লুবিন।'

'ঠিক আছে চোখ কান খোলা রাখব আমরা, লোকটাকে দেখামাত্র যেন গ্রেফতার করা যায়।'

এক ঘণ্টা পর ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হলো একটা জাহাজ। নাবিকরা ছাড়া আর দু'জন মাত্র আরোহী জাহাজে—দারতায়াঁ আর প্ল্যানশেট। জাহাজটা উপকূল থেকে মাইলখানেক চলে আসার পর বন্দরের দিকে তীব্র এক ঝলক আলো দেখল দারতায়াঁ। পরপরই কামানের আওয়াজ। ক্যাপ্টেনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, আপাতত পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হলো বন্দরটা।

কিছু এসে যায় না তাতে। ওরা চলে আসতে পেরেছে। নিশ্চিন্ত মনে কাঁধের

ক্ষতটার দিকে মন দিল দারতায়াঁ। মারাত্মক কিছু নয়। হাড়ে ঠেকে গিয়েছিল তলোয়ারের ডগা, ফলে গভীর হতে পারেনি জখম। সাধারণ একটা পট্টি বেঁধে দিল প্ল্যানশেট ক্ষতস্থানে।

জাহাজে দিব্বি বিশ্রাম হয়ে গেল ওদের। পরদিন ভোরে দেখতে পেল ইংল্যাণ্ডের উপকূল। সকাল দশটার সময় ডোভার বন্দরে নোঙর ফেলল জাহাজ। সাড়ে দশটা নাগাদ একজোড়া ঘোড়া জোগাড় করে লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে গেল দারতায়াঁ আর প্ল্যানশেট।

# বারো

লণ্ডনের কিছুই চেনে না দারতায়াঁ। কয়েকটা শব্দ ছাড়া ইংরেজি ভাষারও কিছু জানে না। বুদ্ধি করে এক টুকরো কাগজে বাকিংহাম কথাটা লিখে পথচারীদের দেখাতে লাগল ও। কাজ হলো এতে। পথচারীরা ইশারায় দেখিয়ে দিল, ডিউকের বিশাল প্রাসাদটা কোনদিকে।

কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছে গেল ওরা ডিউকের প্রাসাদে। কিন্তু কপাল খারাপ, ডিউকের প্রধান পার্শ্বচর—ভাল ফ্রেঞ্চ বলে লোকটা—জানাল, লণ্ডনে নেই ডিউক। রাজার সাথে শিকার করতে উইণ্ডসরে গেছেন।

দারতায়াঁ বলল, ভয়ানক জরুরী একটা কাজে প্যারিস থেকে ছুটে এসেছে সে—বাঁচা-মরার ব্যাপার—যে করেই হোক এক্ষুণি ডিউকের সাথে ওর কথা বলা দরকার।

তক্ষুণি দুটো ঘোড়ায় জিন চাপানোর নির্দেশ দিল পার্শ্বচর। কিছুক্ষণের ভেতর দারতায়াঁকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে উইণ্ডসরের পথে। প্ল্যানশেট যেতে পারল না। কয়েকজন ভৃত্য অনেক কষ্টে ধরাধরি করে নামাল তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটানা ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে থাকতে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে তার শরীর। ধকল সইবার প্রচণ্ড ক্ষমতা দারতায়াঁর, তাই এখনও খাড়া আছে ও।

উইণ্ডসর ক্যাস্‌ল-এ পৌঁছে ওরা জানতে পারল, দু-তিন মাইল দূরে জলাভূমিতে রাজার সাথে শিকারে গেছেন ডিউক। বিশ মিনিটের ভেতর সে-জায়গায় উপস্থিত হলো ওরা। কিছুক্ষণের ভেতর পার্শ্বচর খুঁজে বের করে ফেলল ডিউককে।

'কি বলব মাইলর্ডকে?' জিজ্ঞেস করল পার্শ্বচর। 'কে দেখা করতে চান তাঁর সাথে?'

'প্যারিসের রাস্তায় তাঁর সাথে লড়াই করতে চেয়েছিল যে যুবক,' জবাব দিল দারতায়াঁ।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল পার্শ্বচর। অবশ্য মুহূর্তের জন্যে। তারপরই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সে ডিউককে খুঁজতে। কয়েক মিনিটের ভেতর হাজির হলেন ডিউক দারতায়াঁর কাছে।

'কিছু হয়েছে রাণীর?' উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'শারীরিক ভাবে কিছু নয়,' বলল দারতায়াঁ। 'তবে আমার বিশ্বাস, কিছু একটা ঝামেলায় পড়েছেন তিনি।' পকেট থেকে রাণীর চিঠি বের করে এগিয়ে দিল ও। 'এটা উনি পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।'

চিঠিটা খুললেন বাকিংহাম। লক্ষ করল দারতায়াঁ, তাঁর আঙুলগুলো কাঁপছে। চিঠি পড়তে পড়তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'প্যাট্রিক,' পার্শ্বচরকে ডাকলেন তিনি। 'মহানুভবকে বলে এসো অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে লণ্ডন চলে যাচ্ছি আমি। এসো, মঁসিয়ে—তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের!'

বাতাসের বেগে ছুটল ঘোড়াগুলো। এক ঘণ্টার ভেতর লণ্ডনের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে গেল ওরা। আরও কয়েক মিনিটের ভেতর বাকিংহামের প্রাসাদে। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন ডিউক। চওড়া, দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে তাঁর পেছন পেছন দোতলায় উঠল দারতায়াঁ। অবশেষে পৌঁছুল ডিউকের শোবার ঘরে। অত্যন্ত মূল্যবান সব জিনিসপত্র সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো কামরাটায়। চোখ ধাঁধিয়ে গেল দারতায়াঁর। অবাক বিস্ময়ে ও দেখতে লাগল চারপাশ।

একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ডিউক। গোলাপ কাঠের একটা বাক্স টেবিলের ওপর, রাণী যেটা দিয়েছিলেন। নীল রঙের লম্বা একটা রেশমী ফিতে বের করলেন ডিউক। ওটার ভেতর থেকে ফিতের সাথে লাগানো রয়েছে হীরের টুকরোগুলো। বাক্স থেকে বের করতেই ঝকমক করে আলো ঠিকরে পড়ল হীরেগুলো থেকে।

'রাণী এগুলো দিয়েছিলেন আমাকে,' বললেন ডিউক। 'রাণীরই আবার প্রয়োজন হয়েছে। অবশ্যই তাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব আমি।' বেদনার ছাপ তার চোখে মুখে।

হঠাৎ তীব্র একটা আর্তনাদ বেরোল ডিউকের গলা দিয়ে। 'হায় হায়, একি! দুটো হীরে দেখছি কম!'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ।

'বারোটা হীরে ছিল এতে,' বললেন ডিউক। 'এখন আছে মাত্র দশটা।'

এবার চমকাল দারতায়াঁ। এগিয়ে গেল ও ডিউকের কাছে। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কোন অসতর্ক মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছেন—নাকি চুরি করেছে কেউ?'

'অবশ্যই চুরি করেছে,' জবাব দিলেন ডিউক। 'দেখ! কাটা হয়েছে ফিতেটা—নিঃসন্দেহে তোমাদের কার্ডিন্যালের কীর্তি। কোন চেলাকে দিয়ে করিয়েছে। একটু ভাবতে দাও আমাকে! একবারই মাত্র পরেছি আমি এটা—রাজার দেয়া এক বলনাচের আসরে, আটদিন আগে। কে কে ছিল ওখানে?' একটু ভাবলেন ডিউক। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ—মনে পড়েছে! কাউন্টেস দ্য উইন্টার! অনেকদিন আগে একবার ঝগড়া হয়েছিল ওর সাথে আমার। তারপর আর দেখিনি ওকে। সেদিন হঠাৎ এসে হাজির, ঝগড়াটা মিটমাট করে নিতে চাইল—।'

'কাউন্টেস দ্য উইন্টার!' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ।

'হ্যাঁ! রহস্যময় এক মহিলা—এখন বুঝতে পারছি, কার্ডিন্যালের চর ও! কোন সন্দেহ নেই! জন্মসূত্রে ফরাশি, বিয়ে করেছিল লর্ড দ্য উইন্টারকে। বছর দু'য়েক আগে মারা গেছেন ভদ্রলোক। শোনা যায় ওই মহিলাই নাকি বিষ খাইয়েছিল ওঁকে।'

'দেখতে কেমন মহিলা?' আগ্রহ দারতায়াঁর গলায়।

'চমৎকার চেহারা, সোনালী চুল; যদিও মনের দিক থেকে ঠিক উল্টো।'

কেন যেন অনেকদিন আগে এক ঘোড়ার গাড়ির জানালায় দেখা একটা মুখের কথা মনে পড়ে গেল দারতায়াঁর।

'মিলাডি,' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন শোনাল ও।

'যাক্‌গে, ওই অনুষ্ঠানটা হবে কবে?' জিজ্ঞেস করলেন ডিউক।

'আগামী সোমবার।'

'আগামী সোমবার? এখনও পাঁচদিন। তারমানে যথেষ্ট সময় আছে হাতে।' তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ডিউক। দরজার কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়লেন, 'প্যাট্রিক!'

পার্শ্বচর এসে দাঁড়াল সামনে।

'আমার জহুরী এবং সচিবকে ডাকো এক্ষুণি,' বললেন বাকিংহাম।

সচিবই এল আগে। ইতিমধ্যে ডিউক একটা কাগজে কিছু নির্দেশ লিখে ফেলেছেন।

'মিস্টার জ্যাকসন,' কাগজটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন ডিউক। 'এক্ষুণি লর্ড চ্যান্সেলরের কাছে যান। গিয়ে বলবেন এই নির্দেশগুলো যেন অবিলম্বে কার্যকর করা হয়।'

মাথা নুইয়ে চলে গেল সচিব।

'নির্দেশ দিয়ে দিলাম, লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন জাহাজ ইংল্যাণ্ড ছাড়তে পারবে না,' দারতায়াঁর দিকে ঘুরে বললেন বাকিংহাম। 'এখনও যদি ইংল্যাণ্ডের বাইরে না গিয়ে থাকে, তবে তোমাদের আগে প্যারিসে পৌঁছুতে পারবে না স্টাডগুলো।'

একটু পরে হাজির হলো স্বর্ণকার। লোকটা আইরিশ। নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ।

'মিস্টার ও'রেইলি,' শুরু করলেন ডিউক, 'এই হীরের স্টাডগুলোর দিকে তাকাও—এখন বলো, হুবহু এ-রকম আরও দুটো বানাতে কত সময় নেবে?'

'আট দিন, মাইলর্ড।'

'পরশুদিনের ভেতর যদি বানিয়ে দিতে পারো, তাহলে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাবে। এখন বুঝে দেখ।'

একটু ভাবল জহুরী, 'ঠিক আছে, মাইলর্ড, পরশুদিনের ভেতরেই পাবেন।'

'সত্যিই হীরের টুকরো মানুষ তুমি, ও'রেইলি—কিন্তু আরও কথা আছে। এই স্টাডগুলো এ-বাড়ির বাইরে বেরোবে না। এখানেই কাজ করতে হবে তোমাকে। তোমার যন্ত্রপাতি আর যা যা দরকার সব আনিয়ে নাও, স্টাডগুলো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রাসাদে থাকবে তুমি।'

স্বর্ণকার জানে, প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। তারচেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করাটাই মঙ্গলজনক। তর্ক না করে যন্ত্রপাতি আনানোর ফরমায়েশ দিল সে পার্শ্বচরকে।

'এবার বলো,' দারতায়াঁর দিকে ফিরলেন বাকিংহাম, 'কি চাও তুমি? কি দেব তোমাকে?'

'একটা বিছানা, মাইলর্ড। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কিছু নেই আমার।'

একদিন পরে সকাল এগারোটা নাগাদ তৈরি হয়ে গেল হীরের স্টাডদুটো। এমন দক্ষতার সাথে তৈরি করা হয়েছে যে, বাকিংহাম ধরতেই পারলেন না কোন্‌গুলো নতুন আর কোনগুলো পুরানো। দারতায়াঁকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'এই যে মঁসিয়ে,' বললেন ডিউক, 'যা নেয়ার জন্যে এসেছ, তা তৈরি। রাণীকে বোলো, বাক্সটা রেখে দিলাম আমি। এছাড়া তার আর কিছুই রইল না আমার কাছে। এখন বলো, কি দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব?'

'পরস্পরকে আমাদের ঠিকমত বোঝা দরকার, মাইলর্ড,' বলল দারতায়াঁ। 'আমি আমার রাণীর দাস। তাঁর কাজ করছি আমি। কোন পুরস্কারের আশায় নয়, তা বুঝতে পারছেন আশা করি।'

'বেশ বেশ, ও নিয়ে আর কিছু বলব না আমি। এখন, মন দিয়ে শোনো কি করতে হবে তোমাকে: লণ্ডন টাওয়ারের উল্টোদিকে একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে। ওটা ফরাশি উপকূলের সেন্ট ভ্যালেরিতে পৌঁছে দেবে তোমাদের। খুব সস্তাদরের একটা সরাইখানা আছে ওখানে—কোন নাম নেই, চিহ্নও নেই—দেখে মনে হয় অতি সাধারণ জেলেবাড়ি। সোজা চলে যাবে ওই সরাইখানায়। সরাইওয়ালাকে ডেকে সংকেত-শব্দ বলবে, *ফরোয়ার্ড*। ও সু-সজ্জিত দুটো ঘোড়া দেবে তোমাদের, কোন্ পথে যেতে হবে তা-ও দেখিয়ে দেবে। পথে চারটে সরাই-এ থামবে তোমরা।' ডিউক একটা কাগজ দিলেন দারতায়াঁর হাতে। 'এতে লিখে দিয়েছি সরাইগুলোর নাম। প্রত্যেকবারই ওরা দুটো করে নতুন ঘোড়া দেবে তোমাদের। সরাইওয়ালাদের কাছে ঠিকানা রেখে গেলে ওরা পরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে রেখে যাওয়া ঘোড়াগুলো। আশা করি ঘোড়াগুলো নিতে অস্বীকার করবে না। একজোড়া তুমি নেবে, অন্যগুলো তোমার তিন বন্ধুকে নিতে বলবে।'

'ধন্যবাদ, মাইলর্ড,' শান্ত গলায় বলল দারতায়াঁ। 'আপনি মহানুভব।'

'তোমার মত সাহসী লোকের সাথে পরিচিত হতে পেরে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি আমি।' হাত বাড়িয়ে দিলেন ডিউক। 'এবার তাহলে রওনা হয়ে যাও তোমরা।'

ডিউকের সঙ্গে করমর্দন করে বাকিংহাম প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এল দারতায়াঁ। ডিউকের নির্দেশমত লণ্ডন টাওয়ারের উল্টো দিকে পৌঁছে দেখতে পেল ও জাহাজটা। ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে পরিচয় দিল নিজের। বাকিংহামের দেয়া চিঠিটাও দিল। চিঠি পড়েই রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লক্ষ করল ক্যাপ্টেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল তুলে দিল ওদের জাহাজ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে টেম্‌স নদীর বুক চিরে। আরও প্রায় অর্ধশতাধিক জাহাজ অপেক্ষা করছে ছাড়ার জন্যে। একটা জাহাজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলাকে দেখল দারতায়াঁ—মিউংয়ে ঘোড়ার গাড়িতে দেখা সেই মহিলা! মিলাডি—কাউন্টেস দ্য উইন্টার যার আরেক পরিচয়—পায়চারি করছে জাহাজের ডেকে।

নির্দিষ্ট সময়েই ওরা ইংলিশ চ্যানেলে এসে পড়ল। তারপর সাগর পাড়ি দিয়ে সেন্ট ভ্যালেরি। জাহাজ থেকে নামার বারো ঘণ্টার মাথায় প্যারিস পৌঁছে গেল দারতায়াঁ। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন ত্রেভিলের সদর দপ্তরে ঢুকল তখন সকাল ন'টা।

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিলে ওকে জানালেন, অ্যাথোস, পর্থোস এবং আরামিস তাদের ভৃত্যদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছে। আজ প্রাসাদের পাহারার ভার পড়েছে ওঁর ওপর, অতএব এক্ষুণি গিয়ে যেন ও দায়িত্ব নেয়।

## তেরো

রাজা ও রাণীর সম্মানে আয়োজিত বলনাচের আসর আজ রাতে। প্যারিসের গণ্যমান্য নাগরিকরা এর উদ্যোক্তা। সকাল থেকে সারা শহরের মানুষ আলোচনা করছে ওই অনুষ্ঠান সম্পর্কে। কারণ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ রাজার প্রিয় ব্যালে, যাতে অংশ নেবেন স্বয়ং রাজা ও তাঁর স্ত্রী অ্যান অফ অস্ট্রিয়া।

বিকেল নাগাদ প্যারিসের নগর মিলনায়তনের বারান্দায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র মাস্কেটিয়াররা। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে জড়ো হতে লরু করল অতিথিরা। মাঝরাত পর্যন্ত নিজেদের ভেতর গল্পগুজব করে কাটালেন তাঁরা। তারপর বাইরে থেকে ভেসে এল উৎফুল্ল জনতার চিৎকার। রাজা আসছেন।

রাজাকে স্বাগত জানানোর জন্যে এগিয়ে আসা গণ্যমান্য নাগরিকরা দেখলেন, ক্লান্ত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে রাজাকে। প্রথমেই দেরির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন লুই। কার্ডিন্যালের জন্যেই যে এত দেরি হয়েছে তা-ও জানাতে ভুললেন না, রাত এগারোটা পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে আলাপ করেছেন কার্ডিন্যাল তাঁর সঙ্গে। এরপর টুকটাক দু-একটা আলাপ সেরেই সাজঘরে ঢুকলেন রাজা। ব্যালের জন্যে নির্ধারিত পোশাক পরতে হবে।

রাণী এলেন আরও আধঘণ্টা পরে। বিরাট মিলনায়তন ভবনে তিনি ঢুকতেই স্তব্ধ হয়ে গেল অভ্যাগতদের কথাবার্তা। কিন্তু একটু পরেই কানাকানি লরু করলেন তাঁরা—কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে রাণীকেও। ব্যাপার কি? রাজা রাণী আলাদা এলেন! দু'জনেই চিন্তিত! কিছু কি ঘটেছে?

রাণী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেয়া হলো বিশিষ্ট দর্শকদের বসার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠের সামনে টানানো পর্দা। স্প্যানিশ অশ্বারোহীর পোশাক পরে সেখানে বসে আছেন কার্ডিন্যাল রিশেলিও। রাণীর

মুখের ওপর স্থির তাঁর দৃষ্টি। একটু পরপরই ভয়ানক আনন্দের বাঁকা হাসি খেলে যাচ্ছে ঠোঁট দুটোয়। হীরের স্টাডগুলো পরেননি রাণী!

'এক্ষুণি কথাটা জানাতে হবে রাজাকে,' ভেবে মিলনায়তন থেকে বেরিয়ে এলেন কার্ডিন্যাল।

গণ্যমান্য অতিথি এবং তাঁদের স্ত্রীদের সাথে আলাপ করছেন রাণী। এমন সময় কার্ডিন্যালের সাথে সেখানে হাজির হলেন রাজা। অসমাপ্ত ব্যালের সাজ তাঁর পরনে। নিচু স্বরে তাঁকে কি যেন বলছেন কার্ডিন্যাল। রাজার মুখটা এখন আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, দুশ্চিন্তার ছাপটা চেপে বসেছে আরও।

সমবেত অতিথিদের ভিড় ঠেলে এগোলেন তিনি। সোজা রাণীর সামনে।

'হীরের স্টাডগুলো পরোনি কেন?' সরাসরি প্রশ্ন রাজার।

রাজার ঠিক পেছনেই কার্ডিন্যাল। মুখে পৈশাচিক হাসি। নীরবে একবার তাঁর চোখে চোখ রাখলেন রাণী। ভয় নয়, আক্রোশ নয়, নির্ভেজাল তাচ্ছিল্যই যেন ফুটে উঠল সে দৃষ্টিতে। রাজার দিকে চোখ ফেরালেন আবার তিনি। 'এত ভীড়ের ভেতর হারিয়ে যেতে পারে, ভেবে পারিনি।'

'উঁহুঁ, ভুল ভেবেছ তুমি। কি বলছি বুঝতে পারছ? তোমাকে সুন্দর সুন্দর জিনিস দেয়ার কি অর্থ, যদি না-ই পরবে সেসব?'

'তুমি যদি খুশি হও, এক্ষুণি ওগুলো আনতে পাঠাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, পাঠাও—এবং এক্ষুণি। কিছুক্ষণের ভেতরই শুরু হয়ে যাবে ব্যালে।'

সাজঘরে ফিরে গেলেন রাজা। রাণীও রওনা হলেন তাঁর সাজঘরের দিকে।

সাজসজ্জা শেষ করে রাজা-ই ফিরে এলেন প্রথমে। জমকালো শিকারীর পোশাক পরেছেন। চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। একমাত্র তাঁর কথা ভেবেই যেন তৈরি করা হয়েছিল পোশাকটা।

কার্ডিন্যাল এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। ছোট্ট একটা বাক্স ধরিয়ে দিলেন হাতে। অবাক চোখে একবার বাক্সটার দিকে তাকিয়ে সেটা খুললেন রাজা। দুটো হীরের স্টাড রয়েছে তার ভেতর।

'এ-সবের অর্থ কি?' জানতে চাইলেন রাজা।

'কিছুই না,' কোমল গলায় জবাব দিলেন কার্ডিন্যাল। 'শেষ পর্যন্ত রাণী যদি স্টাডগুলো পরেন, দয়া করে গুণে দেখবেন, মহানুভব—যদি দেখেন হীরের সংখ্যা দশ, তাহলে জিজ্ঞেস করবেন, বাকি দুটো কোথায় গেছে।'

কিছু যেন জিজ্ঞেস করবেন এমন ভঙ্গিতে কার্ডিন্যালের দিকে তাকালেন রাজা। কিন্তু কিছু বলার আগেই প্রশংসাসূচক একটা গুঞ্জন উঠল মিলনায়তন জুড়ে। সাজ শেষ করে ফিরে এসেছেন রাণী। তিনিও পরেছেন শিকারীর পোশাক। ধূসর মখমলের গাউন। বাঁ-কাঁধে ঝিকিয়ে উঠছে হীরের স্টাডগুলো।

আনন্দে কেঁপে উঠলেন রাজা। কার্ডিন্যালের অবস্থা ঠিক উল্টো। বিব্রত বোধ করছেন তিনি। বেশ দূরে রয়েছেন রাণী, এতদূর থেকে গোনা সম্ভব নয় স্টাডগুলো। সবচেয়ে বড় কথা, রাণী পরেছেন ওগুলো—এখন একটাই প্রশ্ন, ক'টা? দশ না বারো?'

এক তানে বেজে উঠল বেহালাগুলো—শুরু হতে যাচ্ছে ব্যালে। নিয়ম অনুয়ায়ী কাছাকাছি দাঁড়ানো জনৈক অভিজাত মহিলাকে নাচের সঙ্গী হিসেবে নিতে বাধ্য হলেন রাজা। কিন্তু তার চোখ পড়ে রইল রাণীর দিকে। প্রতিবারই যখন নাচের তালে তালে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন রাণী, তীক্ষ্ণ চোখে রাজা গোনার চেষ্টা করছেন স্টাডের সংখ্যা। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হতে হলো তাঁকে। এভাবে সম্ভব নয়।

এদিকে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে, ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে আসছে কার্ডিন্যালের শরীর বেয়ে। তাঁর ভুরুগুলো ভিজে গেছে বিন্দু বিন্দু ঘামে।

এক ঘণ্টা চলল ব্যালে। পুরো সময়টা উৎকণ্ঠায় কাটালেন রাজা। নাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'এগুলো পরেছ, কি খুশি যে হয়েছি, বোঝাতে পারব না,' বললেন তিনি। 'তবে আমার মনে হয় দুটো হীরে তুমি হারিয়ে ফেলেছ। এই নাও, সে দুটো নিয়ে এসেছি।'

'তার মানে, তুমি আরও দুটো স্টাড দিচ্ছ আমাকে!' অবাক গলায় বললেন রাণী।

ধীরে সুস্থে তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন কার্ডিন্যাল। এদিকে রাজার উদ্বিগ্ন চোখ দ্রুত গুনে চলেছে নীল রেশমী ফিতেয় বসানো হীরের টুকরোগুলো। হ্যাঁ, বারোটাই আছে। ভ্রূ কুঁচকে রিশেলিওর দিকে তাকালেন রাজা।

'এ-সবের অর্থ কি?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

শুধুমাত্র ঠোঁট দিয়ে হাসলেন কার্ডিন্যাল, ক্রোধে হতাশায় ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর চোখ দুটো।

'এর অর্থ খুব সোজা, মহানুভব,' মসৃণ গলায় বললেন তিনি। 'আমাদের মহামান্য রাণীকে এই স্টাড দুটো আমি উপহার দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিজে সরাসরি তাঁকে দেয়ার সাহস পাইনি, তাই বাধ্য হয়েই এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতে হয়েছে। মহামান্য রাণী আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।'

কথাটার ভেতর বিন্দুমাত্র সত্য নেই জেনেও মৃদু হাসলেন রাণী। 'ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কেন?' বললেন তিনি। 'আপনি কি অপরাধ করেছেন যে ক্ষমা করতে হবে? আমি বরং খুশিই হয়েছি, মহামান্য কার্ডিন্যাল, কারণ আমি জানি রাজাকে বারোটার জন্যে যতটা মূল্য দিতে হয়েছে মাত্র দুটোর জন্যে তারচেয়ে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে আপনাকে।'

পুরো মিলনায়তনে রাণী ছাড়া আর মাত্র একজন লোক টের পেল, হঠাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠেই কেন নিবে গেল কার্ডিন্যালের দৃষ্টি। সেই লোকটা দারতায়াঁ। রাজা, রাণী এবং কার্ডিন্যাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার একটু পেছনেই ভীড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ও। কৌতুকের [illegible] লক্ষ করছে দৃশ্যটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, দোর্দণ্ড প্রতাপ কার্ডিন্যালের মনের অবস্থা এখন কি রকম।

একটু পরেই সাজঘরের দিকে চলে গেলেন রাণী। ঘুরে দাঁড়াল দারতায়াঁ, কাজ শেষ, এবার বিদায় হতে হবে। এই সময় কার যেন হালকা স্পর্শ পেল

কাঁধে। পেছন ফিরে দেখল, মখমলের মুখোশ পরা এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পারল, তরুণী আর কেউ নয়, কন্সট্যান্স বোনাসিও। ইশারায় পেছন পেছন আসতে বলল ওকে মেয়েটা। আনন্দে গলার কাছে উঠে আসতে চাইল দারতায়াঁর হৃৎপিণ্ড।

নিঃশব্দে ও এগোল কন্সট্যান্সের পেছন পেছন। অন্ধকার বারান্দা ধরে, অনেকগুলো মোড় নিয়ে অবশেষে একটা দরজার কাছে পৌঁছুল ওরা। এক হাতে দরজা খুলে অন্য হাতে দারতায়াঁকে ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল কন্সট্যান্স। তারপর পেছন থেকে টেনে দিল দরজা। ছোট্ট একটা কামরায় নিজেকে আবিষ্কার করল দারতায়াঁ। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে। সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে দেয়ালগুলোতে।

কয়েক মিনিট হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল দারতায়াঁ। ভাবছে, ওকে এখানে রেখে কোথায় পালাল মেয়েটা? এমন সময় অবাক হয়ে ও দেখল, দরজার মত একপাশে সরে গেছে এক দেয়ালের পর্দার একাংশ। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল দারতায়াঁর, সেই ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে একটা হাত—বাহু পর্যন্ত, এমন সুগোল, সুন্দর আর সাদা যে, ও নিঃসন্দেহ হলো, রাণী নিজে ওই হাতের মালিক। এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বসল ও। সাবধানে তুলে নিল ফর্সা হাতটা। আলতো করে ছোঁয়াল ঠোঁটে। যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে পর্দার আড়ালে চলে গেল হাতটা। অবাক বিস্ময়ে দারতায়াঁ দেখল, সুন্দর একটা বহুমূল্য আংটি ধরে আছে ও।

আংটিটা আঙুলে পরে অপেক্ষা করতে লাগল দারতায়াঁ। এক কি দু'মিনিট পর একটা গলা ফিসফিস করে ডাকল ওর নাম ধরে। ফিরে এসেছে কন্সট্যান্স বোনাসিও।

'শেষ পর্যন্ত এলে তুমি!' আগ্রহ দারতায়াঁর গলায়।

'চুপ,' ঠোঁটের ওপর আঙুল ছুঁইয়ে বলল কন্সট্যান্স। 'কোন কথা নয়। যে পথে এসেছ সে পথে চলে যাও।'

'কিন্তু, আবার কখন, কোথায় তোমার দেখা পাব?'

'তোমার বাসায় একটা চিরকুট পাবে, তাতেই জানতে পারবে। এখন ভাগো—তাড়াতাড়ি!'

ঘর থেকে ও ঠেলে বের করে দিল দারতায়াঁকে। ছোট্ট শিলর মত বিনা বাক্যব্যয়ে তার নির্দেশ পালন করল দারতায়াঁ। মনে হচ্ছে, সত্যিই ও প্রেমে পড়েছে মেয়েটার।

## চোদ্দ

ভোর তিনটের কিছুক্ষণ পরে বাসায় পৌঁছুল দারতায়াঁ। ঘরে ঢুকেই তরতর প্ল্যানশেটকে জিজ্ঞেস করল কেউ কোন চিঠি দিয়ে গেছে কিনা।

'না, স্যার, কেউ দিয়ে যায়নি,' জবাব দিল প্ল্যানশেট, 'তবে নিজে নিজেই এসেছে একটা।'

'তার মানে কি, উজবুক?'

'বাসায় ফিরে আপনার শোয়ার ঘরে টেবিলের ওপর একটা চিঠি দেখেছি। দরজায় তালা মেরে চাবি নিয়ে বেরিয়েছিলাম আমি, তবু কি করে যে চিঠিটা ঢুকল ভেতরে, বুঝতে পারছি না!'

'কোথায় ওটা?'

'যেখানে ছিল। আমি— ।'

আর কিছু কানে ঢুকল না দারতায়াঁর। লাফ দিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকল ও। টেবিলের ওপরেই পেল চিঠিটা। দ্রুত হাতে খাম ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল। হ্যাঁ, কন্সট্যান্স বোনাসিওরই চিঠি। তাতে লেখা:

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে—আমার পক্ষ থেকে, অন্য একজনের পক্ষ থেকেও। আজ-রাত দশটায় সেন্ট ক্লাউডে থেকো। চিনবে তো? মঁসিয়ে দ্য এস্ত্রির বাড়ির কোণের দিকে একটা প্যাভিলিয়ন আছে, তার সামনে।—সি. বি.।'

আনন্দে আত্মহারা দারতায়াঁ। বার বার পড়তে লাগল চিঠিটা। একবার দু'বার করে কখন যে বিশবার পড়ে ফেলল, টেরই পেল না। অবশেষে কাপড়চোপড় ছেড়ে শুতে গেল ও। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। সোনালি সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিল বাকি রাতটুকু।

বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠল ও। ঝটপট মুখ হাত ধুয়ে পোশাক পরে নিল। তারপর প্ল্যানশেটকে ডেকে বলল, 'আজ সারাদিন আমি বাইরে থাকব।' সুতরাং কোন ঝামেলা নেই তোমার। রাত ন'টার দিকে আমার ঘোড়াটা এনে রাখবে আস্তাবল থেকে। তলোয়ার আর পিস্তলগুলোও তৈরি রাখবে।'

'আবার সেই হাড় কালি করা ধরনের কোন অভিযান নাকি?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল প্ল্যানশেট।

হাসল দারতায়াঁ। 'না, না, সেরকম কিছু নয়। তাছাড়া আজ আমি একাই যাব, তোমাকে থাকতে হবে না সঙ্গে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল প্ল্যানশেট। 'ঠিক আছে, মঁসিয়ে, সব তৈরিই পাবেন।'

মৃদু হেসে বেরিয়ে এল দারতায়াঁ। সোজা মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের সদর দপ্তরে। দেখল বেশ খোশ-মেজাজে আছেন ক্যাপ্টেন। বহুদিন পর কালরাতে রাজা-রাণীকে এক সাথে দেখে খুব খুশি হয়েছেন তিনি—কার্ডিন্যালের নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর খুশির পরিমাণ।

এ বিষয়েই কিছুক্ষণ আলাপ হলো দারতায়াঁর সাথে। আলাপের এক পর্যায়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'এবার তোমার নিজের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো,' বললেন তিনি। 'তোমার নিরাপদে ফিরে আসাটা রাণীর জন্যে যেমন বিরাট সাফল্য কার্ডিন্যালের জন্যে তেমনি জঘন্য অপমান। তার উঁচু মাথার অনেকটাই নত হয়েছে কাল। তুমি খুব সাবধানে থাকবে এখন থেকে।'

'আমার আবার ভয় কিসের?' হালকা গলায় বলল দারতায়াঁ।

'সব কিছুর! বিশ্বাস করো আমাকে। কার্ডিন্যাল তোমাকে ছেড়ে দেবে ভেব না। ভয়ঙ্কর লোক সে। প্রচণ্ড প্রভাব, স্মৃতিশক্তিও ভালই। এত বড় অপমানটা সে শিগগির ভুলে যাবে না। কোন না কোন উপায়ে এর শোধ সে নেবেই।'

'তাহলে কি করব আমি?'

'ওই তো বললাম, সতর্ক থাকবে। আশপাশে যাকে দেখবে সবাইকে শত্রু ভাববে, প্রত্যেককে অবিশ্বাস করবে, বন্ধু, ভাই, মনের মানুষ—নিশ্চয়ই একজন মনের মানুষ আছে তোমার?'

মুখ একটু লাল হলো দারতায়াঁর। মাথা ঝাঁকালেন ত্রেভিয়ে।

'ভেব না মেয়েমানুষ দিয়ে তোমাকে আঘাত করানোর মত নিচে নামবে না কার্ডিন্যাল,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ওর প্রিয় কৌশলগুলোর একটা এটা। সাবধান, আবার বলছি খুব সাবধান! যতটা সম্ভব সতর্ক হয়ে চলবে। ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোকটাকে তুমি শত্রু বানিয়েছ...'

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একে একে পর্থোস, আরামিস এবং অ্যাথোসের বাসায় গেল দারতায়াঁ। বিশদভাবে লনল, কিভাবে পর্থোস লড়াই করে নিরস্ত্র করেছিল শ্যাতিলির সেই আগন্তুককে, পরে বাধ্য করেছিল মাফ চাইতে এবং রাজার নামে এক পাত্র পান করতে। এরপর পর্থোস দারতায়াঁ এবং অন্যদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে ছুটেছিল, কিন্তু কয়েক মাইল যাওয়ার পরই খোঁড়া হয়ে যায় ওর ঘোড়া। ফলে প্যারিসে ফিরে আসা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ওর।

আরামিস বর্ণনা করল কিভাবে ও তিনটে দিন পথের ধারের সেই সরাইখানায় কাটিয়ে পরে একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরে এসেছে প্যারিসে। এখন প্রায় ভাল হয়ে গেছে ওর কাঁধের ক্ষত।

অ্যাথোস, তার স্বভাবসিদ্ধ ঠাণ্ডা মেজাজে বলে গেল, হামলাকারী চারজনের দু'জনকে গুলি করে হত্যা করার পর তলোয়ারের সাহায্যে কি করে তৃতীয়জনকে আহত এবং অন্যজনকে নিহত করে সে কথা। ও-ও দারতায়াঁর পেছন পেছন ছুটেছিল। কিন্তু ক্যালেয় পৌঁছে দেখে, একটু আগে ছেড়ে গেছে ওর জাহাজ।

'ভীষণ গোলমাল চলছিল তখন বন্দরে,' বলল সে। 'কে এক কাউন্ট দ্য ওয়ার্দেসের চাকরকে নাকি তার মালিকের মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর এক ঘটনার কথা বলেছে সে, এক ছোকরা নাকি তার প্রভুকে হত্যা করে তার কিছু জরুরী কাগজ নিয়ে পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ, ও ঘটনা আমি জানি,' মৃদু হেসে বলল দারতায়াঁ। তারপর সবিস্তারে বর্ণনা করল কার্ডিন্যালের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কি করে ও প্রণালী পেরোনোর অনুমতি আদায় করেছিল।

লনে হাসল অ্যাথোস। তারপর বলল, 'যাহোক গোপন রাখার যত চেষ্টাই করি না কেন, কার্ডিন্যাল ঠিক জেনে ফেলবে, তাঁর পরিকল্পনা মাটি হওয়ার জন্যে কারা দায়ী। সুতরাং এই মুহূর্ত থেকে খুবই সতর্ক হয়ে যেতে হবে আমাদের—বিশেষ করে তুমি, দারতায়াঁ, সামান্য ছুতো পেলেই কিন্তু তোমাকে লটকে ফেলবে

কার্ডিন্যাল…'

রাত ন'টায় বাসা থেকে বের হলো দারতায়াঁ। বাকিংহামের উপহার দেয়া ঘোড়াগুলোর একটায় সওয়ার হয়েছে। কোমরে ঝুলছে তলোয়ার এবং দুটো পিস্তল।

সেন্ট ক্লাউডে পৌঁছে নির্জন একটা গলিতে ঢুকল ও। কিছুদূর এগোতেই পৌঁছে গেল চিঠিতে বলা প্যাভিলিয়নের সামনে। নির্জন জায়গা। উঁচু একটা দেয়াল, তার ঠিক কোণেই প্যাভিলিয়নটা। রাস্তার বিপরীত দিকে জীর্ণ একটা কুটির। প্রাচীরের বদলে বেড়া দিয়ে ঘেরা। শহরের ভেতর এমন জীর্ণ কুটির থাকতে পারে, ধারণা ছিল না দারতায়াঁর।

বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। কয়েক মিনিট পরেই শুনতে পেল সেই ক্লাউড গির্জার ঘণ্টাঘর থেকে ভেসে আসছে ঢং ঢং আওয়াজ। দশটা। প্যাভিলিয়নের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দারতায়াঁ। একটা ছাড়া দোতলার সবগুলো জানালা বন্ধ। খোলা জানালাটা দিয়ে স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে বাইরের কয়েকটা গাছের ওপর। চারদিক অন্ধকার বলেই বোধ হয়, আলোকিত পাতাগুলো রূপালী রং ধারণ করেছে।

সাড়ে দশটা বাজার সঙ্কেত দিল সেন্ট ক্লাউডের ঘড়ি।

কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল দারতায়াঁর শিরা উপশিরা বেয়ে। পায়চারি করতে লাগল ও। অন্তহীন নিস্তব্ধতা আর নির্জনতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

এগারোটা বাজার শব্দ শোনা গেল।

এবার ভয় পেল ও। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে কন্সট্যান্সের। পায়চারি করতে করতেই বার তিনেক তালি বাজাল। কেউ কোন জবাব দিল না—একটা প্রতিধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেল না।

সামনের একটা গাছের দিকে চোখ গেল ওর। রাস্তার ওপর বেশ খানিকটা হেলে আছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে গাছটায় চড়ে বসল ও। ডালপালার আড়াল থেকে উঁকি দিল প্যাভিলিয়নের ভেতর।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ওর শরীর। একটা জানালার কাচ ভাঙা। ঘরের দরজাও ভেঙে ফেলা হয়েছে, কোন রকমে কব্জার সাথে ঝুলে আছে এখনও দরজাটা। ঘরের মাঝখানে উল্টে পড়ে আছে একটা টেবিল। মাটিতে গড়াচ্ছে কিছু খাবার দাবার, চীনা মাটির ভাঙা প্লেট পেয়ালা। বোঝা যায় টেবিলের ওপর সাজানো ছিল ওসব। সব কিছু একটু আগে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ এক ধস্তাধস্তির কথা জানান দিচ্ছে।

গাছ থেকে নেমে এল দারতায়াঁ। ভয়ানকভাবে লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড। আগে যে ব্যাপারগুলো চোখ এড়িয়ে গেছে প্যাভিলিয়নের জানালা গলে এসে পড়া আবছা আলোয় এবার খেয়াল করল সেসব। রাস্তার পাশে মাটি, ঘাস ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে ঘোড়া ও মানুষের পায়ের আঘাতে। নরম মাটিতে গভীরভাবে কেটে বসেছে গাড়ির চাকার দাগ। দেয়ালের কাছে পড়ে আছে মেয়েদের ব্যবহারের একটা

দস্তানা। ছেঁড়া।

রাস্তা পেরিয়ে বেড়া ঘেরা কুটিরটার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজা বন্ধ কুটিরের। ধাক্কা দিল দারতায়াঁ। খুলল না দরজা। আবার ধাক্কা দিল ও। ধীরে ধীরে খুলে গেল পোকায় খাওয়া একটা কপাট। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো মরচে ধরা কব্জায়। এক ঝলক আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল দারতায়াঁর ওপর। লণ্ঠন হাতে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'ওই প্যাভিলিয়নের সামনে একটা মেয়ের আসার কথা ছিল আমার সাথে দেখা করার জন্যে,' তড়বড়িয়ে শুরু করল দারতায়াঁ। 'সময় পেরিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরেও যখন এল না, তখন একটা গাছে উঠে উঁকি দিয়ে যা দেখলাম তাতে ঘাবড়ে গেছি আমি। একেবারে তছনছ করে ফেলা হয়েছে জায়গাটা। আপনি এত কাছে থাকেন, নিশ্চয়ই জানেন কি ঘটেছিল?'

দুঃখিত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো।

'জানি,' বলল সে। 'রাত ন'টার দিকে অনেকগুলো লোকের আওয়াজ পাই রাস্তায়। তখন আমি ঘরের ভেতরেই ছিলাম। আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি, তিনজন লোক ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, আর গাছের নিচে দাঁড় করানো রয়েছে একটা গাড়ি আর কয়েকটা ঘোড়া—সবগুলোর ওপরেই জিন চাপানো।

'আমাকে দেখেই তিনজনের একজন—বোধ হয় সর্দার ওদের, জানতে চাইল আমার বাড়িতে মই আছে কিনা।' আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আছে। ওরা মইটা চাইল আমার কাছে। একটা ক্রাউনও দিল মইয়ের ভাড়া হিসেবে। আমি আর কি করব, মইটা এনে দিলাম ওদের। ওরা মইটা নিয়ে আমাকে বলল ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। আমি এমন ভঙ্গি করলাম যেন সত্যিই ঘরে গিয়ে ঢুকছি। আসলে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ওখান থেকে আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু ওরা দেখতে পাচ্ছিল না আমাকে।'

'তারপর কি হলো?' তাড়া লাগাল দারতায়াঁ। 'লোক তিনটে বেঁটে, মোটা এক লোককে বের করে আনল গাড়ি থেকে। বেশ বয়স্ক লোকটা, কালো পোশাক পরে ছিল। এর ভেতর মইটা ওরা প্যাভিলিয়নের একটা জানালা সোজা খাড়া করে ফেলেছে। মোটা লোকটা সাবধানে মই বেয়ে উঠে গেল। জানালা দিয়ে প্যাভিলিয়নের ভেতর এক পলক তাকিয়েই নেমে এল সে। তারপর তাকে বলতে শুনলাম, 'এই মেয়েই!'

'তক্ষুণি, যে লোকটা আমার সাথে কথা বলেছিল সে ঢুকে পড়ল প্যাভিলিয়নে, আর অন্য দু'জন উঠতে শুরু করল মই বেয়ে। একটু পরেই তীব্র একটা চিৎকার ভেসে এল প্যাভিলিয়নের ভেতর থেকে। জানালার সামনে ছুটে এল একটা মেয়ে। ঝট্ করে খুলে ফেলল কপাট দুটো, মনে হলো এক্ষুণি লাফ দেবে। কিন্তু মই বেয়ে ওঠা লোক দুটোকে দেখা মাত্র ছিটকে জানালার সামনে থেকে সরে গেল সে। মই বেয়ে ওঠা লোক দুটো খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কিছু দেখতে পাইনি আমি, তবে চিৎকার আর

কান্নার শব্দ লনতে পাচ্ছিলাম। সেই সাথে আসবাবপত্র, থালা-বাসন ভাঙার আওয়াজ। একটু পরেই মেয়েটাকে জাপটে ধরে মই বেয়ে নেমে এল লোক দুটো। বয়স্ক লোকটার সাথে মেয়েটাকেও গাড়ির ভেতর পুরে দিল তারা। যে লোকটা তখনও প্যাভিলিয়নের ভেতর ছিল, সে জানালাটা বন্ধ করে এসে যোগ দিল বাকিদের সঙ্গে। এরপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চলে গেল ওরা।

ভয়ঙ্কর এই বর্ণনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দারতায়াঁ। নড়াচড়ার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে ওর।

'স্যার,' নরম গলায় বলল বুড়ো, 'ওকে খুন করেনি ওরা—।'

'সর্দারটাকে ভাল করে দেখেছিলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ। 'কেমন দেখতে লোকটা?'

'লম্বা, কালো চুল, বাম গালে একটা কাটা—।'

'সেই লোক,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল দারতায়াঁ। 'আমার শনি! আর অন্যজন—মোটা লোকটা?'

'ওহ্, সে ভদ্রগোছের কেউ নয়। আমার মনে হয়, মেয়েটাকে চেনে বলেই ওকে এনেছিল ওরা।'

একটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিল দারতায়াঁ বৃদ্ধের হাতে। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল কোনমতে, তারপর বেরিয়ে এল কুটির ছেড়ে।

বাসায় পৌঁছে দারতায়াঁ দেখল, মঁসিয়ে বোনাসিও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

'বেশ বেশ, এলেন, তাহলে,' বলল লোকটা, 'ফুর্তি করতে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই? কোথায়? জুতোর দিকে একবার তাকান তো!'

চোখ নামিয়ে জুতোর দিকে তাকাল দারতায়াঁ। কাদামাটি যাচ্ছেতাই অবস্থায় হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বোনাসিওর জুতো এবং মোজার দিকেও চোখ গেল ওর। এক অবস্থা সেগুলোরও—পুরু হয়ে কাদা লেপ্টে আছে। বিদ্যুচ্চমকের মত চিন্তাটা খেলে গেল দারতায়াঁর মাথায়। প্যাভিলিয়নের সামনে বেঁটে, মোটা, বয়স্ক যে লোককে বুড়ো দেখেছিল, আর ওর সামনে এখন যে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন কি একই লোক? সন্দেহ নেই, ওর কাছে লেখা কন্সট্যান্সের চিরকুটটা কোন না কোন উপায়ে দেখেছে বোনাসিও। তারপর ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে কার্ডিন্যাল বা তার কোন অনুচরকে।

লোকটার গলা টিপে ধরার ইচ্ছে হলো দারতায়াঁর। অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে। চেষ্টা করে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

'যাই, ওপরে যাই,' বলল ও, 'প্ল্যানশেটকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিই জুতো জোড়া। আপনার জোড়াও কি পরিষ্কার করতে হবে? বলেন তো পাঠিয়ে দেব ওকে।'

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বেঁটে লোকটা, কিছু বলল না। চলে এল দারতায়াঁ। মাথার ভেতর গিজগিজ করছে চিন্তা: ভাইঝিকে যদি ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকে বোনাসিও, তাহলে নিশ্চয়ই সে জানে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে। চেপে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়তো মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসবে

গোপন কথাটা। কিন্তু তার আগে অবশ্যই তিন বন্ধুর সাথে পরামর্শ করতে হবে ওকে।

## পনেরো

'আমরা আগেই ভেবেছিলাম, এমন কিছু ঘটবে,' দারতায়াঁর কাছে সব শুনে বলল অ্যাথোস। ওর বাড়িতেই জমায়েত হয়েছে সবাই।

'আমরা তার পরিকল্পনা মাটি করে দেব আর সে চুপচাপ বসে থাকবে, এমন চরিত্রের লোকই না কার্ডিন্যাল,' বলে যেতে লাগল অ্যাথোস। 'কোন সন্দেহ নেই, তার নির্দেশেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাদমোয়াজেল বোনাসিওকে। কি উদ্দেশ্যে, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি—দারতায়াঁকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই মাদমোয়াজেলকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সাথে রাজবাড়ির, বিশেষ করে রাণীর গোপনীয় কথাবার্তা যদি জেনে নেয়া যায় তো মন্দ কি?'

'ওর পেট থেকে কথা বার করবে?' বলল দারতায়াঁ। 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কঙ্গট্যাঙ্গ একটা কথাও বলবে না।'

'পেট থেকে কথা বের করার অনেক কৌশল জানা আছে কার্ডিন্যালের,' বলল পর্থোস।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দারতায়াঁ।

'ওকে উদ্ধার করতে হবে, আর সেজন্যেই তোমাদের কাছে এসেছি। কিছু একটা উপায়—।'

উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যাথোস-ও। কাঁধে হাত রেখে সে শান্ত করার চেষ্টা করল বন্ধুকে। 'নিশ্চয়ই ওকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ফ্রান্সের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি আমরা। এর মধ্যেই যদি কোন কারাগারে আটকে ফেলে থাকে মাদমোয়াজেল বোনাসিওকে, একটু কঠিনই হবে তাকে বের করে আনা। উঁচু পর্যায়ের ক্ষমতাশালী কারও সাহায্য ছাড়া সম্ভব হবে না। খুবই উঁচু পর্যায়ের—।'

'রাণী!' বলে উঠল আরামিস।

বাকি তিনজন এক সঙ্গে ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

'এ-ছাড়া কোন উপায় নেই,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে যেতে লাগল ও। 'রাণীকে জানাতে হবে, কি ঘটেছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে মেয়ে তাঁর কাজ করেছে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন রাণী। কোথায় ওকে আটকে রাখা হয়েছে, তা যদি কারও পক্ষে খোঁজ করা সম্ভব হয় তো সে তাঁর পক্ষেই। রাণীর কাছে খবর পাঠাতে হবে আমাদের।'

'ঠিক বলেছ,' চিৎকার করে উঠল দারতায়াঁ, আশার আলোয় চকচক করছে ওর চোখ দুটো। 'কিন্তু সমস্যা হলো, খবরটা পাঠানো যাবে কি করে? ধরো কারও মাধ্যমে আমরা পাঠাতে পারলাম, কি করে নিশ্চিত হব, রাণীর হাতে পৌঁছোচ্ছে

খবরটা?'

'রাণীর খুব ঘনিষ্ঠ এক মহিলার সাথে পরিচয় আছে আমার,' আড়ষ্ট গলায় বলল আরামিস।

'আচ্ছা!' তর্জনী উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল পর্থোস, মুখে সবজান্তার হাসি। 'ব্যাপার তাহলে এই!'

উসখুস করতে লাগল আরামিস। গাঢ় লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে। মুকুটের ছবি সেলাই করা একটা রুমালের কথা মনে পড়ে গেল দারতায়াঁর। আরামিসের বাসার জানালায় দাঁড়িয়ে এক মহিলার সাথে আলাপ করেছিল কন্সট্যান্স, তা-ও মনে পড়ল, কিন্তু কিছু বলল না ও।

মহিলার সঙ্গে কোথায় কি করে পরিচয়, তার সঙ্গে আরামিসের সম্পর্কই বা কি, সে সব নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না কেউ।

'আরামিস ঠিক বুদ্ধিটাই দিয়েছে,' সমর্থনের ভঙ্গিতে বলল অ্যাথোস। 'শুনছি, আজকাল নাকি বেশ ভাল সম্পর্ক যাচ্ছে রাজা রাণীর ভেতর। রাণীর কানে কথাটা ঠিক মত পৌঁছুলে খোদ রাজার সাহায্যও হয়তো পাওয়া যাবে।'

বেশ কয়েক দিন পেরিয়ে গেছে তারপর। দিনগুলো এখন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কাটছে দারতায়াঁর। ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয় প্রতিটা দিনকে। অপেক্ষা কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে তা ও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে এই ক'দিনে। এর মধ্যে আরামিসের কাছে শুধু এই খবরটুকু পেয়েছে যে, কার্ডিন্যালের লোকরা কন্সট্যান্সকে তুলে নিয়ে গেছে এই কথাটা রাণীকে জানানো হয়েছে। রাণী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওকে উদ্ধারের জন্যে তাঁর সাধ্যে যা কুলায় সব তিনি করবেন। ব্যস তারপর আর কোন খবর নেই।

এর ভেতর নিজের কাজে কোন অবহেলা করেনি দারতায়াঁ। মাস্কেটিয়ার হিসেবে যা যা দায়িত্ব সব পালন করে যাচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে। বাকি সময়ের বেশির ভাগ কাটছে নিজের ঘরে পায়চারি করে।

অবশেষে এক রোববার উচাটন মনটাকে শান্ত করার আশায় ও গেছে বাড়ির কাছের এক গির্জায়। শান্ত ভাবে বসে প্রার্থনায় মন দেয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ওর সামনে বসা মহিলা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাল। পাশ থেকে এক ঝলক দেখেই মহিলাকে চিনতে পারল দারতায়াঁ। অনেক দিন আগে মিডিং-এ সরাইখানার সামনে গাড়িতে, এবং তারপর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার সময় টেমস-এ জাহাজের ডেকে এই মহিলাকেই দেখেছিল ও। মিলাডি ওরফে কাউন্টেস দ্য উইন্টার যার নাম। দারতায়াঁ জানে, কন্সট্যান্সের অপহরণকারীদের মধ্যে মিডিং-এর সেই গালকাটা লোকটা ছিল। আর ওই লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মিলাডির। ঠিক করে ফেলল দারতায়াঁ, অনুসরণ করবে মিলাডিকে। তাহলে গালকাটা লোকটার এবং সেইসূত্রে কন্সট্যান্সের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

প্রার্থনা শেষে গির্জা থেকে বেরুল মিলাডি। অলক্ষে থেকে অনুসরণ করল দারতায়াঁ। গির্জার বাইরে এসেই একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ করতে

লাগল মিলাডিকে। গির্জার উঠানের পাশে দাঁড়ানো চমৎকার একটা গাড়িতে উঠল মিলাডি। ওঠার আগে কোচোয়ানকে বলল কোন ঠিকানায় যেতে হবে। দারতায়াঁ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খুব দূরে নয় গাড়িটা। মিলাডির বলা ঠিকানাটা শুনতে ওর অসুবিধা হলো না।

মিলাডির গাড়ি রওনা হয়ে যেতেই ও দ্রুত পায়ে এগোল মাস্কেটিয়ার বাহিনীর আস্তাবলের দিকে। কাছেই ওটা। এখান থেকে একটা ঘোড়া নেবে মিলাডির বলা ঠিকানাটা খুঁজতে যাওয়ার জন্যে।

ঘোড়া নিয়ে রওনা হওয়ার পর হঠাৎই দারতায়াঁর মনে হলো অ্যাথোসের সঙ্গে দেখা করে যাবে। কাছেই অ্যাথোসের বাসা। ওই বাসার সামনে দিয়েই যেতে হবে ওকে। অ্যাথোসকে জানিয়ে যাবে ওর মিলাডিকে অনুসরণ করার কথা।

অ্যাথোসের বাসায় পৌঁছে দারতায়াঁ দেখল এই সাতসকালে মদ নিয়ে বসেছে সে। ভীষণ বিষণ্ন তার চেহারা। দারতায়াঁ তাকে বলল সেকথা।

'তোমাকেও তো খুব একটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে না,' বলল অ্যাথোস।

'আমি হচ্ছি দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ,' বলল দারতায়াঁ।

'তুমি হতভাগ্য! কি করে?'

'হতভাগ্য না? জীবনে প্রথম একজনকে ভাল লাগল, আর তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল কার্ডিন্যালের লোকরা।'

'দূর দূর, তুচ্ছ ব্যাপার!' এক ঢোক মদ গিলে বলল অ্যাথোস।

খেয়াল করেছে দারতায়াঁ, একটু মদ পেটে পড়লেই যেকোন ব্যাপারকে 'তুচ্ছ ব্যাপার' বলা অ্যাথোসের একটা স্বভাব। তাই ও রাগ করল না। তবে একেবারে ছেড়েও দিল না।

'তোমার কাছে সব কিছুই তো তুচ্ছ ব্যাপার। শোনো একটু আগে কি হয়েছে—' এর পর বলে গেল দারতায়াঁ সকালে গির্জার মিলাডিকে দেখা থেকে শুরু করে ওর মিলাডিকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সব।

'তুচ্ছ ব্যাপার! সব তুচ্ছ ব্যাপার!' আবার বলল অ্যাথোস। 'কি লাভ এসব করে?'

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারল না দারতায়াঁ। 'জীবনে কোনদিন কাউকে ভালবাসোনি, তুমি তো বলবেই একথা।'

শুনে একেবারে চুপ মেরে গেল অ্যাথোস। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিকই বলেছ, বন্ধু, আমি কাউকে কোনদিন ভালবাসিনি।...আর তুমি?'

'আমি ভালবাসি কন্সট্যান্সকে।'

'পাগল!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল অ্যাথোস। 'তুমি ওকে ভাল করে চেনোও না।'

'যেটুকু চিনি তা-ই যথেষ্ট ওকে ভালবাসার জন্যে।'

'বন্ধু, ভালবাসা বড় বিপজ্জনক জিনিস! এ শুধু দুর্ভাগ্যের দিকে, বেদনার দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।'

'তুমি কি করে জানো? তুমি কখনও প্রেমে পড়োনি, কাউকে ভালবাসনি!'

'ঠিক···ঠিক।' আবার এক ঢোক মদ খেল অ্যাথোস। 'তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো। সত্য গল্প। প্রেম যে মানুষকে কি করে জ্বালায় তার গল্প।'

'তোমার জীবনে ঘটেছিল!' বিস্ময় দারতায়াঁর গলায়।

'হয়তো আমার জীবনে···হয়তো আমার কোন বন্ধুর জীবনে—তাতে কিছু আসে যায় না।' খানিকটা মদ গলায় ঢেলে আবার শুরু করল অ্যাথোস: 'আমার এক বন্ধু—আমি না, আমার এক বন্ধু—অভিজাত বংশের এক জমিদার তার গ্রামের বাড়িতে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। মাত্র ষোলো বছর বয়েস ছিল মেয়েটার। অপূর্ব সুন্দরী। কেউ কিছু জানত না তার সম্পর্কে। মাত্র ক'দিন আগে তার ভাইয়ের সাথে এসেছিল ওই গ্রামে থাকতে। ভাইটা ছিল যাজক। তো, সেই জমিদার প্রথম দেখায়ই প্রেমে পড়লেন মেয়েটার, এবং ক'দিনের মাথায় বিয়েও করে বসল। কি বোকামিই না করেছিল!'

'কেন? যত যা-ই হোক সে ভালবেসেছিল মেয়েটাকে।'

'হুঁ, শোনো তারপর। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে কি আবিষ্কার করেছিল জানো? আবিষ্কার করেছিল মেয়েটা চোর—দাগী আসামী। তার গায়ে ফ্লেয়র-দ্য-লি—* এর ছাপ মারা।'

'কি বলছ তুমি!' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল দারতায়াঁ।

'হ্যাঁ!' দু'হাতে মুখ ঢাকল অ্যাথোস। অনেকক্ষণ রইল ওভাবে। তারপর যখন হাত সরাল মুখের ওপর থেকে, দারতায়াঁ দেখল দু'চোখের কোণে ওর পানি চিকচিক করছে। 'ভেবেছিলাম আমি স্বর্গের এক অপ্সরাকে বিয়ে করেছি। কিন্তু ও ছিল শয়তানের সাক্ষাৎ সহচরী।'

মদের ঘোরে বেমালুম ভুলে বসে আছে অ্যাথোস 'এক বন্ধুর' কাহিনি শোনাচ্ছিল ও। এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না দারতায়াঁ। প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম এক গাছে।'

'মানে ফাঁসি দিয়েছ?'

'আঁ···হ্যাঁ!' আবার এক ঢোক মদ গিলল অ্যাথোস।

'আর ওর ভাইটা?'

'ভাই না ছাই! ছোকরা ছিল মেয়েটার প্রেমিক। ভাই পরিচয় দিয়ে থাকত। ওকেও ফাঁসি দেব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি ওকে ধরতে পারার আগেই সে পালিয়ে যায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যাথোস। তারপর বলল, 'এখন তুমি বুঝতে পারছ, কেন আমি সুন্দরী মেয়েদের এড়িয়ে চলি?'

'আমি দুঃখিত, অ্যাথোস,' বলল দারতায়াঁ। 'আমি এসব কথা জানতাম না।'

'তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। এবার কেটে পড়ো এখন থেকে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও!'

ভারাক্রান্ত মনে বন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে এল দারতায়াঁ। অ্যাথোসের কাহিনি

---

* সে যুগে ফ্রান্সে দাগী আসামীদের কাঁধে ফ্রান্সের রাজকীয় চিহ্ন 'ফ্লেয়র-দ্য-লি- এর ছাপ মেরে দেয়া হত।

শুনে মিলাডির খোঁজে যাওয়ার আগ্রহ ওর দূর হয়ে গেছে। তারপরই মনের পটে ভেসে উঠল কন্সট্যান্স বোনাসিওর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা। 'না, কন্সট্যান্স ওরকম শঠ, মিথ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেয়ে হতে পারে না,' মনে মনে বলল ও। 'নিশ্চয়ই ও ভালবাসে আমাকে, নইলে সেরাতে ওর সাথে দেখা করার জন্যে সেন্ট ক্লাউডের প্যাভিলিয়নে যেতে বলত সে।'

মনের সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল দারতায়াঁ। উদ্ধার করতে হবে কন্সট্যান্সকে। আর সেজন্যে মিলাডিই আপাতত একমাত্র সূত্র।

কোচোয়ানকে মিলাডি যে ঠিকানার কথা বলেছিল সেখানে পৌঁছে দারতায়াঁ দেখল, বাড়ি শূন্য। চাকর বাকর ছাড়া কেউ নেই বাসায়।

এবার কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল দারতায়াঁ। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল করল এক জায়গায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি। গাড়িটা মিলাডির! জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অশ্বারোহী এক ইংরেজের সাথে কথা বলছে মিলাডি। কথা বলছে না বলে ঝগড়া করছে বলাই ভাল; তবে ফরাশিতে নয়, ইংরেজিতে। ফলে দারতায়াঁ ওর কথা পুরোপুরি শুনতে পেলেও বুঝতে পারল না কিছুই। অবশ্য এটুকু বুঝতে পারছে ভয়ানক রেগে গেছে মিলাডি। ইংরেজ ভদ্রলোক হাসছেন। আর তার হাসি দেখে আরও রেগে যাচ্ছে মিলাডি। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে হাতের পাখাটা দিয়ে ভদ্রলোকের হাতে আঘাত করে বসল সে।

নিজের অজান্তেই বীরত্ব প্রদর্শনের আশঙ্কা জেগে উঠল দারতায়াঁর ভেতর। এগিয়ে গেল ও। সম্মান জানানোর ভঙ্গিতে রীতি মাফিক মাথা নুইয়ে বলল, 'ম্যাডাম, এই ভদ্রলোক মনে হয় বিরক্ত করছে আপনাকে। আপনি চাইলে ওকে এক্ষুণি এর প্রতিফল পাইয়ে দিতে পারি।'

সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিলাডি দারতায়াঁর দিকে। তারপর একটু হেসে নিখুঁত ফরাশিতে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মঁসিয়ে, আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে। কিন্তু আপনাকে কিছু করতে হবে না। ইনি আমার ভাই।'

'ও, মাফ করবেন আমাকে!' বিব্রত গলায় বলল দারতায়াঁ। 'আমি বুঝতে পারিনি।'

'এই গর্দভটা আবার কি চায়?' জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজ ভদ্রলোক।

মুহূর্তে রাগে জ্বলে উঠল দারতায়াঁ। 'গর্দভ! এক্ষুণি দেখা যাবে কে গর্দভ।' বলতে বলতে তলোয়ার বের করল ও।

গোলমালের আশঙ্কা দেখে আর অপেক্ষা করল না মিলাডি। কোচোয়ানকে নির্দেশ দিল গাড়ি ছাড়ার।

'দেখতেই পাচ্ছ আমার কাছে তলোয়ার নেই,' দারতায়াঁর উদ্দেশ্যে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোক।

'এখন নেই, তবে বাসায় আশাকরি তোমার তলোয়ার আছে,' বলল দারতায়াঁ। 'না থাকলে আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে একটা ধার দিতে পারি।'

'এ ধরনের খেলনা অনেক আছে আমার,' শীতল গলায় বললেন ইংরেজ।

'বেশ, তাহলে খেলব আমরা, মঁসিয়ে, তুমি আর আমি! আজ সন্ধ্যা ছ'টায়

লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পিছনে?'

'ঠিক আছে। ছ'টায় আমি উপস্থিত থাকব ওখানে। সঙ্গে আমার তিন বন্ধু থাকবে।'

'ভাল কথা। আমার সাথেও তিন বন্ধু থাকবে।'

'বেশ বেশ। এখন মঁসিয়ের নামটা জানতে পারি?'

'আমি দারতায়াঁ, রাজার মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে আছি। আর তুমি?'

'আমি লর্ড দ্য উইন্টার,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল দারতায়াঁ ইংরেজ ভদ্রলোকের অপসৃয়মান অবয়বের দিকে। ডিউক অফ বাকিংহামের কাছে ও শুনেছিল লর্ড দ্য উইন্টার মারা গেছেন। তাহলে এ কে? এই ভদ্রলোক সেই লর্ড দ্য উইন্টারের ভাই হতে পারেন অবশ্যই। কিন্তু মিলাডি তাহলে এর বোন হয় কি করে? মিলাডিই যে লেডি দ্য উইন্টার—মানে আগের লর্ড দ্য উইন্টারের স্ত্রী এ ব্যাপারে প্রায় নিঃসংশয় দারতায়াঁ। সবচেয়ে বড় কথা মিলাডি ফরাশি আর এ লোক ইংরেজ। অনেক ভেবেও প্রশ্নটার কোন জবাব পেল না ও। অবশেষে রওনা হলো নিজের পথে।

## ষোলো

সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। লুক্সেমবার্গ প্রাসাদের পিছনে গাছপালা ঘেরা মাঠটায় অপেক্ষা করছে চার মাস্কেটিয়ার। গির্জার ঘণ্টা যখন ছটা বাজার সঙ্কেত ঘোষণা করতে শুরু করেছে ঠিক তখন একটা গাড়ি এসে থামল মাঠের পাশে। চারজন ইংরেজ গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে প্রবেশ করল মাঠে।

'মাননীয় লর্ড ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন দেখছি,' বিদ্রূপের সুরে বলল দারতায়াঁ।

'কেন, তোমার সন্দেহ ছিল নাকি?' ভারিক্কি চালে বললেন লর্ড উইন্টার।

এ ধরনের আলাপ আর এগোতে দিল না অ্যাথোস। বলল, 'তৈরি আপনারা, মাননীয় লর্ড?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে লড়াই শুরু করা যেতে পারে।'

চার মাস্কেটিয়ার তাদের চার ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো মাঠের চার কোনায়। কার্ডিন্যালের রক্ষীরা এসে পড়লে ওরা ছুটে এসে খবর দেবে।

দুই পক্ষের চার চার আট জন তৈরি হয়ে দাঁড়াল। তারপর শুরু হয়ে গেল লড়াই। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় ঝলকে উঠতে লাগল তরবারিগুলো। অ্যাথোস তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথম পরাস্ত করল। ওর এক আঘাতেই ধরাশায়ী হলো ইংরেজটা। পর্থোসের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরাশায়ী হলো তারপর। তার উরুতে লাগল আঘাত। আর আরামিস এমন ভয়ঙ্কর তেজে লড়ল যে অল্পক্ষণেই তার প্রতিপক্ষ

প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুট লাগাল। তার পালানো দেখে মাঠের প্রান্ত থেকে হো-হো করে হেসে উঠল ভৃত্যরা।

দারতায়াঁ লড়ছে খুব সাবধানে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং লর্ড উইন্টার। ভদ্রলোক ভালই তলোয়ার চালান। তবে শেষ পর্যন্ত দারতায়াঁর সাথে এঁটে উঠতে পারলেন না তিনি। দারতায়াঁর এক আচমকা প্যাঁচাল আঘাতে তলোয়ার ছুটে চলে গেল তাঁর হাত থেকে। লর্ড উইন্টার লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন ওটা তুলবার জন্যে। কিন্তু কপাল খারাপ ভদ্রলোকের, দুপা যেতে না যেতেই পা হড়কে পড়ে গেলেন তিনি। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে দারতায়াঁ তাঁর বুকের ওপর পা রেখে গলায় তলোয়ারের আগা ছুঁইয়ে দাঁড়াল।

'এই মুহূর্তে আপনাকে আমি হত্যা করতে পারি, জনাব লর্ড,' বলল ও। 'কিন্তু করব না। আপনার বোনের কথা মনে করে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

সরে এল দারতায়াঁ লর্ড উইন্টারের বুকের ওপর থেকে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন লর্ড উইন্টার। দু' চোখে বিস্ময়। এমন বেকায়দায় পেয়েও দারতায়াঁ তাকে ছেড়ে দেবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি, যেমন ভাবেননি এভাবে তাঁকে পরাজিত হতে হবে।

অবশেষে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সচেতন হলেন লর্ড উইন্টার। দারতায়াঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। দারতায়াঁর সাহস আর তলোয়ার চালানোর কৌশলের প্রশংসা করলেন মুক্ত কণ্ঠে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাঁকে প্রাণে না মারার জন্যে। দারতায়াঁ তাঁর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল।

লর্ড উইন্টার এবার বললেন, 'আমার যে বোনের কথা স্মরণ করে আপনি আজ আমাকে রেহাই দিলেন তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ও খুব খুশি হবে।'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল দারতায়াঁর হৃদয়, এটাই তো সে চাইছিল। মিলাডির সাথে পরিচিত হতে পারলে কঙ্গট্যাঙ্গকে খুঁজে বের করার একটা পথ পাওয়া যাবে অবশ্যই। তবে এই উৎফুল্ল ভাবটা ও ওর চেহারায় ফুটতে দিল না। বরং একটু ইতস্তত করার ভঙ্গি করতে লাগল।

পর্থোস বলে উঠল, 'যাও হে, দারতায়াঁ, ঘুরেই এসো।'

'আচ্ছা ঠিক আছে,' বলল দারতায়াঁ। 'সত্যি কথা বলতে কি আমিও খুশি হব আপনার বোনের সাথে পরিচিত হতে পারলে।'

'তাহলে রাত আটটায় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব আপনার বাসায়,' বললেন লর্ড উইন্টার। 'আপনার ঠিকানাটা—?'

ঠিকানা বলল দারতায়াঁ। তারপর বন্ধুদের নিয়ে রওনা হলো ও বাসার দিকে।

ঠিক আটটায় দারতায়াঁর বাসায় পৌঁছুলেন লর্ড উইন্টার। গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন বললেও কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এসেছেন ওকে নিতে।

লর্ড উইন্টারের গাড়িতে চেপে মিলাডির বাড়িতে পৌঁছুল দারতায়াঁ। বিরাট

বাড়িটা জাঁকজমকের সাথে সাজানো। যেদিকেই চোখ পড়ে বহুমূল্য সব জিনিস। স্পষ্ট বুঝতে পারল দারতায়াঁ টাকাপয়সা ভালই আছে মিলাডির। লর্ড উইন্টার তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন দারতায়াঁর।

'এই ভদ্রলোক আজ সুযোগ পেয়েও আমাকে হত্যা করেনি,' বললেন তিনি। 'তাই ওঁকে নিয়ে এলাম তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দিতে। এঁর নাম দারতায়াঁ। আর, মঁসিয়ে দারতায়াঁ, এই হচ্ছে আমার বোন।'

মিলাডি হাসল—অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। 'আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, মঁসিয়ে,' বলল সে, যদিও কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার কোন ছোঁয়া পাওয়া গেল না। বরং একটু যেন রুক্ষ ওর কণ্ঠস্বর। 'আপনার মহত্ত্বের কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে আমাদের। আসুন বসুন।'

মখমলের গদি মোড়া আসনে দারতায়াঁকে বসাল মিলাডি। লর্ড উইন্টার ঘরের এককোণে টেবিলের উপর রাখা বোতল থেকে মদ ঢেলে নিয়ে এলেন দুটো গ্লাসে। একটা গ্লাস মিলাডির দিকে আর আরেকটা দারতায়াঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। দারতায়াঁ খেয়াল করল মদের গ্লাসটা নিতে নিতে ক্রূর একটা দৃষ্টি খেলে গেল মিলাডির চোখে। ব্যাপারটা লর্ড উইন্টারের চোখে পড়ল কিনা ও ঠিক বুঝতে পারল না। এরপর তৃতীয় একটা গ্লাসে নিজের জন্যে মদ ঢেলে আনলেন উইন্টার।

পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করলেন ওঁরা। এমন সময় এক পরিচারিকা ঘরে ঢুকে লর্ড উইন্টারের কাছে গিয়ে কি যেন বলল নিচু কণ্ঠে।

ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন উইন্টার। দারতায়াঁর সামনে এসে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি নিমন্ত্রিত অতিথি। তবু আপনাকে ফেলে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। খুবই জরুরি একটা খবর এসেছে, আমার না গেলেই নয়। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, না, কি যে বলেন!' বিনয় প্রকাশ করল দারতায়াঁ।

চলে গেলেন লর্ড উইন্টার। সঙ্গে সঙ্গে দারতায়াঁ খেয়াল করল, পুরোপুরি বদলে গেছে মিলাডির মুখের ভাব। আগের নিস্পৃহ রুক্ষতার স্থান দখল করেছে অদ্ভুত এক কোমলতা। মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক।

'এই যে লর্ড উইন্টার, যিনি এতক্ষণ আমার ভাই বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন উনি আসলে আমার ভাই নন,' বলল মিলাডি। দারতায়াঁর চোখে যতটা বিস্ময় দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল তা না দেখে ও আবার বলল, 'আপনি আশা করি ব্যাপারটা আঁচ করেছেন ইতিমধ্যে। উনি ইংরেজ, আমি ফরাশি। আসলে উনি আমার স্বামীর ভাই। কিছুদিন আগে মারা গেছেন আমার স্বামী। আমার জন্যে রেখে গেছেন একটি পুত্র সন্তান।'

'কিন্তু লর্ড উইন্টার—' শুরু করল দারতায়াঁ।

ওকে থামিয়ে দিয়ে মিলাডি বলে চলল, 'উনি বিয়ে থা করেননি। উইন্টার পরিবারের সব সম্পত্তির মালিক তো উনি। উনি যদি আজীবন বিয়ে না করে থাকেন তাহলে ওর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে আমার ছেলে।

কথাগুলো কেমন যেন ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হলো দারতায়াঁর। ওকে কেন

অযাচিতভাবে এসব কথা শোনাল মিলাডি তা ও ভেবে পেল না। অবশ্য মিলাডির মিষ্টি হাসি আর কোমল কথাবার্তায় অল্পক্ষণেই এই খুঁতখুঁতানিটা ওর মন থেকে বিদায় নিল।

বেশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল দারতায়াঁ লর্ড উইন্টারের ফিরে আসার আশায়। কিন্তু তিনি এলেন না। অবশেষে উঠল ও। বিদায় দেবার আগে মিলাডি ওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল, পরদিন সন্ধ্যায় আবার ও আসবে। খুশি মনেই প্রতিশ্রুতি দিল দারতায়াঁ। ও জানে এই মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে কন্সট্যান্স বোনাসিওকে খুঁজে বের করার একটা পথ পাওয়া যাবে।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতিশ্রুতি মত দারতায়াঁ হাজির হলো মিলাডির বাসায়। ও ভেবেছিল লর্ড উইন্টার থাকবেন। কিন্তু নেই তিনি। মিলাডি একাই অভ্যর্থনা জানাল ওকে। এবং দারতায়াঁ যা আশা করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ সে অভ্যর্থনা। অবাক হওয়া উচিত ছিল দারতায়াঁর; কিন্তু গতকাল থেকে এমন সব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে যে অবাক হওয়ার ক্ষমতা ওর লোপ পেয়েছে যেন।

কুশল বিনিময়ের পর বেশ কিছুক্ষণ একথা সেকথা আলাপ হলো দু'জনের। তারপর মিলাডি আলাপের প্রসঙ্গ আস্তে আস্তে ঠেলে নিয়ে গেল ব্যক্তি দারতায়াঁর দিকে। দারতায়াঁ সম্পর্কে বেশ আগ্রহী মনে হতে লাগল ওকে। দারতায়াঁ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করেন না তো?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মিলাডি, মৃদু হাসিটা ধরা আছে মুখে।

'নিশ্চয়ই না,' বলল দারতায়াঁ। 'কি কথা?'

'আপনি তো রাজার মাস্কেটিয়ার। কখনও কার্ডিন্যালের রক্ষী হওয়ার ইচ্ছা হয়নি আপনার?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র ভেতরটা শক্ত হয়ে গেল দারতায়াঁর। মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল ও, সামনে বসা মহিলা কার্ডিন্যালের চর এবং আজ্ঞাবহ। মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল দারতায়াঁ।

'ওহ, কার্ডিন্যাল,' চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল ও। 'যদ্দূর শুনেছি খুব বড় মাপের মানুষ উনি। আমার বাবার সঙ্গে যদি মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের পরিচয় না থাকত তাহলে হয়তো কার্ডিন্যালের বাহিনীতেই যোগ দিতাম।'

'আমার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক কার্ডিন্যালের,' বলল মিলাডি। 'কার্ডিন্যালের কাছে কোন প্রয়োজন যদি কখনও পড়ে বলবেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে সাহায্য করতে।'

'নিশ্চয়ই বলব। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এরপর মিলাডি আলাপের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে গেল লণ্ডনের দিকে। ওর লণ্ডনে থাকার সময়ের অনেক কথা বলে গেল অনর্গল। তারপর আবার আচমকা প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কখনও লণ্ডনে গেছেন?'

এবারও সতর্কতার সাথে জবাব দিল দারতায়াঁ। 'হ্যাঁ, গেছি। একবার।

মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিছু ঘোড়া কিনবার জন্যে।'

আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর বিদায় নিল দারতায়াঁ। এদিনও মিলাডি ওর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল, পরদিন আসবে ও।

এরপর থেকে প্রতিদিনই দারতায়াঁ যেতে লাগল মিলাডির বাড়িতে। কয়েক দিনের মধ্যে ওদের সম্বোধন আনুষ্ঠানিক *আপনি* থেকে আন্তরিক *তুমি* তে নেমে এল। মিলাডির মোহনীয় রূপের ফাঁদে আটকা পড়ল দারতায়াঁ। ভুলতে বসল কন্সট্যান্স বোনাসিওর কথা, কি জন্যে মিলাডিকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল সেকথা। এমনকি বন্ধু অ্যাথোস, পর্থোস, আরামিসও প্রায় হারিয়ে গেল ওর মন থেকে।

কিন্তু ও ভুলতে চাইলেও বন্ধুরা ওকে ভুলল না। ওরা প্রায়ই দল বেঁধে এসে দেখা করে ওর সাথে। মিলাডির ব্যাপারে সতর্ক করে ওকে। স্মরণ করিয়ে দেয় কন্সট্যান্সের অপহরণের সঙ্গে মিলাডির হাত থাকতে পারে। কিন্তু মিলাডির মোহময় রূপ আর প্রগল্‌ভ কথাবার্তা ওকে এমনই আবিষ্ট করে ফেলেছে যে এসব সতর্কবাণী ওর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। মিলাডিকে ওর দুনিয়ার সবচেয়ে রূপসী নারী মনে হয়। মনে হয় মিলাডি ওকে ভালবাসে, ও-ও ভালবাসে মিলাডিকে। এভাবে চলল দিনের পর দিন।

অবশেষে একদিন, অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে এসে পড়েছে ও মিলাডির বাসায়। মিলাডি বা তার ব্যক্তিগত পরিচারিকা কিটি কেউই টের পায়নি ও এসেছে।

বসার ঘরে কিছুক্ষণ একা একা অপেক্ষা করল দারতায়াঁ। তারপর ভাবল ও যে এসেছে কথাটা জানানো দরকার বাড়ির লোকদের। উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এল ও। একটা আধ খোলা দরজা দেখে এগিয়ে গেল। দরজাটার সামনে পৌঁছে সাড়া দিতে যাবে দারতায়াঁ এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এল মিলাডির গলা:

'তাড়াতাড়ি আমার চুলগুলো বেঁধে দাও, কিটি; এক্ষুণি ওই জঘন্য লোকটা এসে পড়বে।'

'কার কথা বলছেন, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল কিটি।

'কার আবার ওই হতভাগা দারতায়াঁর।'

দরজার বাইরে পাথরের মত জমে গেল যেন দারতায়াঁ।

'মঁসিয়ে দারতায়াঁ জঘন্য তার পরে আবার হতভাগা!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল কিটি। 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ওকে ভালবাসেন, ম্যাডাম!'

'ভালবাসি! ফু! আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? দুনিয়ার যে কয়টা মানুষকে আমি ঘেন্না করি ও তাদের একটা।'

'তাহলে কেন ওঁকে বাড়িতে আসতে দেন, এত ভাল ব্যবহার করেন?'

'কার্ডিন্যাল বলেছে শুধু সেই কারণে। নইলে আমি ওকে রোজ রোজ বাড়িতে ডেকে খাতির যত্ন করি? একে নির্বোধ ছোঁড়া, তার ওপর আমার যে ক্ষতি করেছে!'

'আপনার ক্ষতি করেছে!?'

'করেনি? ভেবে দেখো, সুযোগ পেয়েও গর্দভটা লর্ড উইন্টারকে হত্যা করেনি! দয়ার সাগর, আমার কথা মনে করে ছেড়ে দিয়েছে! গর্দভটা সেদিন যদি উইন্টারকে খুন করত তাহলে আজ আমি ইউরোপের সেরা ধনীদের এক জন থাকতাম। এখন কে বলতে পারে কতদিন আমাকে উইন্টারের মরার অপেক্ষায় থাকতে হবে! এর সব দায় ওই দারতায়াঁর। আমি এর শোধ নিয়ে ছাড়ব, দেখো!'

মিলাডির গলায় সুতীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ শুনতে পেল দারতায়াঁ। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর শরীর। এমন নীচ, প্রবঞ্চক হতে পারে কোন মহিলা!

'ডাইনী ও!' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল দারতায়াঁ। 'ঠিক আছে, মিলাডি, আমিও তোমাকে দেখে ছাড়ব!'

যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে মিলাডির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল দারতায়াঁ। তারপর রোজ যে সময়ে আসে সে সময়ে বেশ সাড়া শব্দ করে আবার ঢুকল ও ওই বাড়িতে। মুখের ভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যেন কিছুই জানে না, কিছুই শোনেনি।

মিলাডি রোজকার মত হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। ঘরে নিয়ে বসাল। ওর কথাবার্তায় আজ অনেক বেশি আন্তরিকতা এবং আবেগের ছোঁয়া লক্ষ করল দারতায়াঁ। বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল ও। কিছুতেই মেলাতে পারছে না মিলাডির এখনকার আচরণের সঙ্গে বিকেলে কিটিকে বলা কথাগুলোকে।

যথাসময়ে উঠে দাঁড়াল দারতায়াঁ বিদায় নেয়ার জন্যে।

মিলাডি বলল, 'একটু দাঁড়াও।' নিজের আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে বাড়িয়ে ধরল দারতায়াঁর দিকে। 'এটা নাও। আমার ভালবাসার কথা মনে করে রেখে দিও।' ওর সমস্ত কোমলতা আর মাধুর্য যেন প্রকাশ পেল এই কথাটুকুর মধ্যে।

দারতায়াঁ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। এই মেয়ে বিকেলে ওই কথা বলেছে ও নিজের কানে শোনা সত্ত্বেও এখন আর বিশ্বাস হতে চাইছে না।

'এ তো অনেক দামী জিনিস,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল দারতায়াঁ। 'আর এত সুন্দর! আমি এর যোগ্য নই।'

'যোগ্য কি যোগ্য নও সে আমি জানি।' বলে দারতায়াঁর হৃদয় এফোঁড় ওফোঁড় করা এক হাসি হেসে মিলাডি ছুটে চলে গেল ওর ঘরের দিকে।

দারতায়াঁ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। তারপরই ঘটল ঘটনাটা। মিলাডি ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল দারতায়াঁর দিকে। এই তাকানোর কারণেই হোক আর অভিনয়ের আতিশয্যেই হোক ও ঠিক হিসেব রাখতে পারেনি ঘরের দরজাটা কোথায়। দারতায়াঁর দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার যখন ও সামনে তাকিয়েছে তার পর মুহূর্তে ও ধাক্কা খেল দরজার চৌকাঠের সঙ্গে। প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গেল কপালটা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মিলাডি।

দারতায়াঁ দৌড়ে গেল ওকে ধরতে। চিৎকার করে ডাকল পরিচারিকাকে:

'কিটি! কিটি, জলদি এসো!'

কিটি ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসল মিলাডির পাশে। দারতায়াঁও বসল। কিটি

মিলাডিকে এক পলক দেখেই উঠে গিয়ে পানি নিয়ে এসে ওর চোখে মুখে কপালে ছিটিয়ে দিতে লাগল। তারপর মিলাডির পোশাক ঢিলে করে দিল যাতে ও সহজে শ্বাস নিতে পারে। কাঁধ অনাবৃত হয়ে গেল মিলাডির। তারপরই দারতায়াঁর চোখে পড়ল জিনিসটা। মিলাডির সদ্য অনাবৃত কাঁধে একটা ছাপ—*ফ্লেয়র দ্য লি!*

চমকে উঠল দারতায়াঁ। চমকে উঠল কিটিও। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাল ওরা। এই সময় জ্ঞান ফিরে এল মিলাডির। দারতায়াঁ আর কিটির মুখের দিকে তাকিয়েই ও বুঝতে পারল কি ঘটেছে। ফাঁস হয়ে গেছে ওর গোপন লজ্জা। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মিলাডি। উন্মাদিনীর মত ছুটে গিয়ে একটা ছোরা নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দারতায়াঁর ওপর। ভয়ার্ত এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল কিটির গলা দিয়ে।

'কিটি সরে যাও!' মিলাডির ছোরা ধরা হাতটা ধরে ফেলতে ফেলতে চেঁচাল দারতায়াঁ।

'আজ আর তোর রক্ষা নেই!' চিৎকার করল মিলাডি। 'তোকে আজ আমি শেষ করে ফেলব!' হাত মুচড়ে শরীর বাঁকিয়ে মিলাডি চেষ্টা করল দারতায়াঁর বজ্রমুঠি থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নেয়ার।

মিনিটখানেক ধস্তাধস্তির পর মিলাডি হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল দারতায়াঁর হাত থেকে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে তলোয়ার বের করল দারতায়াঁ। মিলাডি যাতে এগিয়ে আসতে না পারে এমন ভাবে তলোয়ারটা ধরে রেখে ও পিছিয়ে আসতে লাগল পা পা করে। চিৎকার করে কিটিকে বলল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিটি বেরিয়ে যাওয়ার পর দারতায়াঁ এসে দাঁড়াল দরজার চৌকাঠ বরাবর। তারপর দ্রুত একবার হাত চালিয়ে আলতো একটা খোঁচা দিল মিলাডির কপালে। সুতীব্র তীক্ষ্ণ এক হিংস্র চিৎকার বেরোল মিলাডির গলা চিরে।

'প্রবঞ্চক মেয়ে মানুষ! আরেকটা চিহ্ন আমি এঁকে দিলাম তোমার শরীরে,' বলল দারতায়াঁ। 'আগেরটা লুকিয়ে রাখতে পারলেও এ চিহ্নটা তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না।'

দ্রুত দরজার কপাটটা টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দারতায়াঁ। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। ঘরের ভেতর রুদ্ধ আক্রোশে চেঁচিয়ে চলল মিলাডি। অবশেষে জ্ঞান হারাল ও। দারতায়াঁ কিটির হাত ধরে ছুটল রাস্তা দিয়ে।

তিন মাস্কেটিয়ার বন্ধুর মধ্যে আরামিসের বাড়িই মিলাডির বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছে। কিটিকে নিয়ে সোজা সেখানে গেল দারতায়াঁ। মেয়েটাকে আরামিসের হেফাজতে রেখে অ্যাথোসের বাড়ির দিকে ছুটল ও।

অ্যাথোস বাড়িতেই ছিল। দারতায়াঁর চেহারা, ভাব-ভঙ্গি দেখে ও বুঝতে পারল কিছু হয়েছে। তাই দারতায়াঁকে কথা বলতে দেয়ার জন্যে ও চুপ করে রইল।

কোন রকম ভূমিকা করল না দারতায়াঁ। মিলাডির দেয়া আংটিটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরল অ্যাথোসের দিকে।

'দেখো তো চিনতে পারো কিনা।'

আংটিটা দেখেই মুখ পাংশু হয়ে গেল অ্যাথোসের। 'এ আংটি তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'যেখানেই পাই, এটা তুমি চেনো কি না?'

'এরকম একটা আংটি আমার ছিল,' ধীরে ধীরে বলল অ্যাথোস। 'আমার মা দিয়েছিল। সব সময় আমি পরে থাকতাম।'

'পরে কি ওটা বিক্রি করে দিয়েছিলে?'

'না। আমার ভালবাসার নারীকে দিয়েছিলাম।'

'সে কি মিলাডি?'

অবাক হলো অ্যাথোস। 'মিলাডি! তোমার কাছে দু' একবার ওর কথা শুনেছি বটে, তবে কখনও দেখিনি।'

'অ্যাথোস!' উত্তেজনায় থির থির করে কাঁপছে দারতায়াঁর কণ্ঠ। 'অ্যাথোস, আমার মনে হয় মিলাডিই তোমার সেই প্রেমিকা!'

'কি আবোল তাবোল বকছ! আমি নিজের হাতে ওকে ফাঁসিতে দিয়েছি।'

'মিলাডির কাঁধে *ফ্লেয়র দ্য লি*-র ছাপ আছে, অ্যাথোস! আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

চমকে উঠল অ্যাথোস। 'নাহ্, তা কি করে হয়!' অবিশ্বাস ওর কণ্ঠে।

এবার দারতায়াঁ গড় গড় করে বলে গেল বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে সব। শুনে থম মেরে বসে রইল অ্যাথোস।

'বয়স কত হবে মিলাডির?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল ও।

'ছাব্বিশ সাতাশ।'

'মাথার চুল সোনালি, নীল চোখ, কালো ভুরু?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে মেয়েটা ইংরেজ?'

'ওর স্বামী ছিল ইংরেজ, ও ফরাশি।'

'ঠিক জানো তুমি?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমি যাব ওকে দেখতে!' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অ্যাথোস, যেন এখনই রওনা হবে।

'না, অ্যাথোস, এখন না,' বলল দারতায়াঁ। 'ও তোমাকে দেখামাত্র খুন করার চেষ্টা করবে। ও মানুষ নয় ডাইনী।'

'তা আমি জানি,' তিক্ত হাসি হেসে বলল অ্যাথোস। 'সাপের চেয়েও বিপজ্জনক ও।'

'ক্ষমতাশালীও। জানোই তো কার্ডিন্যালের প্রিয় পাত্রী ও।'

'হ্যাঁ, ওর সাথে সাবধানে লাগতে হবে আমাদের।'

এরপর দু'বন্ধু আরামিসের বাসায় গেল। ইতিমধ্যে আরামিস ঠিক করে ফেলেছে কিটির কি হিল্লে করবে। প্যারিসের কাছেই এক গ্রামে আরামিসের পরিচিত এক মহিলা আছে। তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে কিটিকে। সেখানে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করবে ও।

'রাণীর ঘনিষ্ঠ সেই মহিলা?' একটু হেসে প্রশ্ন করল অ্যাথোস।

প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেল আরামিস। কয়েক মিনিট পরেই মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের এক দূত এসে খবর দিল এক্ষুণি চার মাস্কেটিয়ারকে দেখা করতে বলেছেন ক্যাপ্টেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা রওনা হলো মাস্কেটিয়ার বাহিনীর সদরদপ্তরের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে পর্থোসকে ডেকে নিয়ে গেল তার বাসা থেকে। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে অবিলম্বে ওদের রশেলের পথে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রশেলে। বিদ্রোহী প্রোস্টেস্টাণ্টরা দখল করে নিয়েছে বন্দরটা। প্রোস্টেস্টাণ্টদের সাহায্য করছে ইংরেজ বাহিনী। তাদের বিতাড়িত করার জন্যে বিশাল এক ফরাশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মাস্কেটিয়ারদের একটা দলকেও পাঠানো হচ্ছে সাহায্যকারী বাহিনী হিসেবে। ওই দলের সাথে যেতে হবে ওদের চার বন্ধুকে।

## সতেরো

রশেলের যুদ্ধ ফরাশিদের জন্যে বিরাট বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এল। সেই সাথে কার্ডিন্যাল রিশেলিওর জন্যে বয়ে আনল বিপুল খ্যাতি। কারণ এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

যুদ্ধ জয়ের পর বেশ কয়েকটা দিন চলে গেছে। এখনও প্যারিসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পায়নি চার মাস্কেটিয়ার। তাহলেও দিনগুলো খারাপ কাটছে না ওদের—বিশেষ করে অ্যাথোস, পর্থোস, আরামিসের। দারতায়াঁর অবস্থাটা অবশ্য একটু অন্যরকম। মিলাডির ভূত ঘাড় থেকে নেমে যাওয়া মাত্র মিষ্টি মেয়ে কঙ্গট্যান্স-এর স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর। ওকে ভুলে মিলাডির মত প্রবঞ্চক মেয়ে মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল ভাবতেই নিজের প্রতি ধিক্কার জাগে দারতায়াঁর। ও ঠিক করে ফেলেছে, প্যারিসে পৌঁছেই সর্বশক্তিতে আবার কঙ্গট্যান্সের খোঁজে নামবে। কিন্তু কবে আসবে প্যারিসে ফেরার আদেশ?

একদিন সন্ধ্যায় অ্যাথোস, পর্থোস আর আরামিস গেছে ওদের ছাউনির কাছে এক গ্রামের শুঁড়িখানায়। দারতায়াঁ ছুটি পায়নি বলে যেতে পারেনি। শুঁড়িখানায় মদ খেয়ে হল্লা করে বেশ রাতে তিন বন্ধু যখন ছাউনিতে ফিরছে, হঠাৎ ওদের ঘোড়ার আওয়াজ ছাপিয়ে ওরা শুনতে পেল অন্য ঘোড়ার টগবগে আওয়াজ। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দুজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল ওরা।

'কে যায়?' চিৎকার করল অ্যাথোস।

জবাব এল, 'তা দিয়ে তোমাদের দরকার কি?'

'দরকার আছে,' চেঁচাল পর্থোস। 'পরিচয় দাও নইলে আক্রমণ করব আমরা!'

ইতিমধ্যে দুই অশ্বারোহী ওদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তাদের

একজনকে চিনতে পেরেছে ওরা।

'মঁসিয়ে কার্ডিন্যাল!' সবিস্ময়ে বলে উঠল অ্যাথোস।

'কে তুমি?' জানতে চাইলেন কার্ডিন্যাল।

অ্যাথোস নাম বলল।

'তোমার দুই সঙ্গী নিশ্চয়ই পর্থোস আর আরামিস,' বললেন কার্ডিন্যাল। 'তোমাদের কথা অনেক শুনেছি।'

'এত রাতে একজন মাত্র অনুচর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, মাননীয় কার্ডিন্যাল?' জিজ্ঞেস করল অ্যাথোস। 'জানেন না এদিকের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়?'

'জরুরি একটা প্রয়োজনে ডাভকট সরাইখানায় যেতে হচ্ছে। সঙ্গে আরও লোক আনার কথা মনেই হয়নি।'

'আপনি চাইলে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারি,' বলল পর্থোস।

'আমি জানি তোমরা আমাকে পছন্দ করো না,' বললেন কার্ডিন্যাল। 'আমিও যে তোমাদের পছন্দ করি তা নয়। তবে তোমরা সাহসী লোক। সবচেয়ে বড় কথা কুচক্রী নও। জাত শত্রুকেও পেছন থেকে হামলা করো না। তোমাদের ওপর আস্থা রাখা যায়। এসো তাহলে।'

নিজেদের ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই অনেকখানি মাথা নুইয়ে কার্ডিন্যালকে সম্মান জানাল ওরা। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তাঁর পেছন পেছন।

ডাভকট সরাইখানায় পৌঁছে নিজের ভৃত্যকে ঘোড়াগুলোর পাহারায় রেখে ভেতরে ঢুকলেন কার্ডিন্যাল। তিন মাস্কেটিয়ার তাঁকে অনুসরণ করল।

সরাইওয়ালাকে ডেকে কার্ডিন্যাল সেনাবাহিনীর একজন সেনাধ্যক্ষ বলে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: 'এখানে মিলাডি নামের এক মহিলা আছে না?'

চমকে উঠল অ্যাথোস মিলাডির নাম শুনে। ভাগ্যিস ওর চমকানোটা খেয়াল করলেন না কার্ডিন্যাল। তাঁর মনোযোগ তখন সরাইওয়ালার দিকে। সরাইওয়ালাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে তিনি বললেন, 'আমি জরুরি একটা খবর নিয়ে এসেছি ওর জন্যে। কোন ঘরে আছে ও?'

'আসুন আমার সাথে।'

'তার আগে এদের বসার একটা ব্যবস্থা করো,' তিন মাস্কেটিয়ারকে দেখিয়ে বললেন কার্ডিন্যাল।

সরাইওয়ালা এক তলার বড়সড় একটা কামরায় নিয়ে গেল তিন বন্ধুকে। কামরার ভেতর ফায়ার প্লেসে উজ্জ্বল আগুন জ্বলছে।

'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' বললেন কার্ডিন্যাল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।' সরাইওয়ালার সঙ্গে চলে গেলেন তিনি।

পর্থোস আর আরামিস ছুটির মেজাজে রয়েছে। টেবিলে বসেই তাস খেলতে লেগে গেল। তাস ওদের সঙ্গেই ছিল। আর অ্যাথোস পায়চারি করতে লাগল ঘরের এমাথা ওমাথা। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথায়। মিলাডি এখানে! এই ঘরের ওপরে কোন এক কামরায় বসে এখন কার্ডিন্যালের সঙ্গে সলাপরামর্শ করছে। কি এমন প্রয়োজনে এত রাতে মিলাডির কাছে ছুটে এসেছেন স্বয়ং কার্ডিন্যাল?

পায়চারি করতে করতে একবার ফায়ার প্লেসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ অ্যাথোসের কানে ভেসে এল কথাবার্তার আওয়াজ। ফায়ার প্লেসের চিমনি বেয়ে আসছে ওপরের ঘর থেকে। কান খাড়া করল অ্যাথোস। কর্ডিন্যালের গলা চিনতে অসুবিধা হলো না।

'ব্যাপারটা খুব জরুরি, মিলাডি, এক্ষুণি তোমাকে ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হতে হবে।'

'আজ রাতেই?' মিলাডির গলা শোনা গেল।

'হ্যাঁ। প্রোটেস্ট্যান্টরা আবার সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের ওপর হামলা চালানোর জন্যে ওরা ডিউক অভ বাকিংহামের কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

'এই তাহলে ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। তোমাকে চ্যানেলের ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে। এই নাও আমার আদেশনামা...'

অ্যাথোস ওর বন্ধুদের ইশারায় ডাকল ফায়ার প্লেসের কাছে, যাতে ওরাও শুনতে পারে কার্ডিন্যাল ও মিলাডির আলাপ।

'সোজা লণ্ডনে গিয়ে ডিউক অফ বাকিংহামের সাথে দেখা করবে,' কার্ডিন্যালের গলা শোনা গেল আবার।

'মাননীয় কার্ডিন্যাল, ব্যাপারটা সহজ হবে না। ডিউক এখন আর আমাকে বিশ্বাস করে না। হীরার স্টাডগুলোর কথা ও ভোলেনি।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যে সত্যিকারের একজন ফরাশি রমণী তার প্রমাণ দেয়ার সময় এসেছে। বাকিংহামের কাছে গিয়ে বলবে তার যুদ্ধের পরিকল্পনা সব আমি জানি। বলবে আমি ও নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নই। ও যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক পাও এগোয় আমি রাণীর সর্বনাশ করে ছাড়ব।'

'আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন ডিউক?'

'করবে। তুমি বলবে, রাণীর কাছে লেখা ওর কিছু চিঠি আমার হাতে পড়েছে। দরকার হলে আমি ওগুলো রাজাকে দেখাব।'

'একথা শুনেও যদি ডিউক না থামে?'

'থামবে। আমাদের রাণী অ্যান অফ অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করার জন্যে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করবে ডিউক। অ্যান ওর কাছে ওর দেশের চেয়েও বড়।'

'কিন্তু এর পরেও যদি ডিউক যুদ্ধ করারই সিদ্ধান্ত নেয়?'

'সেক্ষেত্রে ওকে খুন করার মত কাউকে তোমার জোগাড় করতে হবে। ডিউকের অনেক শত্রু আছে। তাদের কেউ খুশি হয়েই তাকে হত্যা করতে রাজি হবে।'

'ঠিক আছে, মহামান্য কার্ডিন্যাল, আপনার নির্দেশ পালিত হবে, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

তিন মাস্কেটিয়ার একে অন্যের দিকে তাকাল। তিন জনেরই চোখে উত্তেজনা টগবগ করছে।

'শর্ত!' কার্ডিন্যালের গলা শোনা গেল। 'কিসের শর্ত?'

'আমার এক শত্রু আছে, তার চরম সর্বনাশ দেখতে চাই আমি। সে

আপনারও শত্রু।'

'কে সে?'

'রাজার মাস্কেটিয়ার বাহিনীর এক জঘন্য সদস্য। দারতায়াঁ।'

'সেই দুর্ধর্ষ ছেলেটা!' স্পষ্ট প্রশংসার সুর কার্ডিন্যালের গলায়।

'দুর্ধর্ষ বলেই বিপজ্জনক। ডিউক অভ বাকিংহামকে ও সাহায্য করেছে।'

'তোমার কাছে প্রমাণ আছে?'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য কার্ডিন্যাল।'

'প্রমাণটা হাজির করো আমার সামনে, কথা দিচ্ছি ও কারাগারে যাবে।'

'না, মহামান্য কার্ডিন্যাল, কারাগারে হবে না,' তীব্র বিদ্বেষ মিলাডির গলায়। 'আমি আপনাকে একটা জীবন দেব, বিনিময়ে আপনি আমাকে দেবেন একটা জীবন। আমি দারতায়াঁর মৃত্যু চাই।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল কার্ডিন্যালের গলা।

'ঠিক আছে, মিলাডি, লণ্ডন থেকে ফিরে এসো, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে।'

'মহামান্য কার্ডিন্যাল আমি নিশ্চিত হতে চাই—'

'তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ, মিলাডি,' বললেন কার্ডিন্যাল। 'ঠিক আছে, তোমাকে একটা লিখিত নির্দেশনামা দিচ্ছি। এটার বলে প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই তোমার প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে পারবে, আইন তোমাকে ছুঁতে পারবে না।'

কোন সাড়াশব্দ নেই এরপর। কার্ডিন্যাল বোধহয় তার নির্দেশনামা লিখছেন।

অ্যাথোস নিঃশব্দে ওর দু'বন্ধুকে ঘরের অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে গেল।

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি,' বলল ও।

'এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল পর্থোস।

'পরে বলব। এখন সময় নেই। কার্ডিন্যাল নেমে আসলে বোলো পথ নিরাপদ কিনা দেখার জন্যে আমি আগেই রওনা হয়ে গেছি।'

পর্থোস আর আরামিসকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাথোস।

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেও খুব বেশি দূরে গেল না ও। পথের পাশে এক ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করতে লাগল নিঃশব্দে। কার্ডিন্যাল, তাঁর ভৃত্য এবং দুই মাস্কেটিয়ার চলে যাওয়ার পর ও ফিরে এল সরাইখানায়। সরাইওয়ালার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওকে দেখে।

'আপনি আবার!'

'আমার সেনাধ্যক্ষ একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলেন,' বলল অ্যাথোস। 'তাই আবার আসতে হলো। আছেন তো মহিলা?'

'হ্যাঁ, আছেন। দোতলায়। আপনাদের যে ঘরে বসতে দিয়েছিলাম তার ঠিক ওপরের ঘরে।

ত্রস্ত পায়ে মিলাডির ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল অ্যাথোস। তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মিলাডি।

'কাউন্ট দ্য লা ফে!' আর্তনাদের মত কথাটা বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। পা

পা করে পিছিয়ে গেল ও অপর প্রান্তের দেয়ালের কাছে। মুখটা মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, মিলাডি ওরফে অ্যান দ্য ব্রুই। বসো। তোমার সাথে কিছু আলাপ আছে আমার।'

নিঃশব্দে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মিলাডি। অ্যাথোসও বসল আয়েসী ভঙ্গিতে। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে রাখল পাশে টেবিলের ওপর।

'তুমি ভেবেছিলে আমি মরে গেছি,' বলল অ্যাথোস, 'আমি যেমন ভেবেছিলাম তোমাকে ঝুলিয়ে দেবার পর!'

তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল মিলাডির ভীত চোখে। তবে কিছু বলল না সে।

'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ আমি মরিনি,' বলে চলল অ্যাথোস। 'অ্যাথোস নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে কাউন্ট দ্য লা ফে; যেমন অ্যান দ্য ব্রুই লুকিয়ে আছে মিলাডির আড়ালে। অ্যান দ্য ব্রুই—তোমার ভাই যখন আমাদের বিয়ে পড়ায় তখন ওটাই তো তোমার নাম ছিল, না কি?'

'কেন এসেছ তুমি?' দুর্বল কণ্ঠে বলল মিলাডি। 'কি চাও আমার কাছে?'

'আমি এসেছি তোমাকে সাবধান করতে। তোমার সব দুষ্কর্মের কথা আমি জানি।'

ভীতির ছায়াটা একটু গভীর হলো মিলাডির চোখে, সেই সাথে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, তোমার সব দুষ্কর্মের কথা আমি জানি,' বলতে লাগল অ্যাথোস। 'তুমি ডিউক অফ বাকিংহামের কাছ থেকে দুটো হীরার স্টাড চুরি করেছিলে, মাদমোয়াজেল রোনাসিও নামের এক মেয়েকে অপহরণ করতে সাহায্য করেছ; আর এখন তুমি চলেছ ডিউককে হত্যা করতে। বিনিময়ে দারতাঁয়ার প্রাণ চেয়েছ তুমি।'

থর থর করে কেঁপে উঠল মিলাডির শরীর।

'ডিউক অফ বাকিংহামকে হত্যা করতে চাও করো। তাতে আমার কিছু আসে যায় না—সে ইংরেজ, এবং তার কাছে আমার কোন দায় নেই। কিন্তু দারতাঁয়ার একটা চুলেরও যদি ক্ষতি করো, তুমি রেহাই পাবে না।'

পিস্তল বের করে মিলাডির কপাল সোজা তাক করল অ্যাথোস। আতঙ্কে চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল মিলাডির। চিৎকার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না ওর। পা পা করে এগিয়ে এসে মিলাডির কপালের পাশে পিস্তলের নল ঠেকাল অ্যাথোস।

'আদেশনামাটা দাও,' বলল ও, 'একটু আগে যেটা তোমাকে লিখে দিয়ে গেছে কার্ডিন্যাল। দাও, নইলে তোমার ঘিলু উড়িয়ে দেব।'

একটা কথাও না বলে মিলাডি আদেশনামাটা তুলে দিল অ্যাথোসের হাতে। অ্যাথোস দেখল তাতে লেখা রয়েছে:

'এই পত্রের বাহক যা করেছে তা আমার নির্দেশে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যেই করেছে।

রিশেলিও।'

কাগজের টুকরোটা পকেটে ভরল অ্যাথোস। ধীরস্থির ভঙ্গিতে হ্যাট চাপাল

মাথায়। তারপর রওনা হলো দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও।

'কাল সাপিনী, তোমার বিষ দাঁত এখন আমার পকেটে, তারপরেও ইচ্ছে হলে ছোবল মারার চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শিবিরে পৌঁছুল অ্যাথোস। পর্থোস আর আরামিস একটু আগে পৌঁছেছে। তিনজনে মিলে দারতায়াঁর কাছে গেল। ওকে শোনাল যা যা ঘটেছে। অবশ্য মিলাডির সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে তা বিস্তারিত বলল না অ্যাথোস।

'এক্ষুণি বাকিংহামকে সাবধান করতে হবে,' সব লনে বলল দারতায়াঁ।

পর্থোস আর আরামিস সঙ্গে সঙ্গে একমত হলো দারতায়াঁর সাথে। অ্যাথোস প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিল বন্ধুদের কথা। কিন্তু ওদের কারও পক্ষে এখন লণ্ডন যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক আলাপ আলোচনার পর ওরা সিদ্ধান্তে এল, দারতায়াঁর ভৃত্য প্ল্যানশেটকে লণ্ডনে পাঠাবে। চার মাস্কেটিয়ারের পক্ষ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাবে সে লর্ড উইন্টারের কাছে। চিঠিতে কার্ডিন্যাল ও মিলাডির ষড়যন্ত্রের কথা যথাসম্ভব বিস্তারিত লিখল ওরা। মিলাডি যে লর্ড উইন্টারের মৃত্যু কামনা করে একথাটাও লিখতে ভুলল না।

চিঠি নিয়ে চলে গেল প্ল্যানসেট। ন'দিন পরে ফিরে এল লর্ড উইন্টারের ছোট্ট একটা চিরকুট নিয়ে। তাতে লেখা:

'দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

# আঠারো

পোর্টসমাউথ, ইংল্যাণ্ড। ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে একটা জাহাজ এইমাত্র এসে নোঙর ফেলেছে বন্দরে। এক তরুণ উঠে এল জাহাজে। ক্যাপ্টেনের হাতে একটা কাগজ তুলে দিল সে। কাগজটা পড়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। ইশারায় দেখিয়ে দিল ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মিলাডিকে। তরুণ অফিসার এগিয়ে গেল তার দিকে।

'ম্যাডাম, আপনাকে আমার সাথে আসতে হবে,' বলল অফিসার। মিলাডি আপত্তি করার চেষ্টা করল। তাকে থামিয়ে দিয়ে অফিসার আবার বলল, 'আপনার মালপত্র নিয়ে ভাববেন না, ওগুলো যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আসুন।'

আপত্তি করে লাভ নেই বুঝতে পেরে মিলাডি রওনা হলো অফিসারের পেছন পেছন। জেটির ওপর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে উঠানো হলো মিলাডিকে। সোজা লর্ড উইন্টারের দুর্গ-প্রাসাদে পৌঁছল গাড়ি। এক সময় এই প্রাসাদেরই কর্ত্রী ছিল মিলাডি। প্রাসাদের এক মিনারের প্রায় চূড়ার দিককার এক কামরায় রাখা হলো ওকে। পালানোর কোন উপায় নেই এই কামরা থেকে। একটা মাত্র জানালা

কামরায়। তাতে লোহার মোটা গরাদ লাগানো। দরজাও লোহার। মিলাডিকে কামরায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হলো তাতে। বুঝতে অসুবিধা হলো না মিলাডির, ওকে বন্দী করা হয়েছে। অ্যাথোস বা দারতাঁয়া অথবা দুজনেই লর্ড উইন্টারকে ওর ইংল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর লর্ড উইন্টার এলেন মিলাডির কয়েদখানায়।

'তারপর, মিলাডি, হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে কি মনে করে?' মুখে তীর্যক একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'অনেক দিন তোমাকে না দেখে মনটা খুব খারাপ লাগছিল, তাই চলে এলাম,' একই রকম বাঁকা হাসি হেসে জবাব দিল মিলাডি।

'তা বেশ, তা বেশ, আমি তোমার একমাত্র দেওর, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ লাগবে না তো কার জন্যে লাগবে?'

'কতদিন তুমি এখানে আটকে রাখবে আমাকে?' এবার সরাসরি প্রশ্ন করল মিলাডি।

'যতদিন আমার ইচ্ছা,' শীতল গলায় বললেন লর্ড উইন্টার। সেই সাথে যোগ করলেন, 'পালানোর কথা যদি ভেবে থাকো, ভুলে যাও। এই দরজার বাইরে সর্বক্ষণ পাহারা থাকবে।' মিলাডির মুখের দিকে তাকালেন লর্ড উইন্টার। 'তোমার মোহের জাল বিস্তার করে পাহারাদারকে ভোলানোর কথা ভাবতে লরু করে দিয়েছ মনে হচ্ছে! লাভ হবে না। জন ফেলটন—তোমার পাহারাদার পাথরে গড়া মানুষ। জীবনে অনেক পুরুষকে তুমি মোহিত করতে পেরেছ সত্য, কিন্তু ফেলটনকে পারবে না। মিস্টার ফেলটনকে ডাকো!' শেষের কথাটা দরজার বাইরে দাঁড়ানো ভৃত্যের উদ্দেশ্যে বললেন লর্ড উইন্টার।

জন ফেলটন এল। সত্যিই পাথরের মত ভাবলেশহীন তার মুখ। দৃষ্টি স্থির, নিষ্কম্প।

'এই মহিলাকে দেখো, জন,' বললেন লর্ড উইন্টার। 'কি অপূর্ব সুন্দর দেখতে! কিন্তু ওর মনের ভেতর বাস করে মানুষ নয় শয়তান। ও তোমাকে ভোলানোর চেষ্টা করবে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলবে। একটাও বিশ্বাস কোরো না। যদি করো তোমার ধ্বংস তুমি নিজেই ডেকে আনবে।'

কঠোর দৃষ্টিতে মিলাডির দিকে তাকাল ফেলটন। মৃদু স্বরে বলল, 'আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে, মাই লর্ড।'

মিলাডি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পরাজয় মেনে নিয়েছে; যেন বুঝতে পেরেছে আর কোন আশা নেই ওর। লর্ড উইন্টার আর জন ফেলটন বেরিয়ে যেতেই ক্রূর একটা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'এক সপ্তার মধ্যে তুমি আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে, জন ফেলটন,' মনে মনে বলল ও।

দিনে মোট চারবার ফেলটনের দেখা পায় মিলাডি। এই চারবার ওকে খাবার দিতে আসে এক ভৃত্য। প্রতিবারই ফেলটন দরজা খোলে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সে, ভৃত্য ভেতরে এসে খাবার রেখে যায়। মিলাডি খেয়াল করল, ফেলটন ওর

দিকে পারতপক্ষে তাকায় না। কখনও তাকিয়ে ফেললেও চোখে ফুটিয়ে রাখে কঠোর দৃষ্টি।

পরদিন থেকে ফেলটন লক্ষ করতে লাগল, প্রায়ই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মিলাডি। খাবার যা দেয়া হয় তার সবই প্রায় পড়ে থাকে। লর্ড উইন্টার ওকে সাবধান করেছিলেন, অনেক রকম মন ভোলানো কথা বলবে মিলাডি। কিন্তু কই, কথা বলা দূরে থাক মহিলা তো মুখ তুলে তাকায়ও না তার দিকে।

তৃতীয় রাতে মিলাডি ফোঁপাতে ফোঁপাতে আড়চোখে খেয়াল করল, জন ফেলটনের দৃষ্টিতে সেই কঠিন নির্লিপ্ততা আর নেই, বরং একটু যেন উদ্বেগের ছাপ।

ওষুধ ধরেছে, ভাবল মিলাডি। সেরাতে ও ঘুমাতে গেল ঠোঁটে মিষ্টি এক টুকরো হাসি নিয়ে।

পরদিন সকালে ফেলটন এসে দেখল তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি মিলাডি। চেহারায় মলিন ভাব। চোখ দুটো ক্লান্ত ভঙ্গিতে অর্ধ নিমিলিত। দেখে মনে হয় অসুস্থ ও। ভৃত্য এগিয়ে এসে যখন বলল, 'ম্যাডাম, এখনও ওঠেননি?!' তখন কাতর একটা আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে।

'যাও, লর্ড উইন্টারকে ডেকে নিয়ে এসো,' ভৃত্যকে বলল ফেলটন।

'না! না!' কাতর কণ্ঠে বলল মিলাডি। 'ওকে ডেকো না! দয়া করো! ওকে আসতে বোলো না! ওকে দেখলে ভয় করে আমার!'

এমন সন্ত্রস্ত আর দুর্বল শোনাল মিলাডির গলা যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে ঢুকে ওকে ভাল করে দেখতে বাধ্য হলো ফেলটন।

'দেখো, সত্যিই যদি অসুস্থ হয়ে থাকো তাহলে বলো, ডাক্তারকে খবর দিই,' রুক্ষ গলায় বলল সে। 'আর যদি ভান করো তাহলে—তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে!'

মিলাডি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে লাগল অসহায়ের মত। ফেলটন বিব্রত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। তবে ও লর্ড উইন্টারের কাছে খবর পাঠাল না ডাক্তারকেও ডাকল না।

নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল মিলাডি। কোন সন্দেহ নেই ফেলটনের মন নরম হতে শুরু করেছে। পরদিন থেকেই দেখা গেল ভৃত্য খাবার দেবার সময় ফেলটন আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না; ঘরের মধ্যে আসে তো বটেই, মিলাডির যতটা সম্ভব কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মিলাডির ঘরে ফেলটনের থাকার সময় বাড়তে লাগল। তারপর একটা দুটো করে কথা শুরু হলো। প্রথমে চলল একজনের আরেক জন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। তারপর আরও নানা বিষয়ে আলাপ। কয়েক দিনের মধ্যেই ফেলটনের মনে হতে লাগল ওর সামনে বসা অপরূপা মেয়েটা নিষ্পাপ, ওর সম্পর্কে যা মনে হয়েছে তাই বানিয়ে বলেছে লর্ড উইন্টার। এরপর মিলাডি লর্ড উইন্টার সম্পর্কে বিষ ঢালতে শুরু করল ফেলটনের মনে। সরাসরি কোন খারাপ কথা বলে না, তার সম্পর্কে নিরপেক্ষ মতামত দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে কথা বলে ও। কয়েক দিনের মধ্যেই

ফেলটনের মনে হতে লাগল লর্ড উইন্টারের মত খারাপ মানুষ হয় না, খামোকা তিনি দুর্ব্যবহার করছেন নিরপরাধ মিলাডির সাথে। অতএব নিরীহ অসহায় মেয়েটাকে তার সাহায্য করতে হবে।

এভাবে দুতিন দিন যাওয়ার পর মিলাডি ডিউক অফ বাকিংহামের বিরুদ্ধে ফেলটনের মন বিষিয়ে তোলার কাজ লরু করল। এবারও সত্য মিথ্যা বানিয়ে অনেক কিছু বলল ও। বলল: ডিউক ফ্রান্সের রাণীকে ভালবাসেন, এবং তাঁর জন্যে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। বলল; ডিউক ফ্রান্সের রাণীকে ভালবাসেন অথচ বিয়ে করতে চান মিলাডিকে। মিলাডি ডিউকের মত হাল্কা চরিত্রের পুরুষ মানুষ পছন্দ করে না বলে ও ডিউকের প্রস্তাবে রাজি হয়নি, তাই ডিউক খেপে গিয়ে লর্ড উইন্টারকে দিয়ে ওকে বন্দী করিয়েছেন।

শুনতে শুনতে শিউরে উঠল ফেলটন। 'বাকিংহাম এই সব করে বেড়াচ্ছে আর কেউ তাকে বাধা দেয়ার সাহস পাচ্ছে না!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে।

'ডিউক অসম্ভব ধনী এবং ক্ষমতাশালী। সবাই তাকে ভয় পায়।'

'আমি ওকে ভয় পাই না! ওর পাওনা শাস্তি আমিই ওকে দেব। এরকম দুশ্চরিত্র লোকের এমন ক্ষমতার মালিক হয়ে থাকার কোন অধিকার নেই।'

'না, ফেলটন, ও কথা বোলো না,' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল মিলাডি। 'বাকিংহামের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। তোমার এই ইচ্ছার কথা সামান্য আঁচ করতে পারলেই সে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে!'

'না, মিলাডি, ওই নরকের কীটটাকে আমি ছেড়ে দেব না! যে তোমাকে এত অপমান করেছে, তোমার এত ক্ষতি করেছে, যে ভিন দেশের এক নারীর জন্যে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে তাকে আমি রেহাই দিতে পারি না!'

'না, ফেলটন, তাতে তোমাকে দুর্ভোগে পড়তে হবে, আমিও রেহাই পাব না। আমার জন্মই হয়েছে কষ্ট করার জন্যে, আমাকে কষ্ট পেতে দাও। তাছাড়া লর্ড উইন্টারের এই বন্দীশালায় তো তেমন কষ্ট নেই। মরার আগ পর্যন্ত এটুকু কষ্ট আমি সইতে পারব।'

'না, তুমি মরবে না! মরলে দু'জন এক সাথেই মরব!' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ফেলটন। তারপর ইস্পাত কঠিন স্বরে বলল, 'না, দু'জন এক সাথেই বাঁচব আমরা।'

হাঁটু গেড়ে বসে মিলাডির হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল ফেলটন।

'ফেলটন, আমার ফেলটন!' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল মিলাডি।

এই সময় দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ফেলটন। ভাগ্যিস মিলাডির সাথে কথা বলার সময় ও দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল। দরজা খুলেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড উইন্টার।

'ফেলটন,' বললেন তিনি, 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে। আমার ঘরে এসো।'

বাকি দিনটা প্রচণ্ড উদ্বেগের ভেতর কাটল মিলাডির। ফেলটন ওর একমাত্র ভরসা। লর্ড উইন্টার কি এখনও বিশ্বাস করেন ফেলটনকে? না কি উনি টের পেয়ে গেছেন ফেলটন মিলাডির অনুরক্ত হয়ে পড়েছে?

সেদিন আর একবারও মিলাডির ঘরে এল না ফেলটন। ভৃত্য যখন রাতের খাবার দিতে এল তখনও ওকে দেখা গেল না। রাতে বিছানায় লয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল মিলাডি। কিছুতেই দুচোখের পাতা এক করতে পারছে না ও। একে দুশ্চিন্তা, তার ওপর সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ঝড় বাদল। বিকট শব্দে বাজ পড়ছে ঘন ঘন।

হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চকমাতেই ও জানালায় কাচের ওপাশে দেখতে পেল একটা মুখ।

'ফেলটন!' চিৎকার করে উঠে বসল মিলাডি। ছুটে গিয়ে জানালা খুলল। 'এই জানালায় উঠলে কি করে তুমি!?'

'চুপ!' বলল ফেলটন। 'এত শব্দ কোরো না। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে এসেছি। তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে!'

'কিন্তু এই লোহার গরাদ—'

'কাটতে হবে।'

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি? কি করতে হবে আমাকে বলো।'

'ঝটপট কাপড় পরে নাও। তারপর শুয়ে থাকো চুপ করে।'

নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করল মিলাডি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও শুনতে লাগল ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ফেলটনের গরাদ কাটার শব্দ। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে ও। আর কতক্ষণ লাগবে ওইকটা শিক কাটা শেষ হতে?

অবশেষে শুনতে পেল ও ফেলটনের ডাক।

'মিলাডি, এসো!'

জানালার দুটো গরাদ ফেলটন কেটে ফেলেছে। সেই ফাঁক গলিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে মিলাডি। লাফ দিয়ে জানালার উপর উঠল ও। বাইরে থেকে দুবাহু বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল ফেলটন। দড়ির একটা মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। বাতাসের ঝাপটায় ঝুলন্ত দড়ির মইটা দুলছে এদিক ওদিক। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল মিলাডি ওই মই বেয়ে নামতে হবে ভেবে।

'চিন্তা কোরো না,' ফেলটন অভয় দিল ওকে। 'পেছন থেকে আমার গলা ধরে থাকো, আমি ঠিকই তোমাকে পিঠে করে নেমে যাব। তবে দেখো গলা টিপে মেরে ফেলো না আমাকে!'

বিড় বিড় করে কি যেন বলল মিলাডি, ফেলটন বুঝতে পারল না। নামতে শুরু করল ও।

প্রবল বাতাসের ঝাপটায় দড়ির মই দুলছে, কাঁপছে, বাড়ি খাচ্ছে মিনারের গায়ে। তবু বেশ দ্রুতই নেমে যাচ্ছে ফেলটন। অর্ধেক মত নেমেছে, এই সময় ওপর থেকে রক্ষীদের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল। পাথরের মত জমে গেল যেন ফেলটন। ওর পিঠের ওপর মিলাডিও। ওপর থেকে ঝোলানো রশিটা তখনও

রয়েছে। এই দুর্যোগের কারণেই সম্ভবত রশিটার গোড়া ওরা খেয়াল করল না, নিচের দিকে তাকাল না এবং বেশিক্ষণ থাকলও না মিনারের ওপর।

রক্ষীদের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল ফেলটন মইয়ের ওপর। তারপর নামতে শুরু করল আবার। নিরাপদেই ওরা মাটিতে এবং সেই সাথে লর্ড উইন্টারের দুর্গের বাইরে পা রাখল। মিনারটা দুর্গের একেবারে সীমানা ঘেঁষে। সে কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মিলাডির হাত ধরে সাগর তীরের দিকে ছুটল ফেলটন। ছোট একটা নৌকা অপেক্ষা করছিল ওখানে। এক মুহূর্ত দেরি না করে দুজন উঠে বসল নৌকাটায়। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের ওপর দিয়ে উপকূলের সামান্য দূরে নোঙর করে থাকা এক জাহাজে গিয়ে উঠল ওরা।

'আমাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মিলাডি।

'না,' বলল ফেলটন। 'আমরা পোর্টসমাউথে যাচ্ছি।'

'ওখানে কি?'

'তুমি জাহাজে অপেক্ষা করবে, আমি নেমে গিয়ে একটা কাজ সেরে আসব। তারপর তুমি চাইলে ফ্রান্সে যাব আমরা।'

'কি কাজ তোমার পোর্টসমাউথে?'

'ডিউক অফ বাকিংহাম এখন পোর্টসমাউথে। তার সাথে একটু দেখা করতে হবে।'

'কেন?'

'ফিরে এসে বলব।'

পোর্টসমাউথে পৌঁছে পরিকল্পনা মত জাহাজে অপেক্ষা করতে লাগল মিলাডি। ফেলটন নেমে গেল বন্দরে। খুশিতে ভরে আছে মিলাডির মন। ঠিক হয়েছে সকাল দশটা পর্যন্ত ও জাহাজে অপেক্ষা করবে। তার ভেতর ফেলটন ফিরে না এলে জাহাজ নিয়ে ও ফ্রান্সের পথে রওনা হয়ে যাবে। ও বললেই জাহাজ ছেড়ে দেবে ক্যাপ্টেন। ফেলটন পরে ফ্রান্সে গিয়ে মিলিত হবে ওর সাথে। উপকূলের কাছেই বেথুন নামক জায়গার কারমেলাইট আশ্রমে মিলাডি অপেক্ষা করবে ফেলটনের জন্যে।

সকাল আটটায় ফেলটন পৌঁছাল ডিউক অফ বাকিংহাম যে প্রাসাদে আছেন তার ফটকে। রক্ষীকে বলল লর্ড উইন্টারের কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে এসেছে ও ডিউকের জন্যে। লর্ড উইন্টারের হাতে লেখা এবং তাঁর মোহর অঙ্কিত একটা চিঠি দেখাল সে রক্ষীকে। আগের দিন বিকেলে লর্ড উইন্টার নিজে ওটা দিয়েছেন ফেলটনকে। রক্ষী সন্তুষ্ট হয়ে ওকে নিয়ে গেল ডিউকের পার্শ্বচর প্যাট্রিকের কাছে। প্যাট্রিক ফেলটনকে নিয়ে গেল ডিউকের কামরায়।

'লর্ড উইন্টারের কাছ থেকে একটা লোক এসেছে, মহানুভব,' দরজার বাইরে থেকে বলল প্যাট্রিক।

'লর্ড উইন্টারের কাছ থেকে? পাঠিয়ে দাও।'

ডিউকের ঘরে ঢুকল ফেলটন।

'লর্ড উইন্টারের তো নিজের আসার কথা ছিল,' বললেন ডিউক। 'ব্যাপার কি?'

'মাননীয় লর্ড ক্ষমা চেয়েছেন আপনার কাছে। জরুরি একটা কারণে উনি নিজে আসতে পারলেন না। এক বন্দিনীকে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি ও ব্যাপারে।'

'লর্ড উইন্টার এই চিঠিটায় আপনার স্বাক্ষর প্রার্থনা করেছেন।' ডিউকের দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল ফেলটন।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' ফেলটনের হাত থেকে চিঠিটা নিতে নিতে বললেন ডিউক। কলম তুলে নিয়ে চিঠিটায় স্বাক্ষর করার জন্যে ঝুঁকলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে পকেট থেকে ছোরা বের করে ডিউকের পিঠে গেঁথে দিল ফেলটন। অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরোল ডিউকের গলা দিয়ে। তারপর চিৎকার: 'খুন! খুন! বাঁচাও আমাকে।'

প্যাট্রিক ছুটে এল। ডিউকের দিকে এক পলক তাকিয়ে সেও তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, 'খুন! খুন! ডিউককে খুন করেছে!'

ততক্ষণে ডিউকের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছে ফেলটন। সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল লর্ড উইন্টারের সঙ্গে। ফেলটনের ফ্যাকাসে মুখ আর রক্তাক্ত হাত দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন কি সে করেছে। লাফ দিয়ে গিয়ে ফেলটনের গলা চেপে ধরলেন তিনি।

'বদমাশ! সকালে মিলাডির ঘর শূন্য দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এমন কিছু ঘটবে। ওহ! আরেকটু আগে কেন আসলাম না আমি।'

ইতিমধ্যে রক্ষীরাও দলে দলে ছুটে আসতে লরু করেছে। উইন্টার তাদের হাতে তুলে দিলেন ফেলটনকে। তারা প্রাসাদের বাইরে সাগরের দিককার এক টাওয়ারে নিয়ে গেল তাকে। ফেলটন প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করল না। টাওয়ারের দুর্ভেদ্য এক কামরায় আটকে রাখা হলো ওকে। একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল একটা কামান। ডিউকের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে দেয়া হলো।

ফেলটনের ভাড়া করা জাহাজের কেবিনে বসে আছে মিলাডি। ভাবছে দশটা বাজবে কতক্ষণে। এমন সময় ওর কানে ভেসে এল কামানের গর্জনের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ও কেবিন থেকে। ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি জন্যে এমন হঠাৎ কামান দাগা হলো।

'বুঝতে পারছি না,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মনে হচ্ছে কোন দুঃসংবাদ!'

একটু পরেই এক খালাসী এসে জানাল ডিউকের খুন হওয়ার সংবাদ। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মিলাডি।

'এক্ষুণি জাহাজ ছাড়ুন!' ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে বলল ও।

জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে ফেলটন। ওই যে ওর ভাড়া করা জাহাজটা। মিলাডি আছে ওতে। বেচারি মিলাডি! ও জানতেও পারবে না ওর ফেলটনের এখন কি অবস্থা। নিশ্চয়ই কথা মত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও,

এবং ধরা পড়ে যাবে। কোন সন্দেহ নেই ফেলটনের, এর মধ্যেই লর্ড উইন্টার আদেশ জারি করে দিয়েছেন: অনুমতি ছাড়া কোন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করতে পারবে না। 'ক্ষমা করো আমাকে, মিলাডি,' মনে মনে বলল ফেলটন, 'তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, পারলাম না!'

এই সময় ফেলটন দেখতে পেল ওর জাহাজটা পাল তুলে দিচ্ছে। কেন? মিলাডি নির্দেশ দিয়েছে? কেন মিলাডি ওরকম নির্দেশ দেবে? ওর তো দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা!

মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল ফেলটনের কাছে। মিলাডি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঠিকই বলেছিলেন লর্ড উইন্টার। অনুশোচনায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ফেলটনের। কিন্তু এখন অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই।

# উনিশ

মিলাডি লর্ড উইন্টারের দুর্গে বন্দী রয়েছে জেনে নিশ্চিন্তে আছে চার মাস্কেটিয়ার। ইতিমধ্যে রশেলে থেকে প্যারিসে ফিরে এসেছে ওরা। প্রটেস্টান্টদের হামলার আশঙ্কা এখনও দূর হয়নি যদিও তবু একান্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় এই চার মাস্কেটিয়ারকে প্যারিসে ফিরিয়ে এনেছেন ত্রেভিয়ে। ওদের বদলে রশেলে-তে পাঠিয়েছেন অন্য চারজনকে।

প্যারিসে এসেই ওরা আবার খোঁজা শুরু করেছে মাদমোয়াজেল বোনাসিওর।

অবশেষে একদিন আরামিস খবর নিয়ে এল ম্যাঁতেস কারাগারে আছে কন্সট্যান্স বোনাসিও। শুনেই মুখ কালো হয়ে গেল দারতায়াঁর।

'আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন?' বলল আরামিস। 'সম্পূর্ণ সুস্থ আর নিরাপদে আছে ও। তার চেয়ে বড় কথা রাজার কাছ থেকে একটা নির্দেশনামা আদায় করেছেন রাণী, যার বলে কারাগার থেকে সন্ন্যাসিনীদের এক আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে মাদমোয়াজেল বোনাসিওকে।'

'কোন্ আশ্রমে?'

'জানি না। যতক্ষণ না মাদমোয়াজেল বোনাসিও নিরাপদে পৌঁছুচ্ছে ওখানে ততক্ষণ আশ্রমটার নাম গোপন রাখতে চান রাণী। পরে লোক মারফত উনি জানাবেন আমাদের, যাতে আরও নিরাপদ কোন জায়গায় ওকে সরিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'উহ! আর কত দিন যে অপেক্ষা করতে হবে?' অস্থির গলায় বলল দারতায়াঁ।

'খুব বেশি না,' বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলল আরামিস। 'আর অল্প কয়েকটা দিন মাত্র...'

পাঁচ দিন পর আবার এল আরামিস দারতায়াঁর কাছে। হাতে একটা কাগজ। দারতায়াঁর দিকে বাড়িয়ে দিল ও কাগজটা।

ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়তে লরু করল দারতায়াঁ:

*প্রিয় আরামিস,*

*শুভেচ্ছা নিও। এক্ষুণি বেথুনের পথে রওনা হয়ে যাও। জানো তো, আমাদের কাজের মেয়েটাকে ওখানকার কারমেলাইট আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বড় আপা। তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে গিয়ে যদি ওকে নিয়ে আসো তো খুব ভাল হয়। এই চিঠির সাথেই বড় আপার দেয়া একটা অনুমতি পত্র পাঠাচ্ছি। ওটা দেখালেই ওকে ছেড়ে দেবে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ।*

*আজ এখানেই শেষ করি। তোমার বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি লিখো। সব শেষে আবার লভেচ্ছা।*

*ইতি তোমার বোন*
*ম্যারি মিশৌ।*

অনুমতি-পত্রটা দেখল দারতায়াঁ। তাতে লেখা:

লুভ্, অক্টোবর ১২, ১৬২৬

কারমেলাইট আশ্রম, বেথুন-এর কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ,

আমার সুপারিশে যে মেয়েটাকে আশ্রমে নবিস হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল, এই পত্র বাহকের হাতে যেন তাকে দিয়ে দেয়া হয়।

অ্যান।

'কি করে তোমার ঋণ শোধ করব, আরামিস?' বলল দারতায়াঁ। 'নিরাপদে বেথুনে পৌঁছেছে ফন্সট্যান্স! আর দেরি করছি কেন? চলো রওনা হই আমরা!'

চিঠিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল ও।

'ধীরে, বন্ধু ধীরে,' হাসতে হাসতে বলল আরামিস। 'একটু ধৈর্য ধারণ করো। মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়েকে জানাতে হবে আমাদের পরিকল্পনার কথা। রওনা হই বললেই কি রওনা হওয়া যায়? ছুটি নিতে হবে না?'

'বেশ, তাহলে অন্তত অ্যাথোসকে আমরা জানাতে পারি কি ঘটেছে? আর প্ল্যানশেটকে পাঠিয়ে দিচ্ছি পর্থোসের বাসায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পড়ুন অ্যাথোসের ওখানে। ও-ও শুনতে পারবে।'

দু'মিনিটের ভেতর প্ল্যানশেট ছুটল পর্থোসের বাসার দিকে। আরামিস এবং দারতায়াঁ রওনা হলো অ্যাথোসের বাসার দিকে।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল। দরজার ওপাশে সিঁড়িতে পদশব্দ। নিঃশব্দে খুলে গেল দারতায়াঁর ঘরের দরজা। মঁসিয়ে বোনাসিওর মাথাটা দেখা গেল। ঘরের ভেতর কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে ভেতরে ঢুকল সে। প্রথমেই চোখ গেল টেবিলের ওপর চিঠিটার দিকে। একটু আগে দারতায়াঁ ছুঁড়ে দিয়েছিল ওটা টেবিলের ওপর। চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়ল বোনাসিও। তারপর ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে গেল। কি মনে হতে একটু থামল সে। আরেকবার পড়ল চিঠিটা তারপর রেখে দিল যেখানে ছিল সেখানে।

'উচিত হবে না এটা নেয়া,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল সে। 'বাইরে থেকে এসে যদি না পায় তাহলে নির্ঘাত সন্দেহ করবে আমাকে। যাহোক, চিঠিটা না পেলেও এর বক্তব্য জানতে পারলেই খুশি হবেন কার্ডিন্যাল। কোন

সন্দেহ নেই…'

আরও কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বোনাসিও। ধীরে ধীরে ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। যেভাবে ঢুকেছিল তেমনি সাবধানে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। তরতরিয়ে নামল সিঁড়ির ধাপ ক'টা। তারপর ছুটল…।

'মঁসিয়ে বোনাসিও,' বললেন কার্ডিন্যাল, 'সত্যিই কাজের লোক তুমি—তোমাকে পুরস্কৃত করা উচিত।' পকেট থেকে ছোট একটা থলে বের করে এগিয়ে দিলেন বেঁটে লোকটার দিকে। 'আশা করি এটা নিতে দ্বিধা করবে না তুমি—আমার শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে দিচ্ছি তোমাকে।'

দ্বিধার প্রশ্নই উঠল না, থলেটা গ্রহণ করল বোনাসিও; শতবার ধন্যবাদ জানাল, তারপর কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। টেবিলের ওপরের ঘণ্টাটা বাজালেন কার্ডিন্যাল।

একজন রাজপুরুষ ঢুকল।

'এক্ষুণি রশেফোর্তকে আসতে বলো,' আদেশ করলেন কার্ডিন্যাল।

এক মিনিটও পার হয়নি, খুলে গেল দরজা। কাউন্ট রশেফোর্ত ঢুকল ঘরে।

'শোনো, রশেফোর্ত,' বললেন রিশেলিও, 'জরুরী একটা কাজে এক্ষুণি প্যারিস ছেড়ে যেতে হবে তোমাকে।'

'আজই!?' বিস্ময়ের সুর রশেফোর্তের কণ্ঠে।

'এক্ষুণি! কোথায়, কেন, বলছি শোনো।' এক মুহূর্ত থামলেন কার্ডিন্যাল; যেন ওজন করছেন প্রতিটা শব্দ। 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে কন্সট্যান্স বোনাসিও নামের সেই দরজিবালার কথা, আমার নির্দেশে যাকে ম্যাঁতেস-এর কারাগারে রাখা হয়েছিল? রাণীর নির্দেশে ম্যাঁতেস থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তাকে—বেথুনের এক আশ্রমে।'

'কারসেলাইট আশ্রম?'

'হ্যাঁ। এক ছোকরা—সম্ভবত মেয়েটার প্রেমিক—এ মুহূর্তে প্যারিস থেকে বেথুন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাদমোয়াজেল বোনাসিওকে গোপন কোন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে চায়।'

'বুঝতে পেরেছি, আপনি কার কথা বলছেন,' বলল রশেফোর্ত।

'এ সময় মিলাডিকে খুব প্রয়োজন ছিল আমার। কিন্তু লণ্ডন থেকে ফিরতে ও এত দেরি করছে যে কেন! মিলাডি ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে চ্যানেল পেরিয়ে এসে কোথায় থাকে তুমি তো জানো, তাই না?'

'জানি, মহামান্য কার্ডিন্যাল। উপকূলীয় এলাকায় ওর সবকটা আস্তানাই আমি চিনি।'

'তাহলে যাও, সবগুলো জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখবে ও ফিরেছে কিনা। ফিরলে ওকেই বলবে মেয়েটাকে বের করে আনতে। ও যত সহজে পারবে তোমার পক্ষে তত সহজ হবে না। যদি দেখো মিলাডি ফেরেনি তাহলে অবশ্য একা তোমাকেই কাজটা করতে হবে। এখন বলো, তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে।'

'ধরুন, মেয়েটাকে বের করে আনলাম, তারপর?' জিজ্ঞেস করল রশেফোর্ত।

'কোথায় নিয়ে যাব ওকে?'

এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন কার্ডিন্যাল। তারপর একটা কাগজে লিখে দিলেন একটা মাত্র শব্দ।

'লিখে দিয়েছি এতে,' বললেন তিনি। 'কতদিন আটক থাকতে হবে তা নির্ভর করবে ওর ওপর। রাণী যে ডিউক অফ বাকিংহামের সাথে দেখা করেছিল সে বিষয়ে ওর স্বীকারোক্তি চাই আমি। স্বীকারোক্তিটা কাগজে লিখে সই করে দিলেই ওকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

রশেফোর্ত রওনা হয়ে গেল উপকূলের পথে।

পরদিন ভোরে চার ভৃত্যকে সাথে নিয়ে রওনা হলো দারতায়াঁ আর তার তিন বন্ধুও। বেশি জোরে ঘোড়া ছোটাতে নিষেধ করল অ্যাথোস। ঘোড়াগুলোকে খামোকা কষ্ট দিয়ে লাভ কি?—মাদমোয়াজেল বোনাসিওকে তো আর নিয়ে যাচ্ছে না কেউ।

কিন্তু দারতায়াঁ মানল না ওর কথা। যুক্তি দিয়ে ও বুঝতে পারছে অ্যাথোসের কথা ঠিক, কিন্তু মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেথুনে পৌঁছুনোর জন্যে ছটফট করছে ওর মন।

'পুরো পথেই তো মাঝে মাঝে নতুন ঘোড়া পাব আমরা,' বলল ও, 'সুতরাং চিন্তা কি? কার্ডিন্যালের সব ক'জন রক্ষী এক সাথে তাড়া করলে যেমন করে ছুটতাম ঠিক তেমন করে ছুটে যাব আমরা।'

আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তীরবেগে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দারতায়াঁ। অন্যরা বাধ্য হলো ওকে অনুসরণ করতে।

সেদিন বিকেলে চার মাস্কেটিয়ার যখন প্রাণপণে বেথুনের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে তখন উপকূলীয় এলাকায় পৌঁছে গেছে রশেফোর্ত। দু'তিনটে বিশ্বস্ত জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, আজই দুপুরে চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছেছে মিলাডি। এখন আছে বেথুনের কারমেলাইট আশ্রমে। খবরটা শুনে সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটল রশেফোর্তের মুখে। একেই বলে যোগাযোগ।

সোজা কারমেলাইট আশ্রমে গেল রশেফোর্ত। ওকে দেখে একটু অবাক হলো মিলাডি।

'কি খবর, কাউন্ট দ্য রশেফোর্ত?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এই তো, কার্ডিন্যাল পাঠালেন।'

এর পর রশেফোর্ত জিজ্ঞেস করল কার্ডিন্যাল যে কাজে পাঠিয়েছিলেন মিলাডি তা ঠিক মত করে আসতে পেরেছে কিনা।

'নিশ্চয়ই!' সগর্ব হাসি হেসে বলল মিলাডি। 'এখন বলো এতটা পথ তুমি ছুটে এসেছ কেন? নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে নয়?'

'যদি বলি তোমাকে দেখতেই।'

'বিশ্বাস করব না। কার্ডিন্যালের কোন কাজ না পড়লে প্যারিসেই তোমার দেখা পাওয়া যায় না, তো বেথুনে!'

'তাহলে আরকি, কেন এসেছি তা তো বুঝেই গেছ।—'

এর পর রশেফোর্ত বলে গেল ওর আসার উদ্দেশ্য, আর কার্ডিন্যালের নির্দেশ। লনে খুশি হয়ে উঠল মিলাডি। দারতায়াঁকে ভোগানোর আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেছে।

'আশা করি সহজেই ছুঁড়িকে বের করে নিয়ে যেতে পারব এখান থেকে। তারপর?'

রশেফোর্ত কার্ডিন্যালের দেয়া কাগজের টুকরোটা দেখাল মিলাডিকে। বলল, 'এই জায়গায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে হবে।'

'কেন?'

'ওর কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি নিতে হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি তাহলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো।'

'হ্যাঁ, আমি গাড়ি জোগাড় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

চলে গেল রশেফোর্ত। মিলাডি মনে মনে গুছিয়ে নিতে লাগল কন্সট্যান্স বোনাসিওকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি। রশেফোর্তের পাঠানো গাড়িটা এসে গেলেই ও দেখা করবে আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসিনীর সাথে।

পথে বিভিন্ন সরাইখানায় বদলী-ঘোড়া পেতে অসুবিধা হলো না। ফলে সন্ধ্যা নাগাদ অ্যারাস-এ পৌঁছে গেল চার মাস্কেটিয়ার ও তাদের চার ভৃত্য। কিছু খেয়ে নেয়ার প্রস্তাব করল অ্যাথোস। রাজি হলো দারতায়াঁ—অন্যরাও।

গোল্ডেন হ্যারো নামের একটা সরাইখানার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামছে চার বন্ধু, এমন সময় সরাইয়ের পেছন থেকে বেরিয়ে এল এক ঘোড়সওয়ার। ফটক পেরিয়ে রাস্তায় উঠবে লোকটা। হঠাৎ বাতাসে উঁচু হয়ে গেল তার টুপি। বিদ্যুৎ গতিতে বাঁ হাতটা চালিয়ে টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামিয়ে নিল অশ্বারোহী। তবে ওই এক মুহূর্তের মধ্যেই দারতায়াঁ দেখে ফেলেছে ঘোড়সওয়ারের মুখ। অস্ফুট একটা চিৎকার করেই আবার জিনের রেকাবে পা বাধাল ও।

অ্যাথোস খামচে ধরল ওর বাহু। 'কোথায় ছুটছ আবার?'

'মিউংয়ের সেই লোকটা!' চেঁচাল দারতায়াঁ। 'বাতাসে ওর টুপি উড়ে গিয়েছিল, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছি। এক্ষুণি ঘোড়ায় চাপো সবাই, ধরতে হবে ব্যাটাকে!'

'বন্ধু,' বলল আরামিস, 'ভেবে দেখো, একেবারে তাজা ওর ঘোড়া, আর আমাদেরগুলো ক্লান্ত। পেছন পেছন ছুটলেও ওকে ধরার কোন আশা নেই। তাছাড়া অন্য কাজে যাচ্ছি আমরা, তাই না?'

'মঁসিয়ে, মঁসিয়ে!' চিৎকার করতে করতে ছুটে এল এক লোক। অপরিচিত অশ্বারোহীর খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, 'মঁসিয়ে, মঁসিয়ে, আপনার টুপির ভেতর থেকে এই কাগজটা পড়ে...' লোকটাকে কোথাও না দেখে থেমে গেল সে।

তার দিকে এগিয়ে গেল দারতায়াঁ। 'আস্ত একটা স্বর্ণমুদ্রা দেব, কাগজটা

দেবে আমাকে?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটা ওর দিকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মঁসিয়ে, এই নিন।'

ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলল দারতায়াঁ। একটা মাত্র শব্দ লেখা তাতে: 'আরমেতিয়্যারি'।

'ওখানেই যাচ্ছে ও, কোন সন্দেহ নেই,' দারতায়াঁর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল অ্যাথোস। 'সম্ভবত কার্ডিন্যালের কোন কাজ করতে। যাক, এ মুহূর্তে ওর পেছনে ছোটা যাবে না, কারণ আমাদের হাতে কাজ রয়েছে। চলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, খেয়ে বেথুনের পথে রওনা হয়ে যাই।'

সরাইয়ের দরজার দিকে এগোল অ্যাথোস। পেছন পেছন পর্থোস এবং আরামিস। দারতায়াঁও এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল সরাইখানায়।

সেদিনই প্রায় মাঝ রাত। কারমেলাইট আশ্রমে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে কন্সট্যান্স বোনাসিও। আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসিনী নিজে এসে ঘুম থেকে জাগালেন ওকে।

'এক্ষুণি পোশাক পরে নিচে নেমে এসো, বাছা,' বললেন তিনি। 'প্যারিস থেকে কে যেন এসেছে, তোমার সাথে দেখা করতে চায়।'

মুহূর্তে ঘুম দূর হয়ে গেল কন্সট্যান্সের চোখ থেকে। উঠে বসল ও, চকচক করছে চোখ দুটো। 'এক যুবক—?'

মাথা নাড়লেন সন্ন্যাসিনী। 'না, এক মহিলা। চমৎকার মহিলা—কাউন্টেস দ্য লা ফে।'

'ও!' একই সঙ্গে বিস্ময় আর হতাশা ফুটে উঠল কন্সট্যান্সের চোখে। 'এ-নামের কাউকে তো আমি চিনি না!'

'যা-ই হোক, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও। মহিলা বলেছে, খুব নাকি জরুরি ব্যাপার।'

কয়েক মিনট পরেই একতলার একটা ঘরে নিয়ে আসা হলো কন্সট্যান্সকে। ওকে ঘরে রেখে চলে গেলেন সন্ন্যাসিনী। কন্সট্যান্স দেখল সুন্দরী এক মহিলা বসে আছে একটা টেবিলের সামনে।

কন্সট্যান্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মিলাডি :

'আমি কেন এসেছি, আন্দাজ করতে পারছ? নরম করে জিজ্ঞেস করল সে।

'না ; আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'মঁসিয়ে ডি দারতায়াঁ। আমার বন্ধু।'

'তাই নাকি!' জবাব দিল কন্সট্যান্স, বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে।

'আমার স্বামীকে হয়তো চিনবে, অ্যাথোস ওর নাম।'

'হ্যাঁ, দারতায়াঁর কাছে নাম শুনেছি দু'একবার।'

'সেন্ট ক্লাউডের প্যাভিলিয়ন থেকে কিভাবে তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর রাণী কি করে তোমাকে উদ্ধার করেছেন কারাগার থেকে—সব আমাকে বলেছে দারতায়াঁ। ভীষণ ভালবাসে তোমাকে ছেলেটা। ও আরও

বলেছে— ।'

'ও শিগগিরই আসবে এখানে, এই খবর দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে আপনাকে?' আশায় আশায় বলল কন্সট্যান্স।

মাথা নাড়ল মিলাডি।

'না, তোমার দারতায়াঁ আর আমার স্বামী—দু'জনের ওপরেই কড়া নজর রেখেছে কার্ডিন্যালের অনুচররা। এখানে আসার কথা ভাবতেও পারছে না ওরা, পাছে ওদের অনুসরণ করে কার্ডিন্যালের লোকরা আবার জেনে ফেলে, কোথায় আছ তুমি। তাই ওরা আমাকে পাঠিয়েছে। নিরাপদ এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব আমি।'

'একা এসেছেন আপনি?' রীতিমত হতভম্ব দেখাচ্ছে কন্সট্যান্সকে।

'হ্যাঁ, বোন—তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের! পথে আসতে আসতে একাধিকবার আমার সন্দেহ হয়েছে, কেউ অনুসরণ করছে আমার গাড়ি। সব জায়গাতেই আছে কার্ডিন্যালের চর। যে-কোন মুহূর্তে তাদের কেউ হয়তো এসে পড়বে এখানে। আবার তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

কন্সট্যান্সের মুখের দিকে তাকিয়ে পরখ করার চেষ্টা করল মিলাডি, সন্দেহের কোন ছায়া সেখানে দেখা যায় কিনা! কিন্তু না, এমন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা যে দু-মুখো সাপ হতে পারে তা কন্সট্যান্সের কল্পনারও অতীত।

'কাছেই আমার স্বামীর কিছু সম্পত্তি আছে,' বলল মিলাডি। 'কার্ডিন্যালের চরদের চোখ এড়িয়ে যতদিন না দারতায়াঁ আসতে পারছে, ততদিন ওখানে লুকিয়ে থাকব আমরা।'

'তাহলে চলুন, এক্ষুণি রওনা হই।'

'হ্যাঁ। তার আগে এক চুমুক মদ খেয়ে নাও। স্নায়ুগুলো শক্ত হবে।'

টেবিলের ওপরেই এক বোতল মদ ও কয়েকটা গেলাস ছিল—সম্ভবত কাউন্টেস দ্য লা ফে-র আপ্যায়নের জন্য। দুটো গ্লাসে একটু করে মদ ঢালল মিলাডি। একটা গ্লাস কন্সট্যান্সের দিকে এগিয়ে দিয়ে অন্যটা তুলে নিল নিজে। চুমুক দেয়ার জন্যে ঠোঁটের কাছে তুলতেই স্থির হয়ে গেল তার হাত। কুঁচকে গেল ভুরুগুলো। ঘোড়ার খুরের শব্দ! অত্যন্ত অস্পষ্ট, তবু ঠিকই ঢুকেছে ওর কানে। গেলাসটা নামিয়ে রেখে জানালার কাছে ছুটে গেল মিলাডি।

'হায় ঈশ্বর!' কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল কন্সট্যান্স। 'কিসের আওয়াজ ওটা।'

'বোধহয় আমাদের শত্রু,' বলল মিলাডি। 'তুমি এখানেই থাকো, আমি দেখছি!'

ক্রমশ বাড়ছে শব্দ। জানালা দিয়ে তাকাল মিলাডি। সরু একটা পথ হারিয়ে গেছে বহু দূরে। মাটিতে বিছিয়ে থাকা সাদা একটা ফিতের মত লাগছে চাঁদের আলোয়। হঠাৎ একটা মোড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন অশ্বারোহী, মাথায় পালক লাগানো টুপি। ছুটন্ত ঘোড়ার গতির সাথে তাল মিলিয়ে কাঁপছে পালকগুলো। গুণতে লাগল মিলাডি দুই, তিন, চার··· মোট আটজন ঘোড়সওয়ার। একেবারে সামনের জনকে চিনতে অসুবিধে হলো না মিলাডির।

দারতায়াঁ।

'ক্যার্ডিন্যালের রক্ষী!' জানালা থেকে সরে আসতে আসতে চিৎকার করল মিলাডি। 'তাড়াতাড়ি! এক্ষুণি পালাতে হবে আমাদের!'

'হ্যাঁ—চলুন,' বলল বটে কিন্তু আতঙ্কে এক পা-ও নড়তে পারল না কন্সট্যান্স। আঠা দিয়ে যেন সেঁটে দেয়া হয়েছে তাকে মাটির সঙ্গে।

বাড়তে বাড়তে একেবারে কাছে এসে পড়ল ঘোড়ার আওয়াজ। ওদের জানালার ঠিক নিচে দিয়ে চলে গেল। এক মুহূর্ত পরেই গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি। তিন চারটে গুলির শব্দ।

'গাড়ি—গাড়িটা বোধ হয় চলে গেল,' হতাশ শোনাল কন্সট্যান্সের গলা।

'এখনও বোধ হয় সময় আছে,' ওর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল মিলাডি। 'এখানে ঢোকার আগে পুরো আশ্রমটা একবার চক্কর দিয়ে নিয়েছিলাম। কিছু যে ঘটতে পারে আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার—তাই কোচোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি কোন ঘোড়সওয়ার দেখলেই যেন গাড়ি আশ্রমের পেছন দিকে নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করো, বাগানের ভেতর দিয়ে হয়তো পৌঁছে যেতে পারব ওখানে।'

হাঁটতে চেষ্টা করল কন্সট্যান্স। দুই পা এগোল, তার পরই বসে পড়ল হাঁটু ভেঙে। ছুটে এসে ওকে ধরল মিলাডি। ওঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে মেয়েটার এমন এলিয়ে পড়া দেখে রেগে গেল মিলাডি।

'শেষ বারের মত বলছি, আসবে তুমি?' গর্জন করে উঠল সে।

'আমি পারছি না,' কান্নাভেজা গলায় বলল কন্সট্যান্স। 'ভীষণ ভয় লাগছে আমার। আমি হাঁটতে পারব না। আপনি পালান আমার জন্যে আপনি ধরা পড়বেন কেন?'

'পালাব? তোমাকে এখানে রেখে? কক্ষনো না!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল মিলাডি। তীব্র ঘৃণা ঝলসে উঠল তার চোখে। ছুটে গিয়ে টেবিলটার সামনে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল আঙুলের একটি আংটির ওপর লাগানো ঢাকনা। কন্সট্যান্সের জন্যে মদ ঢেলেছিল যে গেলাসটায় সেটার ওপর হাত রেখে উল্টে দিল আংটি। ছোট্ট বাক্স আকৃতির আংটির ভেতর থেকে লালচে একটা বাড়ি পড়ল গেলাসে।

শক্ত নিষ্কম্প হাতে গেলাসটা তুলে নিয়ে কন্সট্যান্সের মুখের কাছে তুলে ধরল মিলাডি।

'এটুকু খেয়ে নাও, শক্তি পাবে! তাড়াতাড়ি করো, সময় নেই!'

যন্ত্রের মত তরল পদার্থটুকু গিলে ফেলল কন্সট্যান্স। তারপর আর অপেক্ষা করল না মিলাডি। গেলাসটা কোন মতে টেবিলের ওপর রেখেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিলাডি চলে যাওয়ায় আরও ভয় পেল কন্সট্যান্স। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। এক পা এগোল। তারপরই বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার ভেতর। গলার কাছটাও কেমন যেন লকিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল একটা চেয়ারে। নড়াচড়ার শক্তিও যেন নেই শরীরে।

ভয়ানক গোলমালের শব্দ ভেসে আসছে ফটকের দিক থেকে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। জোরে চিৎকার করল কে যেন। একটু গুলির শব্দ। আচমকা ঘটাং করে খুলে গেল দরজা। বেশ কয়েকজন লোক ঢুকল ঘরে।

একদম সামনে দারতায়াঁ। হাতে পিস্তল। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটার মুখ দিয়ে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ পড়ল কঙ্গট্যাঙ্গের ওপর। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল দারতায়াঁ। হাঁটু গেড়ে বসল কঙ্গট্যাঙ্গের পাশে।

স্বপ্নোত্থিতের মত দারতায়াঁর দিকে চাইল কঙ্গট্যাঙ্গ।

'তুমি এসেছ!' অনেক দূর থেকে ভেসে এল যেন ওর গলা। 'মহিলা বলছিল তুমি আসবে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কোমল গলায় বলল দারতায়াঁ। 'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মহিলা বলছিল, তুমি আসবে না,' একই রকম স্বপ্নিল গলায় বলল কঙ্গট্যাঙ্গ।

'মহিলা! কে মহিলা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন দারতায়াঁ।

'এতক্ষণ এখানে ছিল। যা সুন্দর দেখতে, প্রথমে তো ঈর্ষাই হচ্ছিল আমার। তোমাদেরকে কার্ডিন্যালের রক্ষী মনে করে পালিয়েছে!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কার কথা বলছ?'

'যার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ফটকের সামনে। তোমার বন্ধুর স্ত্রী—ওর কাছে নাকি সব বলেছ তুমি।'

'নাম কি ওর?' চিৎকার করল দারতায়াঁ। 'নাম জানো না?'

'হ্যাঁ, জানি—কিন্তু, দাঁড়াও!—কি আশ্চর্য—ওহ্, ঈশ্বর! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না—আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

'তাড়াতাড়ি!' বন্ধুদের দিকে তাকাল দারতায়াঁ। 'বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর হাত। ও বোধ হয় অসুস্থ! কিছু একটা করো তোমরা!'

গেলাসে করে পানি আনবার জন্যে টেবিলের দিকে ছুটে গেল আরামিস। অ্যাথোসের মুখ দেখে থেমে দাঁড়াল ও। গম্ভীর হয়ে উঠেছে অ্যাথোসের চেহারা। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে একটা গেলাস পরীক্ষা করছে ও।

'না, এ অসম্ভব!' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল অ্যাথোস।

'পানি!' অস্থিরভাবে চিৎকার করল দারতায়াঁ।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ মেলল কঙ্গট্যাঙ্গ। সর্বনাশা গেলাসটা নিয়ে এগিয়ে এল অ্যাথোস ওর দিকে।

'মাদমোয়াজেল, এই গেলাসে মদ খেয়েছে কে?'

'আমি, মঁসিয়ে,' দুর্বল গলায় জবাব দিল কঙ্গট্যাঙ্গ।

'কে ঢেলে দিয়েছিল? তুমি নিজে না আর কেউ?'

'ওই মহিলা—কাউন্টেস দ্য লা ফে।'

দুর্বোধ্য একটা চিৎকার করে হাতের গেলাসটার দিকে তাকাল অ্যাথোস। ধীরে ধীরে খুলে গেল ওর আঙুলগুলো। মেঝের ওপর পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল গেলাসটা। আস্তে আস্তে নীল হয়ে যাচ্ছে কঙ্গট্যাঙ্গের মুখ। তীব্র যন্ত্রণায় কাঁপছে শরীর। পর্থোস আর আরামিস-ও এসে ধরেছে ওকে। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে

কন্সট্যান্স, যেন বাতাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করছে ওর বুক।

লাফিয়ে উঠে অ্যাথোসের হাত ধরল দারতায়াঁ। 'কি বলতে চাও তুমি?'

একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল অ্যাথোস। 'বিষ!'

'দারতায়াঁ, তুমি কোথায়?' কাতর গলায় ডাকল কন্সট্যান্স। 'আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি মরে যাচ্ছি!'

এক লাফে ওর কাছে ফিরে এল দারতায়াঁ। বিকৃত হয়ে গেছে কন্সট্যান্সের চেহারা, থর থর করে কাঁপছে শরীর, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে ভুরুর কাছে।

'ঈশ্বরের দোহাই, কিছু একটা করো তোমরা!' চিৎকার করল দারতায়াঁ।

'লাভ নেই,' বিড়বিড় করল অ্যাথোস। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার নেই।'

অনেক কষ্টে, শরীরের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে একটু সোজা হলো কন্সট্যান্স। দারতায়াঁর মাথাটা ধরল দু'হাতে; অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত- ওর সমস্ত অন্তরটা যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল সেই দৃষ্টিতে, তারপর শেষবারের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

দু'হাত দিয়ে একটা নিষ্প্রাণ দেহ কেবল ধরে রইল দারতায়াঁ। তীব্র যন্ত্রণার একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল কন্সট্যান্সকে।

পর্থোস আর আরামিসের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল অ্যাথোস। সন্ন্যাসিনীদের প্রধানকে ডাকতে চলে গেল ওরা। বারান্দায়ই পাওয়া গেল তাঁকে। এসব অদ্ভুত মারাত্মক ঘটনা দেখে মুষড়ে পড়েছে বেচারা। পর্থোস আর আরামিস তাঁকে ডেকে নিয়ে এল অ্যাথোসের কাছে।

হাত ধরে প্রথমে দারতায়াঁকে তুলল অ্যাথোস। তারপর ফিরল সন্ন্যাসিনীর দিকে। এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, 'আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি এই হতভাগিনীর দেহ। আপনার সিস্টারদের একজন ভেবে এর সৎকারের ব্যবস্থা করবেন। ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করার জন্যে ফিরে আসব আমরা।'

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে গেল ও ঘর ছেড়ে। যেন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে পোড় খাওয়া স্নেহপরায়ণ এক বাবা তাঁর শোকাহত সন্তানকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দুই বন্ধু অনুসরণ করল ওদের।

## বিশ

বেথুন শহরের দিকে চলেছে চার মাস্কেটিয়ার। পেছনে তাদের চার ভৃত্য। কারও মুখে কথা নেই। শহরে পৌঁছে একটা সরাইখানার সামনে লাগাম টানল অ্যাথোস!

'নষ্টা মেয়েলোকটাকে তাড়া করব না আমরা?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল

দারতায়।

'পরে,' বলল অ্যাথোস। 'কয়েকটা কাজ শেষ করতে হবে আগে।'

'এই সুযোগে পালাবে তো মেয়েটা,' সমান ঝাঁঝের সাথে বলল দারতায়াঁ। 'তোমার দোষে, অ্যাথোস!'

'আমি খুঁজে বের করব ওকে,' অবিচল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল অ্যাথোস।

রাতের মত সরাইখানায় আশ্রয় নিল ওরা। কারও খাওয়ার রুচি নেই। তবু জোর করে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ল যে যার ঘরে।

সবার শেষে শুতে গেল অ্যাথোস। তার আগে সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে এ এলাকার একটা মানচিত্র চাইল ও। সরাইওয়ালা লোকটা ভাল, এই রাত-দুপুরেও খুঁজে পেতে ঠিকই একটা মানচিত্র এনে জাহির করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অ্যাথোস মানচিত্রটা। চারটে ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজে পেল বেথুন থেকে আরমেঁতিয়্যারি পর্যন্ত। মানচিত্রটা রেখে চার ভৃত্যকে ডাকল ও। কিছুক্ষণ কথা বলল ওদের সাথে, কিছু নির্দেশ দিল। শেষে যোগ করল, 'কাল ভোরেই তোমরা রওনা হবে। চারজন চার পথে যাবে। পথ চারটে কোন কোন জায়গা দিয়ে গেছে, এই মানচিত্রে দেখে নাও। প্ল্যানশেট যাবে গাড়িটা যে পথে গেছে সে পথে। দারতায়াঁ গুলি ছোঁড়ার পর কোন দিকে গিয়েছিল ওটা দেখেছিলে তো?'

মাথা ঝাঁকাল প্ল্যানশেট।

'কাল সকাল এগারোটা নাগাদ চারজন এক জায়গায় হবে,' বলে চলল অ্যাথোস। 'কোথায় লুকিয়েছে মেয়েছেলেটা যদি জানতে পারো, তিনজনকে পাহারায় রেখে অন্যজন চলে আসবে আমাদের খবর দিতে। বোঝা গেছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল চার ভৃত্য। তারপর চলে গেল শুতে। অ্যাথোসও নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

পরদিন ভোরে দারতায়াঁ এল ওর কাছে।

'এবার কি করব?' জানতে চাইল সে।

'অপেক্ষা।' অ্যাথোসের জবাব।

এক ঘণ্টা পর খবর পাঠালেন আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসিনী: ঠিক দুপুর বেলা অনুষ্ঠিত হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে হাজির হলো চার বন্ধু। ধীর, করুণ সুরে বেজে চলেছে গির্জার ঘণ্টা। চ্যাপেলের দরজা খোলা। ভেতরে সাদা একটা কাপড়ে মুড়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে কন্সট্যান্স বোনাসিওর মৃতদেহ।

চ্যাপেলের দরজায় পৌঁছে শক্তি সাহস সব হারিয়ে ফেলল দারতায়াঁ। মনে হচ্ছে আর এক পা-ও এগোতে পারবে না। ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাথোসের দিকে তাকাল ও। কিন্তু কোথায় অ্যাথোস? কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই অদৃশ্য হয়েছে সে!

তিন বন্ধুর কাছ থেকে নিঃশব্দে পিছিয়ে এল অ্যাথোস। এক সন্ন্যাসিনীকে দেখে জানতে চাইল, আশ্রমের বাগানটা কোথায়। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল সন্ন্যাসিনী।

এগিয়ে গেল অ্যাথোস বাগানের দিকে। কিছুদূর যেতেই এক জায়গায় নরম মাটির ওপর পায়ের ছাপ নজরে পড়ল। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতেই বুঝল, ছাপগুলো মহিলার পায়ের। নরম মাটিতে বেশ গভীরভাবে আঁকা হয়ে আছে। ছাপ লক্ষ করে এগোতে লাগল অ্যাথোস। বাগানের শেষ মাথায় পাঁচিলের গায়ে ছোট একটা দরজা। দরজা পার হলেই ছোট একটা বন। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে দরজা পেরোল ও। তারপর বন। বন পেরিয়ে একটা রাস্তায় উঠল। এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পায়ের ছাপ। রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল ও। চোখ দুটো সেঁটে আছে মাটির সঙ্গে।

প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় দেখল ঘোড়ার পায়ের এলোমেলো ছাপের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে মহিলার পায়ের ছাপ। আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। বন আর এ জায়গার মাঝে যে ছাপগুলো দেখেছে সেগুলো বাগানে দেখা ছাপগুলোর মতই ছোট ছোট—অর্থাৎ মহিলার পায়ের। তার মানে গাড়িটা এখানে এসে থেমেছিল মিলাডিকে তুলে নেবার জন্যে। আর বাগান পেরিয়ে, বন পেরিয়ে এখানে এসেছিল মিলাডি গাড়িতে চড়ার জন্যে। সরাইখানায় ফিরে অ্যাথোস দেখল, প্ল্যানশেট অপেক্ষা করছে ওর জন্যে

অ্যাথোসের মত প্ল্যানশেটও বনের পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল। অ্যাথোস যেখানে ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেছিল সে পর্যন্ত গিয়ে থামল ও। তারপর গাড়ির চাকার দাগ ধরে এগিয়ে যায় আরমেঁতিয়্যারি পর্যন্ত।

একটা মাত্র সরাইখানা আরমেঁতিয়্যারিতে। নাম গেস্ট। সেখানে বিভিন্ন জনের সাথে মিনিট দশেক আলাপ করতেই প্ল্যানশেট জেনে ফেলে, আগের রাতে গাড়িতে করে এক মহিলা এসেছে সরাইখানায়। অশ্বারোহী এক লোকও ছিল তার সাথে। তবে ঘণ্টাখানেক পরেই চলে যায় লোকটা। একটা ঘর ভাড়া করে মহিলা সরাইওয়ালাকে জানায়, আশপাশে কোথাও কিছুদিনের জন্যে থাকতে চায় সে।

আর কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করেনি প্ল্যানশেট। এগারোটা নাগাদ অন্য তিন ভৃত্যকে খুঁজে বের করে সরাইখানার দরজাগুলোয় পাহারা বসিয়ে সে সোজা চলে এসেছে অ্যাথোসকে খবর দিতে।

সবেমাত্র প্ল্যানশেট শেষ করেছে তার বিবরণ, আর্মে থেকে ফিরে এল পর্থোস, আরামিস আর দারতাঁয়া। তিন জনেরই মুখ গম্ভীর, ভারাক্রান্ত।

অ্যাথোস সংক্ষেপে বলল ও আর প্ল্যানশেট যা যা জানতে পেরেছে।

'এখন কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল দারতাঁয়া।

'অপেক্ষা,' শান্ত গলায় জবাব দিল অ্যাথোস।

'এখনও!?'

'হ্যাঁ।'

যার যার ঘরে চলে গেল সবাই। নিচে নেমে এল অ্যাথোস। জিন চাপানোর নির্দেশ দিল ওর ঘোড়ায়। কয়েক মিনিটের ভেতর পথে নামল ও।

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে লিল শহরে পৌঁছুল অ্যাথোস। খুন থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে শহরটা। একটা ভাড়াটে আস্তাবলে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ও রাস্তা ধরে। বেশ কয়েকবার থামল। পথচারীদের কাছে জানতে চাইল পথের

হদিস। প্রতিবারই ওর প্রশ্ন শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল পথচারীরা। কোনমতে ইশারায় পথ দেখিয়ে দিয়েই কেটে পড়ল তারা।

অবশেষে এক ভিক্ষুক এগিয়ে এল অ্যাথোসের দিকে। হাত পেতে ভিক্ষা চাইল। একটা রৌপ্য মুদ্রা দেখাল অ্যাথোস। বলল, যাকে খুঁজছে তার বাড়িতে যদি পৌঁছে দেয়, তবে মুদ্রাটা দেবে ভিক্ষুককে। আনন্দের সাথে রাজি হলো ভিক্ষুক। যাকে খুঁজছে তার পরিচয় দিল অ্যাথোস। সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল ভিক্ষুক। এদিকে আস্ত একটা রৌপ্য মুদ্রার লোভ। কাঁপতে কাঁপতে অ্যাথোসের আগে আগে চলল সে।

একটা মোড়ের কাছে পৌঁছুল ওরা। হাতের ইশারায় ছোট একটা বাড়ি দেখাল ভিক্ষুক, তারপর আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে কেটে পড়ল চটপট। লোকালয় থেকে বেশ দূরে বাড়িটা—নির্জন, বিষণ্ন চেহারা। অ্যাথোস এগিয়ে গেল সেটার দিকে।

বাড়ির দেয়ালগুলো লাল রং করা। সামনের দরজাটাও। পর পর দু'বার দরজায় আঘাত করল অ্যাথোস। কোন সাড়া পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। তৃতীয়বার আঘাত করতেই খুলে গেল কপাট। এক লোককে দেখা গেল দরজায়। লম্বা, কেমন যেন ফ্যাকাসে চেহারা, মাথায়-মুখে কালো চুল-দাড়ি।

নিচু স্বরে কিছু বলল তাকে অ্যাথোস। দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল লোকটা, ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল ওকে। ঢুকল অ্যাথোস। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

অদ্ভুত একটা ঘরে অ্যাথোসকে নিয়ে গেল লোকটা। ঘরের এক জায়গায় একটা নর কঙ্কাল ঝুলছে। তাকে নানা আকৃতির বোতল সাজানো, টেবিলেও। বোতলগুলোর ভেতর পচন-নিরোধক তরল পদার্থে চুবিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের সরীসৃপ। কালো একটা কাঠের ওপর শুকনো কতগুলো গিরগিটি। ছাদ থেকে ঝুলছে নানা ধরনের ওষধির গুচ্ছ। আর কোন লোক নেই বাড়িতে—কোন আত্মীয় নয়, এমন কি ভৃত্য পর্যন্ত না। লোকটা একা থাকে এ বাড়িতে।

অ্যাথোস ব্যাখ্যা করে বোঝাল, কেন এসেছে ও। শুনে পিছিয়ে গেল লোকটা—ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে। প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যাথোস। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল একটা নাম। চমকে উঠল লোকটা। অদ্ভুত একটা আলো যেন বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার চোখ থেকে। কথা বলে চলল অ্যাথোস। এবার মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিচ্ছে লোকটা। সবশেষে কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সে—রাজি অ্যাথোসের নির্দেশ পালন করতে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার বেথুনের পথে রওনা হলো অ্যাথোস। এবার তার পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে লম্বা লোকটা।

সন্ধ্যা নাগাদ বেথুন শহরে পৌঁছে গেল ওরা। এক শুঁড়িখানায় লোকটাকে বসিয়ে রেখে সরাইখানায় ফিরে এলো অ্যাথোস। প্রথমেই নিজের জন্যে নতুন একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল সরাইওয়ালাকে। তারপর ডেকে পাঠাল

বন্ধুদের।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথোসের ঘরে হাজির হলো পর্থোস, আরামিস এবং দারতায়াঁ।

'সময় হয়েছে,' বলল অ্যাথোস। 'এবার আমরা রওনা হব।'

কয়েক মিনিটের ভেতর তৈরি হয়ে নিচে নেমে এল তিনজন। একটু পরে এল অ্যাথোস। ইতিমধ্যে ঘোড়ায় চেপে বসেছে দারতায়াঁ, ছোটবার জন্যে অস্থির।

'ধৈর্য ধরো!' বলল অ্যাথোস, 'দলের একজন এখনও আসেনি।'

অবাক চোখে তিনজন এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। কে আসেনি?

অ্যাথোসের জন্যে নতুন ঘোড়া নিয়ে এল প্লানশেট। হাল্কা চালে একটা লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপল অ্যাথোস।

'অপেক্ষা করো,' বলল ও। 'আমি আসছি এক্ষুণি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল অ্যাথোস। ফিরে এল দশ মিনিটের ভেতর। এবার দীর্ঘদেহী এক অশ্বারোহী তার পাশে। লাল একটা আলখাল্লা তার পরনে, মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে মুখটা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে আবার এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল অন্য তিন মাস্কেটিয়ার। কিন্তু কিছু বলল না অ্যাথোস। প্ল্যানশেটকে পথপ্রদর্শক করে আরমেঁতিয়্যারির পথে রওনা হয়ে গেল ছোট্ট ঘোড়সওয়ার বাহিনীটা।

নিকষ কালো ঝোড়ো রাত। ওরা রওনা হওয়ার পর পরই বাড়তে শুরু করে বাতাসের বেগ। এখন দস্তুর মত ঝড়ের চেহারা নিয়েছে। বৃষ্টি নামেনি এখনও, তবে যে কোন মুহূর্তে নেমে পড়তে পারে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে দেখা যাচ্ছে সামনে ফাঁকা পথ। তারপর আবার সব নিকষ কালো।

ঝড় একটু বাড়ল। আরও ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিকটশব্দে বাজ পড়ছে একটু পরপরই। তীব্র হাওয়ায় উড়ে যেতে চাইছে মাথার চুল আর টুপির সাথে লাগানো পালক। আর মাত্র মাইল তিনেক গেলেই ওরা পৌঁছে যাবে আরমেঁতিয়্যারিতে, এমন সময় প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল ঝড়, সেই সাথে বৃষ্টি। কিন্তু থামল না ওরা, আলখাল্লা দিয়ে কোনমতে শরীর জড়িয়ে নিয়ে ছুটে যেতে লাগল সোজা।

আরমেঁতিয়্যারি গ্রামে ঢুকল ওরা। হঠাৎ, যেন মাটি ফুঁড়ে রাস্তার মাঝখানে হাজির হলো এক লোক। হাত তুলে থামার ইশারা করল ওদের। অ্যাথোস চিনতে পারল তার ভৃত্য, গ্রিমদকে।

'কি ব্যাপার?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল ও। 'ভেগেছে নাকি মেয়েটা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল গ্রিমদ। শুনে দাঁতে দাঁত ঘষল দারতায়াঁ।

'কোথায় গেছে?' অ্যাথোসের প্রশ্ন।

হাত তুলে ইশারা করল গ্রিমদ। যে দিকে দেখাল সেদিকে একটা নদী আছে, নাম লিস। 'এখান থেকে আধ মাইল মত দূরে,' বলল সে, 'নদীর কাছাকাছি।'

'নিয়ে চলো আমাদের,' গম্ভীর গলায় বলল অ্যাথোস।

এগিয়ে চলল ওরা। নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট। বিদ্যুৎ চমকালো আরেকবার। তীব্র আলোর ঝলকানিতে মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল

চারদিক। হাত তুলে ইশারা করল গ্রিমদ। সেই মুহূর্তের আলোয় ওরা দেখতে পেল, নদীর কাছাকাছি ছোট্ট একটা কুটির। তার থেকে খুব বেশি হলে একশো পা দূরে খাটের সাথে বাঁধা রয়েছে একটা খেয়া নৌকা। কুটিরের জানালা আলোকিত।

এগিয়ে চলেছে ওরা। সামনে একটা খাদের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল এক লোক। ওর নাম মাউজকেতোঁ, পর্থোসের ভৃত্য।

'ওখানে আছে মেয়েটা,' কুটিরটার দিকে ইশারা করল সে। 'বেযি চোখ রাখছে।'

'বেশ,' শান্ত গলায় বলল অ্যাথোস। 'ভাল কাজ করেছ তোমরা।'

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ও। লাগামটা গ্রিমদের হাতে দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল কুটিরের দিকে। আলোকিত জানালার সামনে গিয়ে থামল। পর্দা টানানো জানালায়।

দেয়ালের গোড়ার দিকে ভিত-এর যে সামান্য অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে সেটায় উঠে পর্দার ওপর দিয়ে উঁকি দিল অ্যাথোস। এক মহিলাকে দেখতে পেল। নিবু নিবু আগুনের সামনে কালো আলখাল্লা মুড়ি দিয়ে বসে আছে। সস্তা খটখটে একটা টেবিলের ওপর ঠেস দিয়ে রেখেছে কনুই দুটো। মাথাটার ভর রেখেছে হাতে।

মুখ দেখতে না পেলেও অ্যাথোস বুঝতে পারল যাকে খুঁজছে এ-ই সে।

হঠাৎ একটা ঘোড়া ডেকে উঠল চিঁ-হি-হি করে। চমকে মুখ তুলে তাকাল মিলাডি। জানালার শার্শির ভেতর দিয়ে দেখতে পেল অ্যাথোসের মুখ। তীক্ষ্ণ আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠল সে। হাঁটু এবং বাম হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে ঘা মারল অ্যাথোস জানালার কপাটে। ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ে গেল কপাট দুটো। প্রতিহিংসাপরায়ণ অশুভ আত্মার মত লাফিয়ে পড়ল ও ঘরের ভেতর।

আতঙ্কিত মিলাডি ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। কিন্তু দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দারতায়াঁ। হাতে পিস্তল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে পিছু হটে গেল মিলাডি।

'পিস্তলটা রেখে দাও, দারতায়াঁ।' কাটা কাটা গলায় বলল অ্যাথোস। 'হত্যা নয়, আইন অনুযায়ী বিচার হবে ওর। ভেতরে এসো সবাই।'

দারতায়াঁ পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রেখে ধীর পায়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। ওর পেছন পেছন ঢুকল পর্থোস, আরামিস আর লাল আলখাল্লা পরা সেই লোকটা। ভৃত্যরা পাহারায় রইল বাইরে।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে মিলাডি। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'কি চাও তোমরা?' হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল সে।

'তোমার অপরাধের উপযুক্ত বিচার,' গম্ভীর গলায় বলল অ্যাথোস। 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে। যা করেছ তার সপক্ষে তোমার যদি কোন যুক্তি থাকে, যথাসময়ে তা বলার সুযোগ পাবে। মঁসিয়ে দারতায়াঁ, প্রথমে তুমিই বলো, এই মহিলার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ আছে?'

এগিয়ে এল দারতায়াঁ। 'ঈশ্বরের সামনে এবং মানুষের সামনে আমি এই

মহিলাকে অভিযুক্ত করছি কন্সট্যান্স বোনাসিও নামের এক মহিলাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার দায়ে। গতকাল— ।'

আর বলতে পারল না দারতায়াঁ, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল ওর গলা। পর্থোস এবং আরামিসের দিকে ফিরল।

'আমরা সে ঘটনার সাক্ষী,' এক স্বরে বলল দু'জন।

'এবার আমার পালা,' বলল অ্যাথোস। ভয়ানক ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। 'ভদ্রমহোদয়গণ,' বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে শুরু করল ও, 'এখানে উপস্থিত যে-কারও চেয়ে আমি ভালভাবে চিনি এই মহিলাকে। এ আমার স্ত্রী!'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল পর্থোস আর আরামিসের। দারতায়াঁ অবশ্য চমকাল না। অ্যাথোস আর মিলাডির সম্পর্কটা ও অনুমান করতে পেরেছিল। আতঙ্কিত চোখে অ্যাথোসের দিকে তাকিয়ে আছে পর্থোস আর আরামিস। দু'হাতে মুখ ঢেকেছে মিলাডি।

'মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ে প্যারিসের একমাত্র লোক, যিনি আমার আসল নাম জানেন। কাল রাতে মাদমোয়াজেল বোনাসিওর মুখে তোমরা শুনেছ নামটা।' নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু থামল অ্যাথোস। তারপর বলল, 'আমি কাউন্ট দ্য লা ফে। এই মহিলাকে যখন আমি বিয়ে করি তখন ও ষোল বছরের তরুণী—পরীর মত সুন্দরী। ছোট এক শহরে ভাইয়ের সাথে থাকত। ওর ভাই ছিল যাজক। আমি যে অঞ্চলের জমিদার ছিলাম আমার সাথে পরিচয় হওয়ার মাত্র ক'দিন আগে সে এলাকায় এসেছিল ওরা। কোথা থেকে, কেউ জানত না। ও এমন সুন্দরী ছিল আর ওর ভাই এত ভাল লোক ছিল যে জিজ্ঞেস করার কথা কারও মনেই হয়নি।

'পরিবারের সবার অমতে ওকে বিয়ে করলাম আমি। আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলাম ওর নামে। আমার বংশমর্যাদা পেল ও, আমার শ্যাতোর কর্ত্রী হলো। মোট কথা ওই এলাকার এক নম্বর মহিলা করে তুললাম ওকে। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই আমি আবিষ্কার করলাম ওই পরীর মত সুন্দর মুখের আড়ালে রয়েছে রাক্ষুসীর হৃদয়...'

থামল অ্যাথোস, বাঁকা একটা হাসি খেলে গেল ঠোঁটে।

'একদিন,' আবার শুরু করল ও, 'আমি আর ও শিকার করছিলাম। হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ও। ছুটে গেলাম আমি সাহায্য করার জন্যে। পড়ার পর মাটির সাথে ঘষা লেগে বা অন্য কোন কারণে ছিঁড়ে গিয়েছিল ওর গাউনের কাঁধ। ঝুঁকে ওকে তুলতে যাব, হঠাৎ ছেঁড়ার ভেতর দিয়ে চোখ পড়ল ওর কাঁধের অনাবৃত অংশে—দেখলাম সেখানে ছাপ মারা রয়েছে *ফ্ল্যার-দ্য-লি* (ফ্রান্সের রাজকীয় চিহ্ন) তার মানে বুঝতে পারছ? দাগী আসামী ও। চুরি বা অন্য কোন অপরাধে ধরা পড়েছিল, নিয়ম মত শাস্তি শেষে ফ্ল্যার-দ্য-লি একে দেয়া হয়েছিল কাঁধে। পরে ও নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে, গির্জা থেকে অনেকগুলো পবিত্র পানপত্র চুরি করেছিল।'

'হায়, ঈশ্বর!' ফিসফিস করে বলে উঠল আরামিস, 'এ কি কথা শোনাচ্ছ তুমি, অ্যাথোস?'

'সত্যি কথা,' শান্তভাবে বলল অ্যাথোস। 'দেশের সেরা অভিজাতদের

একজন ছিলাম আমি। আমার দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে পানি খেত আমার এলাকায়। আর আমার সাথেই এমন জঘন্য প্রতারণা! নির্জন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে একটা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলাম ওকে—তারপর চলে এলাম। এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ও ধরনের কাজে বিশেষ পারদর্শী নই আমি···মরেনি ও, যদিও আমি ভেবেছিলাম মরে গেছে।'

'তুমি ঠিক জানো, এ-ই সেই মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল পর্থোস।

'নিজের চোখেই দেখো,' বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে মিলাডির পাশে চলে এল অ্যাথোস। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল তার আলখাল্লার কাঁধের কাছটা। গা মুচড়ে কাঁধ ঢাকার চেষ্টা করল মিলাডি। শক্ত হাতে তাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল অ্যাথোস, এবং একই ভঙ্গিতে টেনে ছিঁড়ে ফেলল গাউনের উপরের অংশও। অনাবৃত হয়ে গেল মিলাডির সুন্দর কাঁধ দুটো। একটু এগোতেই পর্থোস আর আরামিস দেখল, এক কাঁধে ছাপ মারা রয়েছে ফ্লেয়র-দ্য-লি-জল্লাদের চিহ্ন।

'ওহ্, ঈশ্বর!' আর্তনাদের মত শোনাল দুই মাস্কেটিয়ারের গলা।

উন্মত্তের মত চিৎকার করল মিলাডি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আলখাল্লা আর গাউনের ছেঁড়া অংশ টেনে দিল অনাবৃত কাঁধে। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাথোসের দিকে।

'যে কেউ তো এই ছাপ মেরে দিতে পারে আমার কাঁধে,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। 'প্রমাণ করতে পারবে, আমি দাগী আসামী বলেই এই ছাপ মারা হয়েছে? তাহলে বলো, কে মেরেছে এই ছাপ, কোথায়, কেন?'

'চুপ করো,' গম্ভীর, ভারি একটা গলা বলে উঠল পেছন থেকে। 'আমি জবাব দিচ্ছি এই প্রশ্নের।'

এক পা এগিয়ে এল লাল আলখাল্লা পরা লোকটা। ধীরে ধীরে মুখের কাছে একটা হাত উঠিয়ে খুলে ফেলল মুখোশ। ভূত দেখার মত চমকে উঠল মিলাডি। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার চোখ।

'লিল-এর জল্লাদ!' কোনমতে উচ্চারণ করল সে।

পেছনে সরে গেল সবাই। লাল আলখাল্লা পরা লিল-এর জল্লাদ কেবল রইল ঘরের মাঝখানে।

'ক্ষমা করো আমাকে!' হাঁটু গেড়ে বসে কান্না জড়ানো গলায় বলল মিলাডি।

কেউ মনোযোগ দিল না ওর দিকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অপরিচিত লোকটা। তারপর যখন কথা শুরু করল, ঘরের প্রতিটা চোখ সেঁটে রইল তার ওপর, প্রতিটা কান খাড়া হয়ে রইল তার প্রতিটা শব্দ ঠিক মত শোনার জন্যে।

'এই মহিলা,' শুরু করল সে, 'এক কালে চমৎকার এক মেয়ে ছিল। সৌন্দর্যের দিক থেকেও এখনকার চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ ছিল না। টেম্পলমার-এর বেনেডিক্টাইন আশ্রমে সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করে ও। সন্ন্যাসিনী হিসেবে ভালই কাটছিল ওর দিন। এই সময় তরুণ এক পাদ্রী ওর প্রেমে পড়ে, ওই তরুণ পাদ্রী ছিল ওই আশ্রমেরই পুরোহিত। প্রেম কিছুটা ঘনীভূত হতেই ও ওই পাদ্রীকে দেশত্যাগে প্ররোচিত করে। কারণ আশ্রমে থাকলে কখনোই ওদের মিলন সম্ভব

ছিল না। রাজি হলো পুরোহিত, কিন্তু সমস্যা হলো টাকা-পয়সা নিয়ে। সন্ন্যাসীদের কাছে এমন কিছু টাকা-পয়সা থাকে না যে, ইচ্ছে করলেই একজনকে নিয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পালিয়ে যাওয়া যায়। সমাধান দিল ও-ই। অনেকগুলো পবিত্র পানপাত্র চুরি করল ও, আর পাদ্রী সেগুলো বিক্রি করল। কিন্তু কপাল খারাপ দু'জনের, পালানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যায় ওদের পরিকল্পনা, চুরির কথাও জানাজানি হয়ে যায়। গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জনকেই।

'এক সপ্তাহের ভেতর কারাগার প্রধানের ছেলে উন্মত্তের মত ওর প্রেমে পড়ল এবং কারাগার থেকে পালাতে সাহায্য করল ওকে। বিচারে দশ বছরের কারাদণ্ড হলো পাদ্রীর, সেই সাথে দাগী আসামীর ছাপ মেরে দেয়া হলো তার গায়ে। এই মেয়েটা ঠিকই বলেছে, সে সময় আমি ছিলাম লিল কারাগারের জল্লাদ। অপরাধীর শরীরে দাগী আসামীর ছাপ মেরে দিলাম আমি—ওই অপরাধী, শুনলে হয়তো আপনারা আশ্চর্য হবেন, আমার আপন ভাই!

'তারপরই আমি প্রতিজ্ঞা করি, যে আমার ভাইয়ের সর্বনাশ করেছে, শাস্তির ভাগ তাকে নিতে হবে। কারারক্ষী-প্রধানের ছেলের সাথে যখন পালায় মেয়েটা তখনই আমি সন্দেহ করেছিলাম, কোথায় ওরা লুকোতে পারে। কিছু দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, পেয়ে গেলাম ওকে। হাত-পা বেঁধে ওর কাঁধে মেরে দিলাম দাগী আসামীর ছাপ—আমার ভাইয়ের গায়ে যেমন মেরেছি ঠিক তেমন, ফ্লেয়র-দ্য-লি।

'এরপর ওকে ছেড়ে দিয়ে লিল-এ ফিরে এলাম আমি। এর ভেতর আমার ভাইটা যে পালানোর ফিকির খুঁজছিল তা টের পাইনি। আমি ফিরে আসার পরদিনই পালাল সে। ওকে সাহায্য করার অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে। এবং বিচারে ঠিক হলো, যতদিন না ওকে আবার ধরা যাচ্ছে ততদিন ওর জায়গায় আমাকেই কয়েদ খাটতে হবে। আমার ভাই এ-সবের কিছুই জানত না, কারাগার থেকে পালিয়ে সোজা এই মেয়ের কাছে গেল ও। তারপর দু'জনে পালিয়ে চলে গেল বেরিতে, কি করে কি করে সেখানে একটা যাজকের পদ জোগাড় করে ফেলল আমার ভাই। বোনের পরিচয়ে মেয়েটা থাকতে লাগল তার কাছে।

'এবার ওই এলাকার জমিদার প্রেমে পড়লেন মেয়েটার। কয়েক দিনের পরিচয়েই বিয়ের প্রস্তাব দিলেন ওকে। যার জীবনটা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে তাকে ছেড়ে চলে এল লোভী মেয়েটা। হয়ে বসল কাউন্টেস দ্য লা ফে—।'

সবগুলো চোখ অ্যাথোসের দিকে ঘুরল। হাত নেড়ে জল্লাদকে বলে যাওয়ার ইশারা করল অ্যাথোস।

'আমার ভাইয়ের হৃদয়টা ভেঙে গেল,' আবার শুরু করল লিল-এর জল্লাদ। 'লিল-এ ফিরে এল সে। ওর জায়গায় আমি কয়েদ খাটছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই রাতেই কারা প্রকোষ্ঠে গলায় দড়ি নেয় সে। এরপর ছেড়ে দেয়া হয় আমাকে।

'এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ওর অপরাধ কি? কেন ওর গায়ে দাগী আসামীর ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে?'

'মঁসিয়ে দারতায়াঁ,' স্থির গলায় ডাকল অ্যাথোস, 'এই মেয়ের কি শাস্তি হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো?'

'মৃত্যুদণ্ড।'

'মঁসিয়ে পর্থোস, মঁসিয়ে আরামিস,' বলে চলল অ্যাথোস, 'তোমরা এখানে নিরপেক্ষ, তোমাদের হাতেই দিচ্ছি বিচারের ভার। বলো, কি শাস্তি হওয়া উচিত?'

'মৃত্যুদণ্ড,' এক সঙ্গে জবাব দিল দুই মাস্কেটিয়ার।

প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মিলাডি। হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল দুই বিচারকের পায়ের দিকে। নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে রইল পর্থোস আর আরামিস।

'তোমার অপরাধ পৃথিবীতে মানুষকে এবং স্বর্গে ঈশ্বরকে ক্লান্ত করে তুলেছে,' বলল অ্যাথোস, 'এখানে সবাই তোমার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে, আমার কিছু করার নেই। কোন প্রার্থনা জানা থাকলে করে নিতে পারো—এক্ষুণি কার্যকর করা হবে তোমার প্রাণদণ্ড।'

উঠে দাঁড়াল মিলাডি। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। জল্লাদ তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। বাধা দিল না মিলাডি।

ওদের অনুসরণ করল মাস্কেটিয়াররা। ঘরের বাইরে আসার পর চার ভৃত্যও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। ভাঙা জানালা আর খোলা দরজা নিয়ে ফাঁকা পড়ে রইল কুটিরটা। ধোঁয়া আর কালি উড়িয়ে করুণ ভাবে জ্বলতে লাগল টেবিলের লণ্ঠন।

মাঝরাত পার হয়েছে একটু আগে। থেমে এসেছে ঝড়। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে আকাশ। মিলাডির হাত ধরে এগিয়ে চলেছে জল্লাদ। পেছনে মাস্কেটিয়াররা। আরও পেছনে চার ভৃত্য। রক্তের মত লাল চাঁদের আলোয় গলানো সীসার মত লাগছে লিস নদীর জল। ওপারে দূরে দেখা যাচ্ছে, কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সারি। ঝড়ের শেষ রেশটুকু এখনও মৃদু দুলিয়ে দিচ্ছে তাদের মাথা।

খেয়া ঘাটে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল জল্লাদ। রশি দিয়ে ভাল করে বেঁধে ফেলল মিলাডির হাত-পা।

'কাপুরুষ! খুনীর দল!' চিৎকার করে উঠল মিলাডি। 'নয় জনে মিলে খুন করতে এসেছ দুর্বল একটা মেয়ে মানুষকে?'

'তুমি মেয়েমানুষ নও,' শীতল গলায় বলল অ্যাথোস। 'নরক থেকে পালিয়ে আসা রাক্ষুসী তুমি—যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত পাঠানো হবে তোমাকে।'

হিংস্র পলর মত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল মিলাডি, 'আমার বিচার করার—আমাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোদের?'

'কন্সট্যান্স বোনাসিওকে শাস্তি দেয়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল দারতায়াঁ।

আতঙ্কিত একটা আর্তচিৎকার করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মিলাডি। তাকে টেনে তুলল জল্লাদ। নিয়ে চলল সামনে নোঙর করে রাখা খেয়া নৌকাটার দিকে।

'ও ঈশ্বর!' হাউ মাউ করে উঠল মিলাডি। 'আমাকে ডুবিয়ে মারবে?'

ফোঁপাতে লাগল সে। উপস্থিত সব ক'জনের ভেতর দারতায়াঁর বয়েস সবচেয়ে কম। মনটাও নরম। মিলাডির আকুল কান্নায় গলে গেল ওর অন্তর।

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না এসব,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ও। একটু এগোল মেয়েটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার বের করল অ্যাথোস।

'সাবধান,' বলল ও, 'আর এক পা-ও এগিয়েছ কি আমার সাথে লড়তে হবে তোমাকে, দারতায়াঁ।'

থেমে গেল দারতায়াঁ। ধীর পায়ে পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল একটা গাছের গোড়ায়।

'জল্লাদ, তুমি তোমার কাজ করো,' বলল অ্যাথোস।

'নিশ্চয়ই, মঁসিয়ে,' জবাব দিল জল্লাদ, 'কারণ আমি জানি, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, যা করছি ঠিকই করছি।'

নৌকার ওপর নিয়ে গেল সে মিলাডিকে। ভারি একটা বস্তার মত নামিয়ে রাখল পাটাতনের ওপর। তারপর খেয়ার রশি ধরে টেনে টেনে নৌকাটাকে নিয়ে যেতে লাগল ওপারের দিকে। নদীর পাড়ে যারা রয়ে গেল তারা নিঃশব্দে বসে পড়ল।

নৌকাটাকে ওপারে পৌঁছুতে দেখল ওরা। খেয়ার ওপর আবছা ছায়ামূর্তির মত দেখা যাচ্ছে জল্লাদ ও মিলাডির অবয়ব।

এদিকে জল্লাদ যখন রশি টেনে নৌকা পার করায় ব্যস্ত, কি করে যেন পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছে মিলাডি। নৌকা কূলে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল তীরে। প্রাণপণে দৌড় দিল পাড়ের দিকে। কিন্তু তীরের মাটি ভেজা, পিছল। পাড়ের ওপর প্রায় উঠে পড়েছে, এমন সময় পা ফস্কাল ওর। হাত বাঁধা থাকায় টাল সামলাতে পারল না। উল্টে পড়ে গেল কাদার ওপর।

আর ওঠার চেষ্টা করল না মিলাডি। যেন বুঝে গেছে, লাভ নেই, যত চেষ্টাই করুক, এবার আর পালাতে পারবে না। যে ভাবে পড়েছিল সেভাবেই পড়ে রইল ও।

অন্য পাড় থেকে চার মাস্কেটিয়ার আর তাদের ভৃত্যরা দেখল, ধীর ভঙ্গিতে দু'হাত উঁচু করল জল্লাদ। চাঁদের আলোয় একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল তার হাতের শাণিত তলোয়ার। কিছুক্ষণ ওপরে তোলা অবস্থায় স্থির হয়ে রইল জল্লাদের হাত দুটো, তারপর নেমে এল আচমকা। নারী কণ্ঠের অস্পষ্ট আর্তনাদ শোনা গেল···।

লাল আলখাল্লাটা খুলে ফেলল জল্লাদ। সেটা দিয়ে মিলাডির মৃতদেহ জড়িয়ে নিয়ে নৌকায় উঠল। আবার দড়ি টানা। ফিরে আসছে এপারে। কিন্তু না, নদীর মাঝ বরাবর এসে দড়ি টানা বন্ধ করে আলখাল্লায় জড়ানো মৃতদেহটা তুলে নিয়ে টুপ করে ছেড়ে দিল পানিতে···।

তিন দিন পর প্যারিসে ফিরে এল চার মাস্কেটিয়ার। সে-দিনই বিকেলে মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের সাথে দেখা করতে গেল ওরা।

'কি খবর হে, তোমাদের,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কেমন বেড়ালে?'

'দারুণ!' জবাব দিল অ্যাথোস।

# একুশ

আগের সেই বাসায় আর উঠল না দারতায়াঁ। অ্যাথোসের বাসার কাছাকাছি নতুন একটা বাসা ভাড়া নিল। প্ল্যানশেটকে পাঠিয়ে জিনিসপত্র আনিয়ে নিল পুরানো বাসা থেকে। আজকাল আর কিছুই ভাল লাগে না ওর। কঙ্গট্যান্সের কথা মনে হলেই কেমন যেন হু-হু করে ওঠে বুকের ভেতর। তিন বন্ধু সব সময় চেষ্টা করে ওকে হাসিখুশি রাখতে। কিন্তু হাসি তো দূরের কথা, একান্ত প্রয়োজন না হলে ও কথাও বলে না ঠিক মত। মুখ বুজে কাজ করে যায়।

এক সন্ধ্যায়, মদ নিয়ে বসেছে দারতায়াঁ। আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে একটু একটু। মাথার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা চিন্তা। হঠাৎ ভারি জুতোর আওয়াজ এল সিঁড়ি থেকে। একটু পরেই দরজায় তীক্ষ্ণ টোকার শব্দ। ও কিছু বলা বা করার আগেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল এক লোক। কিছু খুঁজছে এমন দৃষ্টিতে এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে দারতায়াঁর ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। ইতিমধ্যে সোল্লাসে চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দারতায়াঁ। খাপ থেকে টেনে বের করে ফেলেছে তলোয়ার।

লোকটা আর কেউ নয়, ওর ভাষায়—ওর জীবনের শনি—মিউংয়ের সেই আগন্তুক। একটানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল দারতায়াঁ।

'অবশেষে পেয়েছি তোমাকে!' বলল ও। 'এবার আর পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে!'

'তেমন কোন উদ্দেশ্য আমার নেই, মঁসিয়ে,' জবাব দিল লোকটা। 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। মহামান্য রাজার নামে তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি!'

'কি!'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে, আমি যা বলছি তাই করো, তোমার তলোয়ারটা দাও আমাকে। তোমার গর্দানের প্রশ্ন জড়িত এর সাথে, সাবধান!'

'কে তুমি?' তলোয়ার নামাতে নামাতে প্রশ্ন করল দারতায়াঁ।

'আমি কাউন্ট দ্য রশেফোর্ত—মহামান্য কার্ডিন্যালের কাছে তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

'নিশ্চয়ই আরও রক্ষী আছে তোমার সাথে?'

'না। কার্ডিন্যালের বিশ্বাস, তুমি বাধা দেবে না, মঁসিয়ে,' হাত এগিয়ে দিল লোকটা, 'কিছু যদি মনে না করো, তোমার তলোয়ারটা—।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল দারতায়াঁ। তারপর হঠাৎ, অনেক দিন পর, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো। তলোয়ারটা রশেফোর্তের হাতে তুলে দিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল।

'যা থাকে কপালে, তোমার সাথে যাব আমি,' হাল্কা ভাবে বলল ও।

একটা গাড়ি ওদের নিয়ে গেল কার্ডিন্যালের প্রাসাদে। রশেফোর্তের পেছন

পেছন জমকালো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল দারতায়াঁ। বারান্দা পেরিয়ে বড়ো ঘরে পৌঁছুল। কার্ডিন্যালের চার-পাঁচজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। দারতায়াঁকে রেখে একটা ঘরে ঢুকল রশেফোর্ত। রক্ষীরা নিচু স্বরে আলাপ করতে করতে আড়চোখে দেখতে লাগল ওকে।

দু'মিনিট পর ফিরে এল রশেফোর্ত। ইশারায় পেছন পেছন আসতে বলল দারতায়াঁকে। আবার একটা দীর্ঘ বারান্দা পেরোল ওরা। সুসজ্জিত একটা বিশাল হল ঘরের ভেতর দিয়ে পৌঁছুল একটা পাঠকক্ষে। ছোট একটা টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছেন একজন।

ওরা ঢুকতেই মুখ তুললেন কার্ডিন্যাল। ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন রশেফোর্তকে। তারপর তাকালেন দারতায়াঁর দিকে।

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি। অবশেষে বললেন, 'আমার নির্দেশে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মঁসিয়ে। কেন জানো?'

'না, মহানুভব। একটা মাত্র কারণেই আমি গ্রেফতার হতে পারি, কিন্তু তা এখনও আপনার অজানা।'

স্থির চোখে ওর দিকে তাকালেন রিশেলিও। 'মঁসিয়ে দারতায়াঁ, মাত্র সাত কি আট মাস আগে তুমি প্যারিসে এসেছ, ভাগ্যের সন্ধানে।'

'জি, মহানুভব।'

'মিউং হয়ে এসেছিলে তুমি, তাই না?'

'জি।'

'কিছু একটা ঘটেছিল ওখানে। কি ঠিক জানি না আমি, তবে কিছু একটা অবশ্যই।'

'মহানুভব, কি ঘটেছিল আমি বলছি—।'

'প্রয়োজন নেই,' বাধা দিয়ে বললেন কার্ডিন্যাল। 'মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিয়ের কাছে লেখা একটা সুপারিশ-পত্র নিয়ে আসছিলে তুমি—কিন্তু পথে হারিয়ে যায় ওটা। তারপর থেকে অনেক ঘটনা ঘটেছে তোমার জীবনে। যেমন ধরো, বন্ধুদের সাথে উপকূলের দিকে রওনা হয়েছিলে তুমি, পথে তোমার বন্ধুরা আটকা পড়ে যায়, কিন্তু তুমি ঠিকই এগিয়ে গিয়েছিলে গন্তব্যের দিকে।'

'মহানুভব, আমি—আমি গিয়েছিলাম—।'

'শিকার করতে, উইণ্ডসরে,' কার্ডিন্যালই দিলেন জবাবটা। 'আমি জানি। কারণ, সব কিছু জানাটা আমার দপ্তরের দায়িত্ব। যা হোক, ফিরে আসার পর নাম করা এক মহিলা তোমাকে অভ্যর্থনা জানান—দেখতে পাচ্ছি, এখনও তুমি পরে আছ তার দেয়া উপহার।'

চমকে উঠল দারতায়াঁ। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল রাণীর দেয়া হীরের আংটিটা।

'হ্যাঁ,' চিন্তিত গলায় বলে চললেন কার্ডিন্যাল, 'এই সামান্য ক'মাসে অনেক কিছু করেছ তুমি। আমার কাছে অভিযোগ আছে, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস থেকে শুরু করে রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার মত ঘটনাও রয়েছে তার ভেতর।'

'অভিযোগটা কে করেছে জানতে পারি, মহানুভব?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল দারতাঁয়া। 'আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারে এমন লোক কেউ আছে বলে তো মনে পড়ছে না। একজন ছিল অবশ্য—এক মহিলা, কিন্তু সে তো তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করেছে।'

বিস্মিত চোখে তাকালেন কার্ডিন্যাল।

'কার কথা বলছ?'

'মিলাডি—কাউন্টেস দ্য লা ফে।'

চমকে উঠলেন কার্ডিন্যাল। জানতে চাইলেন, 'কে বা কারা ওকে শাস্তি দিয়েছে?'

'আমরা—আমার বন্ধুরা এবং আমি নিজে।'

'ও তাহলে কারাগারে আছে?'

'মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না কার্ডিন্যাল। 'ঠিক বলছ তুমি, মারা গেছে মিলাডি?'

'আমি যে মেয়েটাকে ভালবাসতাম তাকে খুন করে ও। আমরা ওকে ধরে ফেলি, তারপর নিয়মমাফিক বিচার করে দণ্ড দিয়েছি।'

কন্সট্যান্স বোনাসিওকে বিষ খাওয়ানো থেকে শুরু করে লিস-এর তীরে মিলাডির প্রাণদণ্ড কার্যকর করা পর্যন্ত সব ঘটনা বলে গেল দারতাঁয়া। সহজে বিচলিত হন না কার্ডিন্যাল। কিন্তু এ মুহূর্তে ওর বর্ণনা শুনে বিচলিত শুধু নয়, রীতিমত শিউরে উঠলেন তিনি। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তার মানে তোমরা নিজেরাই বিচারকের ভূমিকা নিয়েছিলে? ভুলে গেছ, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে প্রাণদণ্ড দেয়া আর খুন করা একই কথা?'

'না, মহানুভব,' শান্ত গলায় জবাব দিল দারতাঁয়া। 'আমার পকেটেই আছে অনুমতিপত্র।'

'অনুমতিপত্র? কার সই করা? রাজার?' প্রবল ঘৃণার একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল কার্ডিন্যালের মুখে।

'না। মহানুভবের নিজের সই করা।'

'আমার সই করা? পাগল হয়ে গেছ তুমি, যুবক!'

'মহানুভব নিশ্চয়ই নিজের দস্তখত চিনতে ভুল করবেন না?' পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কার্ডিন্যালের দিকে এগিয়ে দিল দারতাঁয়া। জোরে জোরে পড়লেন রিশেলিও:

'এই পত্রের বাহক যা করেছে তা আমার নির্দেশে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্যেই করেছে।

'রিশেলিও।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন কার্ডিন্যাল। কাগজটা হাতে নিয়ে বারবার ভাঁজ করতে আর ভাঁজ খুলতে লাগলেন। অবশেষে মাথা তুললেন তিনি। শ্যেনদৃষ্টিতে তাকালেন সামনে বসা যুবকের দিকে। যেন ওজন করছেন ওর সাহস, কর্মকুশলতা এবং বুদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে মনে এল মিলাডির অপরাধ আর তার মানসিক

শক্তির কথা। সত্যি কথা বলতে কি তাকে ভয় পেতেন কার্ডিন্যাল—কখন না জানি বিগড়ে গিয়ে তাঁরই বিপক্ষে কাজ শুরু করে মেয়েটা। ওর ভেতরে যে অশুভ শক্তি ছিল তার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পাশাপাশি ওর প্রয়োজনও অস্বীকার করতে পারেননি। সন্দেহ নেই মিলাডির মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছেন তিনি, কিন্তু যে ভয়ানক উপায়ে কন্সট্যান্স বোনাসিওকে খুন করেছে সে তা মনে করে দুঃখ বোধ করছেন আরও বেশি। মেয়েটার মৃত্যু তিনি চাননি।

ধীরে ধীরে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন কার্ডিন্যাল।

'গেছি আমি!' মনে মনে বলল দারতায়াঁ।

কলম তুলে নিলেন রিশেলিও। একটা কাগজে কয়েকটা কথা লিখে নিজের শীলমোহর এঁকে দিলেন।

'নিঃসন্দেহে আমাকে বাস্তিলে পাঠানোর নির্দেশ,' হতাশ মনে ভাবল দারতায়াঁ।

'এটা নাও,' কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন কার্ডিন্যাল। 'একটা কাগজের বিনিময়ে আরেকটা দিচ্ছি তোমাকে। নাম লিখলাম না নিয়োগপত্রটায়, তুমি লিখে নেবে।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল দারতায়াঁর। মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিয়োগের নির্দেশপত্র ওটা।

এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বসে পড়ল দারতায়াঁ।

'মহানুভব,' বলল ও, 'এই অনুগ্রহের যোগ্য নই আমি। আমার তিন বন্ধুর যোগ্যতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। ওদের—।'

'তুমি সাহসী লোক, মঁসিয়ে দারতায়াঁ,' বাধা দিয়ে বললেন কার্ডিন্যাল। মুখে মিটি মিটি হাসি, ভাবখানা: কত সহজে বেয়াড়া ছেলেটাকে বাগ মানিয়ে ফেলেছি! 'মাথা আর হৃদয়ওয়ালা লোক পছন্দ করি আমি। নিয়োগপত্রখানা নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো, শুধু মনে রেখো, নামের জায়গাটা ফাঁকা রাখলেও ওটা আমি তোমাকেই দিয়েছি।'

'মহানুভব, নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনার এই অনুগ্রহের কথা ভুলব না আমি।'

'রশেফোর্ত!' চিৎকার করে ডাকলেন রিশেলিও।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল কাউন্ট দ্য রশেফোর্ত।

'মঁসিয়ে দারতায়াঁকে দেখেছ?' বললেন কার্ডিন্যাল। 'এই মুহূর্ত থেকে আমি বন্ধু হিসেবে গণ্য করছি ওকে। হাত মেলাও তোমরা—আর হ্যাঁ, যদি গর্দানের মায়া থাকে একে অন্যের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে ভবিষ্যতে।'

কার্ডিন্যালের শ্যেনদৃষ্টির সামনে হাত মেলাল দু'জন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। তারপর একসাথেই দুজন বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজা বন্ধ হতেই দারতায়াঁর দিকে ফিরল রশেফোর্ত। 'আবার আমাদের দেখা হবে, কি বলো, মঁসিয়ে?'

'তোমার যখন খুশি।'

'সুযোগ একটা আসবেই।'

হঠাৎ খুলে গেল পেছনের দরজা। 'এই, কি হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন

রিশেলিও।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল দু'জন, করমর্দন করল, তারপর মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল কার্ডিন্যালকে।

যথাসম্ভব দ্রুত হেঁটে অ্যাথোসের বাসায় পৌঁছুল দারতায়াঁ। অ্যাথোস তখন একটা মদের বোতল খালি করছে। কার্ডিন্যাল আর ওর ভেতরে যেসব আলাপ হয়েছে সব খুলে বলল দারতায়াঁ। তারপর নিয়োগপত্রটা বের করে এগিয়ে দিল অ্যাথোসের দিকে। বলল, 'এটা অবশ্যই তোমার প্রাপ্য, অ্যাথোস।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল অ্যাথোস।

'বন্ধু, অ্যাথোসের জন্যে এটা খুব বেশি পাওয়া, আর কাউন্ট দ্য লা ফের জন্যে খুব কম। রেখে দাও—ওটা তোমার। ওটা পাওয়ার জন্যে কি মূল্যই না দিতে হয়েছে তোমাকে!'

অ্যাথোসকে ছেড়ে পর্থোসের বাসায় গেল দারতায়াঁ। বিশালদেহী মাস্কেটিয়ার তখন জাঁকাল এক প্রস্থ কাপড় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, দারতায়াঁ?' খুশি খুশি গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'খুব ভাল,' জবাব দিল দারতায়াঁ? 'কিন্তু আরও ভাল একটা পোশাকের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি—মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে লেফটেন্যান্টের পোশাক। আশা করি এরচেয়ে ভাল মানাবে তোমাকে।

গল্পটা আবার শোনাল ও। শেষে পর্থোসের দিকে এগিয়ে দিল নিয়োগপত্রটা। হাতে নিয়ে এক পলক চোখ বুলিয়েই কাগজটা ফিরিয়ে দিল পর্থোস।

'প্রিয় বন্ধু,' বলল ও, 'এর কোন প্রয়োজন নেই আমার। আমাদের বেথুন অভিযানের সময় আমার পরিচিত ধনী এক মহিলা তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন। খুব শিগগিরই আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি সেই মহিলাকে। বুঝতেই পারছ, রাজত্বসহ রাজকন্যা—লেফটেন্যান্ট না হলেও চলবে আমার। ফাঁকা জায়গাটায় তোমার নামই বসিয়ে দাও।'

আরামিসের বাসায় গেল দারতায়াঁ। ও তখন প্রার্থনায় বসেছে, সামনে খোলা ধর্মপুস্তক। তৃতীয়বারের মত তার গল্প বলল দারতায়াঁ। তারপর আরামিসকে নিতে বলল নিয়োগপত্রটা। আরামিসও ফিরিয়ে দিল সেটা।

'দারতায়াঁ,' বলল ও, 'গত কয়েক মাসের ঘটনায় তলোয়ারবাজীর প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে আমার। মনস্থির করে ফেলেছি, এবার একটু ধর্মকর্মে মন দেব, যাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে যাচ্ছি আমি। নিয়োগপত্রটা তোমার কাছেই থাক। আশা করি একদিন তুমি দুর্দান্ত এক ক্যাপ্টেন হবে।'

অ্যাথোসের কাছে আবার ফিরে এল দারতায়াঁ। খালি একটা মদের গেলাস লণ্ঠনের সামনে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে তখন অ্যাথোস। দারতায়াঁ নিয়োগপত্রটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। 'ওরাও প্রত্যাখ্যান করল।'

গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে একটা কলম তুলে নিল অ্যাথোস ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে নিয়োগপত্রটার ওপর লিখল, 'দারতায়াঁ'। তারপর ফিরিয়ে দিল কাগজটা দারতায়াঁর হাতে।

'পদটা পেলাম বটে,' ভারি গলায় বলল দারতায়াঁ, 'কিন্তু মনে হচ্ছে, বন্ধুদেরকে হারালাম। তিক্ত স্মৃতি ছাড়া আর কোন সম্বল রইল না আমার।'

বিশাল দু'ফোঁটা জল নেমে এল ওর গাল বেয়ে।

'তোমার বয়েস কম,' বলল অ্যাথোস, 'সময়ে এ-সব তিক্ত স্মৃতি মধুর স্মৃতিতে পরিণত হবে।'

পরদিনই লেফটেন্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করল দারতায়াঁ। কিছুদিন পরেই চাকরি ছেড়ে দিল পর্থোস, আরও কিছুদিন পর সেই ধনী বিধবাকে বিয়ে করল ও। আরামিসও চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাজক হয়ে গেল। কিছুদিন পর প্যারিস ছেড়ে লোরেইন-এ চলে গেল ও। তারপর অনেকদিন ওর আর কোন খোঁজ পায়নি দারতায়াঁ। তবে লোকমুখে শুনেছে, কোন এক মঠে যোগ দিয়েছে ও, ব্যস আর কিছু না।

১৬৩৩ সাল পর্যন্ত দারতায়াঁর অধীনে মাস্কেটিয়ার হিসেবে কাজ করল অ্যাথোস। তারপর ও-ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগল।

এর ভেতর তিন বার রশেফোর্তের সাথে লড়েছে দারতায়াঁ, তিন বারই আহত করেছে তাকে।

'চার বারের বার বোধহয় তোমাকে হত্যা করতে পারব,' শেষবার আহত লোকটাকে উঠতে সাহায্য করতে করতে বলেছে ও।

'তারচেয়ে চলো, এখানেই শেষ করি আমরা,' জবাব দিয়েছে রশেফোর্ত। 'বন্ধু হয়ে যাই দু'জন।'

মঁসিয়ে বোনাসিও নিশ্চিন্ত মনে আছে তার বাড়িতে। ভাইঝির কোন খোঁজ জানে না, জানার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহও নেই। একদিন বোকার মত কার্ডিন্যালের কাছে টাকা চেয়ে বসল সে। রিশেলিও বলে পাঠালেন, ভবিষ্যতে তার যাতে কোন অভাব না থাকে তা তিনি দেখবেন।

পরদিনই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল মঁসিয়ে বোনাসিও। প্যারিসের কোন লোক আর কখনও দেখেনি তাকে।

***